মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২০

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। কেননা কোন ব্যক্তিই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও তার রিযিক প্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। যা হালাল তা গ্রহণ কর এবং যা হারাম তা বর্জন কর *(ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية دينية علمية وأدبية
جلد : ২৩، عدد : ১২، محرم و صفر ১৪৪২ھ/ سبتمبر ২০২০م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : তুরস্কের মুগলা প্রদেশের দালইয়ান শহরে অবস্থিত ঐতিহাসিক একটি মসজিদ।

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK, which has been running since September 1997 from the city of Rajshahi, Bangladesh. It is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, which has been calling Mankind to Salafi Path, based on pure Tawheed and Saheeh Sunnah following the explanations of the honoured Sahaba & Salaf-i- Saleheen. This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are : 1. Editorial 2. Dars-i-Quran 3. Dars-i-Hadeeth 4. Research Articles. 5. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 6. Economics 7. Wonder of Science 8. Health 9. Agriculture 10. News : Home & Abroad & Muslim world 11. Pages for Women 12. Children 13. Poetry 14. Fatawa and 15. Other contemporary subjects.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪২ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৭

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	১২ মুহাররম	১৭ ভাদ্র	মঙ্গলবার	৪ : ২৩	৫ : ৪০	১১ : ৫৯	৩ : ২৬	৬ : ১৭	৭ : ৩৪
০৫ ,,	১৬ ,,	২১ ,,	শনিবার	৪ : ২৫	৫ : ৪১	১১ : ৫৭	৩ : ২৫	৬ : ১৩	৭ : ৩০
১০ ,,	২১ ,,	২৬ ,,	বৃহস্পতি	৪ : ২৭	৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	৩ : ২৩	৬ : ০৮	৭ : ২৪
১৫ ,,	২৬ ,,	৩১ ,,	মঙ্গলবার	৪ : ২৯	৫ : ৪৫	১১ : ৫৪	৩ : ২১	৬ : ০৩	৭ : ১৯
২০ ,,	০২ ছফর	০৫ আশ্বিন	রবিবার	৪ : ৩১	৫ : ৪৬	১১ : ৫২	৩ : ১৮	৫ : ৫৮	৭ : ১৩
২৫ ,,	০৭ ,,	১০ ,,	শুক্রবার	৪ : ৩৩	৫ : ৪৮	১১ : ৫০	৩ : ১৬	৫ : ৫৩	৭ : ০৮
০১ অক্টোবর	১৩ ছফর	১৬ আশ্বিন	বৃহস্পতি	৪ : ৩৫	৫ : ৫০	১১ : ৪৮	৩ : ১২	৫ : ৪৫	৭ : ০১
০৫ ,,	১৭ ,,	২০ ,,	সোমবার	৪ : ৩৬	৫ : ৫২	১১ : ৪৭	৩ : ০৯	৫ : ৪২	৬ : ৫৮
১০ ,,	২২ ,,	২৫ ,,	শনিবার	৪ : ৩৯	৫ : ৫৪	১১ : ৪৫	৩ : ০৬	৫ : ৩৬	৬ : ৫২
১৫ ,,	২৭ ,,	৩০ ,,	বৃহস্পতি	৪ : ৪০	৫ : ৫৬	১১ : ৪৪	৩ : ০৪	৫ : ৩২	৬ : ৪৮
২০ ,,	০২ রবীঃ আউঃ	০৫ কার্তিক	মঙ্গলবার	৪ : ৪৩	৫ : ৫৯	১১ : ৪৩	৩ : ০১	৫ : ২৮	৬ : ৪৪
২৫ ,,	০৭ ,,	১০ ,,	রবিবার	৪ : ৪৪	৬ : ০১	১১ : ৪২	২ : ৫৮	৫ : ২৪	৬ : ৪১

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি** : University of Islamic Sciences, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية دينية علمية وأدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

মুহাররম-ছফর ১৪৪২ হিঃ

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭ বাং

সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া (আমচত্বর)

পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪

সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)

কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫

'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

ই-মেইল : tahreek@ymail.com

ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ মুসলিম সমাজ ও মাওলানা আকরম খাঁ ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব *(৪র্থ কিস্তি)* ১০
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

♦ অসুস্থ ব্যক্তির করণীয় ও বর্জনীয় ১৫
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◈ ছাহাবী চরিত :

♦ ঈমানী তেজোদীপ্ত নির্যাতিত ছাহাবী খাব্বাব বিন আল-আরাত (রাঃ) ২১
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

◈ মনীষী চরিত :

♦ শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(৩য় কিস্তি)* ২৮
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ ইতিহাসের পাতা :

♦ হারামাইন প্রাঙ্গনের শীতলতার রহস্য ৩৬
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ অমরবাণী : -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ৩৭

◈ চিকিৎসা জগৎ : ৩৮

♦ কেন মাতৃদুগ্ধ যরূরী

◈ কবিতা : ৩৯

♦ করোনা সন্দেহ
♦ ছহীহ আক্বীদা
♦ করোনায় মুমিনের করণীয়

◈ সোনামণিদের পাতা ৪০

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪১

◈ মুসলিম জাহান ৪২

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৪

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৭

◈ বর্ষসূচী ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

যুলুমের পরিণতি ভয়াবহ

আল্লাহ বলেন, ‘আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন’ *(হূদ ১১/১১৭)*। পৃথিবীর প্রাচীন ছয়টি জাতি আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের যুলুমের কারণে। **উক্ত ৬টি জাতি হ’ল-** কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। তাদের প্রধান প্রধান পাপগুলি কুরআনে ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যাতে উম্মতে মুহাম্মাদী তা থেকে সাবধান হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, **‘তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে :** (১) যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। (২) যখন কোন জাতি ওযন ও মাপে কারচুপি করে, তখন তাদের উপর দুর্ভিক্ষ, কঠিন দারিদ্র্য ও শাসকদের নিষ্ঠুর দমন-নিপীড়ন নেমে আসে। (৩) যখন কোন জাতি তাদের ধন-সম্পদের যাকাত বন্ধ করে, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত, তাহ’লে কখনো বৃষ্টিপাত হ’ত না। (৪) যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত (ঈমানের) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করে দেন এবং তারা তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়। (৫) যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহ্র কিতাব মোতাবেক ফায়ছালা করে না এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন *(ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬)*।

বিশ্ব এখন চূড়ান্ত যুলুমের মধ্য দিয়েই অতিক্রম করছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ছোবলে এবং হিংস্র রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কারণে নিরীহ মানুষের জান-মাল ও ইযযতের কোন গ্যারাণ্টি নেই। বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ, অঞ্চল বিদ্বেষ, ভাষা বিদ্বেষ, দল বিদ্বেষ ইত্যাদি নানাবিধ হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। অগণিত যুলুমের মধ্যে বর্তমান শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হ’ল।-

(১) ১৯২৪ সালে তুরস্কের ইসলামী খেলাফত ধ্বংসকারী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ইংরেজদের হাতের পুতুল কামাল পাশার মাধ্যমে ১৯৩৪ সালে ঐতিহ্যবাহী ‘আয়া সোফিয়া’ জামে মসজিদকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ের রক্তস্রাবী এই যুলুম আল্লাহ বরদাশত করেননি। তাই দীর্ঘ ৮৬ বছর পরে গত ২০শে জুলাই’২০ বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোগানের মাধ্যমে পুনরায় সেটি মসজিদে রূপান্তরিত হয় এবং আযানের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। (২) ভিন্নমতের কারণে সর্বস্বহারা বিহারী মুসলমানরা আজ ৫০ বছর যাবৎ বিভিন্ন ক্যাম্পে বন্দী দশায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের বর্তমান প্রজন্ম পুরাপুরি বাংলাদেশী। কিন্তু নাগরিকত্ব না পেয়ে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা এই মুসলিম দেশে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। (৩) ১৯৭২ সালে পদ্মার উজানে ‘ফারাক্কা বাঁধ’ নির্মাণ করে, অতঃপর ১৯৯৮ সালে তিস্তার উজানে ‘গজলডোবা বাঁধ’ নির্মাণ করে অদ্যাবধি ভারত বাংলাদেশকে শুকিয়ে ও ডুবিয়ে মারছে। ফলে পদ্মা এখন পৃথিবীর সবচাইতে ভাঙন প্রবণ নদীতে পরিণত হয়েছে। অব্যাহত ভাঙনে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের ভিটামাটি ও অগণিত ভৌত কাঠামো। দেশের শ্রেষ্ঠ নদী পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সুরমা ও শাখা নদী সমূহের ভাঙনে পুরা দেশের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। সেইসাথে সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যার কোন প্রতিকার নেই। (৪) ১৯৪৭ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর প্রদেশকে যবরদস্তী ভারতভুক্ত করে নেওয়ার পর ২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট প্রদেশটির স্বায়ত্ত শাসন কেড়ে নিয়ে পুরাপুরি আত্মীকরণ করা হয়েছে। আর সেখানকার মুসলমানদের উপর চাপানো হয়েছে কয়েক লাখ সেনার হিংস্র শাসন। এই যুলুম চলছে গত ৭৩ বছর ধরে। (৫) ১৫২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত অযোদ্ধার বাবরী মসজিদকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ৪৯২ বছর পর গত ৫ই আগস্ট’২০ সেখানে ৪০ কেজি ওযনের রূপার ইট বসিয়ে রাম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেছেন কথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যে মসজিদ রক্ষার জন্য ইতিপূর্বে কয়েক হাযার মুসলমানের জীবন গেছে। অথচ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, রাম শুধু মহাকাব্যে রয়েছেন। বাস্তবে কেউ ছিলেন না। (৬) প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ আগমনের দেড়শ’ বছরের অধিককাল পূর্ব থেকে সেখানকার স্থায়ী নাগরিক ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলমানকে সেদেশের বৌদ্ধ প্রশাসন ভিটে-মাটি হ’তে বিতাড়িত করল। যারা এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে কার্যতঃ বন্দী জীবন যাপন করছে। তাদেরকে তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সক্রিয় উদ্যোগ এযাবৎ বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়নি। (৭) চীনের ঝিংঝিয়াং প্রদেশের ‘উইঘুর’ মুসলমানরা ১৯৪৯ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় যুলুমের শিকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। যার কোন প্রতিকার নেই। (৮) ১৯৪৮ সাল থেকে ফিলিস্তীনের হাযার বছরের স্থায়ী নাগরিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সেখান থেকে উৎখাত হয়ে অদ্যাবধি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে শরণার্থী জীবন যাপন করছে। ফিলিস্তীন আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারাগার। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ফেরিওয়ালারাই এজন্য দায়ী। (৯) বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০১ সালে ‘অপারেশন ক্লীনহার্ট’ থেকে দেশে ক্রসফায়ার ও বন্দুক যুদ্ধের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। তখন থেকে গত ২০ বছরের হত্যার ঘটনাপঞ্জি প্রমাণ করে যে, এটা কার্যতঃ রাষ্ট্রের নীতি হয়ে উঠেছে। সরকারের দেওয়া অঘোষিত দায়মুক্তির জেরে সারা দেশেই এটা চলছে। পুলিশ ও মানবাধিকারকর্মীদের হিসাব বলছে, ২০১৮ সালের ৪ঠা মে থেকে সারা দেশে মাদকবিরোধী অভিযান শুরুর পর থেকে গত দুই বছরে বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে ৫৮৬ জন নিহত হয়েছে। এর প্রায় অর্ধেকই (২৩০ জন) নিহত হয়েছে কক্সবাজার যেলায়। এর অর্ধেক আবার মেরিন ড্রাইভ সড়কে ও তার আশপাশে। সারা দেশের হিসাবে ক্রসফায়ারে মোট নিহতের প্রতি ছয়জনের একজনের লাশ পাওয়া গেছে এখানে। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮৪ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ সড়কে পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর মোট ১১টি তল্লাশী চৌকি থাকার পরও কী করে এত বন্দুকযুদ্ধ হয়, কেন এখানে এত লাশের মিছিল? এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব কক্সবাজার পুলিশ সুপারের কাছে নেই *(প্রথম আলো ১৭.০৮.২০২০)*। ফলে সাগর তীরবর্তী সৌন্দর্য্যের বেলাভূমি স্বপ্নের ‘মেরিন ড্রাইভ সড়ক’ এখন আতঙ্কের মহাসড়কে পরিণত হয়েছে।

টেকনাফে গত ২২ মাসে ওসি প্রদীপ কুমার দাশের হাতে ১৪৪টি ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছে ২০৪ জন। তাদের অর্ধেকের বেশী লাশ পড়েছে মেরিন ড্রাইভ সড়কে *(দৈনিক ইনকিলাব ৩.৮.২০২০)*। এরপরেও ওসি প্রদীপ ২০১৯ সালে পুলিশের সর্বোচ্চ পদক ‘বিপিএম’ লাভ করেছে। ইতিমধ্যে তার স্থাবর সম্পত্তির যে হিসাব বের হয়েছে, তা রীতিমত পিলে চমকানোর মত। চট্টগ্রাম শহরে চার শতক জমির উপরে ৬ তলা বাড়ী, কক্সবাজারে দু’টি হোটেল, ফ্ল্যাট, দু’টি গাড়ি, স্ত্রীর নামে চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে আছে মৎস্য খামার। এছাড়াও ভারতের আগরতলা ও অষ্ট্রেলিয়াতে একাধিক ফ্ল্যাট, রেস্টুরেন্টসহ কোটি কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। তার ভাই সদীপ কুমার দাশ চট্টগ্রাম মহানগরীর ডবলমুরিং থানার ওসি এবং বর্তমানে এক স্কুল ছাত্র হত্যাকাণ্ডের আসামী। আরেক ভাই দিলীপ কুমার দাশ চট্টগ্রাম যেলা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত হেডক্লার্ক। যিনি তার ভাইদেরকে সর্বদা চট্টগ্রাম রেঞ্জে কর্মরত থাকতে সহযোগিতা করতেন।

[বাকী অংশ ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

মুসলিম সমাজ ও মাওলানা আকরম খাঁ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

‘যে দেউটি নিভে গেছে, তারই জ্বালা শত দীপশিখা
জ্বলেছে যে ঘরে ঘরে।....
জ্ঞানের সাধক তার মহৎ জীবনে
গভীর সাধনালব্ধ সুচিন্তিত ধ্যানে
যা কিছু পেয়েছে তারে ভরিয়া অঞ্জলী
ছড়ায়ে দিয়েছে। সত্য প্রকাশে কেবলি
প্রয়াস পেয়েছে বার বার,
স্রষ্টার অমৃতবাণী করেছে প্রচার
যুগে যুগে যে বাণীর স্রোতধারা বয়ে
কাল হ’তে কালান্তরে চলিবে তাহার স্মৃতি ল’য়ে’॥

মাওলানা স্মরণে লিখিত প্রখ্যাত মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামালের (১৯১১-১৯৯৯) উপরোক্ত কবিতাংশ দিয়ে শুরু করছি ঊনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম বাংলা তথা মুসলিম ভারতের রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রদূত, শতাব্দীর সূর্য, যুগস্রষ্টা মরহূম মাওলানা আকরম খাঁনের অমূল্য জীবনী আলোচনা।

জন্ম ও শিক্ষা : ১২৭৫ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ১৮৬৮ সালের ৮ই জুন তিনি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা যেলার হাকিমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আব্দুল বারী, মাতার নাম রাবেয়া খাতুন। তাঁর পিতা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর ছাত্র ছিলেন। একই দিনে পিতা-মাতা দু’জনেই মারা যান। ফলে তিনি নানার কাছে মানুষ হন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে বাড়ীতেই তিনি আরবী-ফার্সী শিক্ষা করেন। অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কিন্তু লেখাপড়ার ভাগ্য তাঁর বেশীদিন হয়নি। ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণে ফাযেল পরীক্ষা না দিয়েই মাদ্রাসা শিক্ষা ত্যাগ করেন। এর অন্যতম কারণ ছিল ইংরেজ প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ক্ষোভ। ১৯৩২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা আলবার্ট হলে (Albert Hall) আয়োজিত বঙ্গ-আসাম প্রথম আরবী ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি প্রচলিত আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তব্য রাখেন। দুঃখের বিষয় পাকিস্তানের ২৪ বছর এবং বাংলাদেশের ১২ বছরেও সেই শিক্ষানীতির যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন ছাড়া মূল কাঠামো পুরাপুরি বজায় রাখা হয়েছে। যার ফলে দ্বিমুখী শিক্ষানীতির দুষ্ট প্রভাবে বাংলার মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বিমুখী চিন্তাধারার সংঘাতে আপোষে জর্জরিত হয়ে চলেছে। এই সংঘাতের অবসান যত তাড়াতাড়ি হবে ততই মঙ্গল।

সম সাময়িক মুসলিম সমাজ :

সম সাময়িক মুসলিম বাংলার অবস্থা বিবেচনার জন্য আমাদেরকে একটু পিছন দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়কাল (৬৩৪-৪৪ খৃঃ) হ’তেই ভারতে মুসলিম অভিযান শুরু হয় এবং আফগানিস্তান, মালাবার, সিন্ধু প্রদেশের সাথে সাথে বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচারের ঢেউ এসে লাগে। অতঃপর ১২০১ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম রাজনৈতিকভাবে ইসলামের সংস্পর্শে আসে। এই সময় হ’তে বাংলার স্বাধীন রাজনৈতিক অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার কাল অর্থাৎ ১২০১-১৭৬৭ খৃ. পর্যন্ত ৫৬৬ বৎসরের দীর্ঘ সময়টিকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম- ১২০১ সাল হ’তে ১৩৪০ সাল পর্যন্ত ১৪০ বৎসর। এই সময় দিল্লীর সম্রাটগণ কর্তৃক নিযুক্ত সুবাদার দ্বারা বাংলাদেশ অঞ্চল শাসিত হ’ত। দ্বিতীয়- ১৩৪০ হ’তে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত ২৩৬ বৎসর। এই সময় স্বাধীন মুসলিম সুলতানগণ বঙ্গদেশ শাসন করতেন। তৃতীয়- ১৫৭৬ হ’তে ১৭৬৭ পর্যন্ত ১৯১ বৎসর। অর্থাৎ সম্রাট আকবর কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার দেওয়ানী ন্যস্ত করার সময় পর্যন্ত।

উপরোক্ত তিনটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথমটিকে আমরা তুলনামূলকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ রূপে আখ্যায়িত করতে পারি। মুসলিম বাংলার প্রকৃত বিপদ শুরু হয় দ্বিতীয় যুগে এবং মোগলদের অধীনে তৃতীয় যুগে এটি চরম আকার ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁর নিজস্ব বক্তব্য শ্রবণ করুন-

‘উপরোল্লেখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীণ বিপদ ছিল খুবই গুরুতর। প্রথমতঃ এই সময়ে অন্য কোন ভাষায় কুরআনের তরজমা অধর্মের কাজ রূপে বিবেচিত হইত। তদুপরি একদিকে তুর্ক, তাতার, আফগান, ইরানী প্রভৃতি বিভিন্ন বহিরাগত মুসলমান এবং অপরদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুসলমানের মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত ভাষা সমস্যাও ছিল বিপদের অন্যতম কারণ। গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁসহ মাত্র কয়েকটি ফারসী পুস্তক ব্যতিত সার্বিকভাবে ফারসী সাহিত্য মুসলমানদের উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই করিয়াছে বেশী। সর্বশেষে মুসলিম বাংলার দীর্ঘ ইতিহাসে (সত্যিকারের) ইসলামী ভাবধারা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত এরূপ একজন চরিত্রবান শাসনকর্তা, সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতার সাক্ষাত আমরা পাই না, যিনি বাংলার মুসলমানদিগকে তাহাদের ব্যক্তিগত অথবা সমাজ জীবনে প্রেরণা যোগাইতে সক্ষম ছিলেন। ইহাই ছিল মুসলিম সমাজের মানসিক খাদ্যের দুর্ভিক্ষ, যাহা উহাকে ভিতর হইতে ধ্বংস ও অধঃপাতিত করিয়া চলিয়াছিল’।

দূরদর্শী চিন্তানায়ক মাওলানা আকরম খাঁ এরপর বলেন, ‘এইভাবে মুসলিম মানস যখন সম্পূর্ণভাবে ইসলামী ভাবধারা ও আদর্শ বিবর্জিত এবং উহার নিজস্ব তাহজীব-তমদ্দুনের সহিত পরিচয় শূন্য হইয়া শয়তানের কারখানায় পরিণত হইতে চলিয়াছে, ঠিক সেই সময় বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বুদ্ধি

ও ধর্মের এক অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দেয়। বলা বাহুল্য হিন্দু বাংলার এই বুদ্ধির জয়যাত্রা ধর্ম ও পৌরাণিক সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়াই শুরু হয়। এই সময় বাংলার তথাকথিত উদার, মহানুভব ও বিদ্যোৎসাহী মুসলমান নবাব ও সুলতানগণ তাঁহাদের নিজস্ব ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার প্রতি নজর দেওয়া অথবা একাজে কোন মুসলমানকে উৎসাহ দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। সমসাময়িক সাহিত্য খুঁজিয়া বাংলার এই সমস্ত নবাব ও সুলতানগণের দরবারে কোনদিন কুরআন অধ্যয়ন অথবা হযরত মোহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন চরিত ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার অনুষ্ঠান হইয়াছে এই ধরনের কোন আভাস আমরা পাই না। ... অথচ তাঁহাদের দরবারে রামায়ণ ও মহাভারতের নিয়মিত সাহিত্যিক আসরের অনুষ্ঠান হইয়াছে। ... ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন যে, হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের যে প্রচেষ্টা চলে, তাহাই হইতেছে বাংলা ভাষার উন্নতির প্রথম এবং প্রধান কারণ। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষার এই উন্নতি যাহা হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত কিছুই ছিল না- গৌড়ের মুসলিম সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহা একটি সর্বজন স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য'।

মুসলিম বাংলার দ্বিতীয় যুগের উপরোক্ত বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে মড়ার উপর খাড়ার ঘায়ের মত আপতিত হয় সম্রাট আকবরের বঙ্গ বিজয় ও তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ শাসননীতি। ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ইসলাম ও মুসলমানের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল, আকবরের সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থনে তারা তাদের শক্তি সুসংহত করে এবং মরণোন্মুখ মুসলিম সমাজ বিরুদ্ধবাদীদের সর্বশেষ সম্মিলিত আঘাতে নিস্তনাবুদ হয়ে যায়। ফলে বাংলার উপর থেকে শুধু মোগল শাসন নয় বরং মুসলিম শাসনেরও অবসান ঘটে।

এই সময় মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা চরম শোচনীয় অবস্থায় ছিল। মোগল হেরেমে নিয়মিত মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা চলতো, সালামের বদলে সিজদা চালু ছিল, গরু কুরবানী আকবরের আইনে নিষিদ্ধ ছিল, হিন্দু-মুসলিম বিবাহ মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত হ'ত। বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ এমন কলুষিত ইসলাম বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থান করছিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হ'তে ধর্মান্তরিত নও-মুসলিমদের পক্ষে ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। ফলে বিভিন্ন আরবী ও ফারসী নামের আড়ালে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটে অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান সমূহ। আকবর কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত হ'তে স্থানান্তরিত একদল ধর্মদ্রোহী পীর ও ফকীরের আগমনের ফলে এই সময় বাংলার মুসলমানের ধর্মীয় অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। মুসলমানগণ কিভাবে সরাসরি হিন্দুদের দেব-দেবীগণকে আপন করে নিজেদের পীর হিসাবে বরণ করে নিয়েছিল তা দেখাবার জন্য ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'কালুগাজী চম্পাবতী' নামক পুঁথি, 'জেবুল মুলক শামা রুখ' কাব্য প্রভৃতি পুঁথিকাব্য সমূহের নাম উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবি জনৈক মোহাম্মদ আকবরের (জন্ম ১৬৫৭ খৃ.) এক খানি পুঁথিকাব্যের প্রারম্ভে মা হাওয়াকে মা কালী ও হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-কে শ্রী চৈতন্য রূপে দেখানো হয়। যেমন তিনি বলেন,

মা হাওয়া বন্দম জগত জননী
হিন্দুকুলে কালী নাম প্রচারে মোহিনী।
হযরত রছুল বন্দি প্রভু নিজ সখা
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্য রূপে দেখা॥

দুর্ভাগ্য বর্তমান সময়ের দুইজন প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত (ডঃ এনামুল হক ও আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ) উক্ত বন্দনা গীতিটিকে খুবই প্রশংসা করেছেন। অমনিভাবে 'নূরন্নেহার ও কবির কথা' নামক গীতি কাব্যের রচয়িতা লিখেছেন 'বিছমিল্লাহ ও শ্রী বিষ্ণু একই কথা। আল্লাহ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া রাম ও রহিম হইয়াছেন।' শুধু বাংলা সাহিত্য নয় ফারসী ও উর্দূ সাহিত্যের মাধ্যমেও মুসলিম সমাজের সর্বনাশ ঘটানো হয়েছে। যেমন মোহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র আসনে বসাতে গিয়ে মীলাদের কবিতায় বলা হয়েছে-

وہ جو مستوی عرش تہا خدا ہوکر
اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفی ہو کر

ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কর্
উতার পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুছতফা হো কর্

অর্থ : যিনি আরশের উপর খোদারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিই মদীনায় অবতরণ করলেন 'মোছতফা' হয়ে। এরই সুরে সুর মিলিয়ে বাংলার কবি লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০ খৃ.) গেয়ে ওঠেন, 'আকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা, আহমদ আহাদ হ'লে তবে যায় জানা'। প্রখ্যাত ইরানী কবি হাফেয শীরাযী (মৃ. ৭৯১ হি./১৩৮৯ খৃ.) বলেন,

حافظا! گر وصل خواہی + صلح کن با خاص و عام
با مسلمان اللہ اللہ + با برہمان رام رام

'হাফেয! যদি মিলন চাও, তাহ'লে সকলের সাথে সন্ধি করে চলো। মুসলমানের সাথে আল্লাহ আল্লাহ। আর ব্রাহ্মণের সাথে রাম রাম' *(দীওয়ানে হাফেয)*।

মোদ্দাকথা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে এইভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করার এবং হিন্দু ধর্মের অদ্বৈতবাদী কুফরী দর্শনের ছাঁচে নিজেদেরকে গড়ে তোলার প্রবণতা শুধুমাত্র কবি-সাহিত্যিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে এটি সঞ্চারিত ও উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করে চলেছিল। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ হিন্দুদের জলদেবতা বরুণ মুসলমানদের কাছে পীর বদরে, গৌরচন্দ্র চৈতন্য গোরাচাঁদ পীরে, ওলাইচণ্ডী ওলা বিবিতে, সত্যনারায়ণ সত্যপীরে, লক্ষ্মীদেবী

মা বরকতে রূপান্তরিত হন। তদুপরি এই সমস্ত রূপান্তরিত দেব-দেবীগণ ছাড়াও বহু পীরের কল্পিত কবর এমনকি ভুয়া কবরগুলিও মুসলমানদের নিকট থেকে নযর-নেয়ায-তাবাররুক, মোমবাতি, আগরবাতি লাভ করতে থাকে। বায়েজীদ বোস্তামীর কল্পিত কবরের নাম আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। অনেক থান, খানকাহ, দরগাহ এদেশের মুসলমানদের সুখ-সমৃদ্ধি এবং বিপদ-আপদ হ'তে উদ্ধার লাভের উপলক্ষ বা অসীলা হিসাবে দীর্ঘকাল যাবত এখানে আল্লাহ্র স্থান দখল করে আছে।

এবারে আসুন ১৭৬৭-এর পরবর্তী বৃটিশ অধিকৃত বাংলাদেশের অবস্থাটা একবার অবলোকন করি। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের জমিদারী ও ভূমি মালিকানা গেল, বাযেয়াফ্তির নামে লা-খেরাজ আয়মাদারী গেল, রাজভাষা ফারসীর বদলে ইংরেজী করার ফলে চাকুরী গেল, পোষাক পরিবর্তনে শরাফতীর নিশানাটুকুরও অবসান হ'ল। সাড়ে ছয়শো বছরের অভিজাত ও ইন্টেলিজেন্টশিয়া বাংলার মুসলিম নেতারা রাতারাতি পথের ফকির হয়ে গেল। এক কালের সম্মানিত শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় একরাতে মূঢ়ের জাত হয়ে গেল। মুসলিম খানদানী বংশের লোকেরা হঠাৎ করে 'ছোটলোক চাষা' 'যবন-ম্লেচ্ছ' বনে গেল।

মুসলমানদের এই অবস্থা সারা বৃটিশ ভারতে ছিল। তথাপি বিশেষ করে মুসলিম বাংলার কথা বলছি দু'টি কারণে। এক. এই সময় ইংরেজের অত্যাচার বেশী হয়েছিল বাংলার উপরে। কারণ কথিত ওয়াহ্হাবী তথা জিহাদ আন্দোলন, সিপাহী আন্দোলন, তিতুমীরের মুহাম্মদী আন্দোলন, শরীয়তুল্লাহ্র ফারায়েযী আন্দোলন, মজনু শাহের ফকির আন্দোলন প্রভৃতি গণবিপ্লব ও খণ্ড যুদ্ধসমূহ দাবাগ্নির মত জ্বলে উঠেছিল প্রধানতঃ এই বাংলাতেই। ফলে আম্বালা ও পাটনার বিচার ছাড়া বিচারের নামে বাকী সবগুলি অত্যাচার সংঘটিত হয় এই বাংলার কলিকাতা, বর্ধমান, বারাসাত, রাজশাহী, দিনাজপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে। হাযার হাযার কৃষক ও আলেমকে 'নিকটতম বৃক্ষে ঝুলাইয়া' প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয় এই বাংলাতেই। এই দানবীয় যুলুম চলে ঊনিশ শতকের শেষার্ধের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য স্কটিশ ইতিহাসবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ উইলিয়াম উইলসন হান্টার (১৮৪০-১৯০০ খৃ.)-এর মন্তব্য আরও পরিষ্কার। তিনি তার The Indian Musalmans বইয়ে (আগস্ট ১৮৭১ খৃ.) লেখেন, 'যারা এককালে দেশের শাসক ছিল, তারা আজ নিঃস্ব। পঞ্চাশ বছর আগেও যাদের পক্ষে গরীব হওয়া অসম্ভব ছিল, এখন তাদের পক্ষে ধনী হওয়া অসম্ভব হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু তহশিলদার দ্বারা খাজনা আদায়ের ফলে আজ তারাই জমিদার হয়েছে। মুসলিম জমিদাররা সম্পত্তিহীন হয়ে পড়েছে। ফারসী উঠিয়ে দেওয়ায় আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ের পথও তাদের বন্ধ হয়েছে' (???)।

দ্বিতীয় কারণটি হ'ল- আমরা আজ যে মনীষীর উপর সেমিনারে আলোচনা করছি, তাঁর জন্ম হয়েছিল ঊনিশ শতকের এই তাণ্ডবলীলার মধ্যেই।

মুক্তি পথের সন্ধান :

১৮৩১ সালে বালাকোট ও বারাসাত বিপর্যয় শেষে চল্লিশ বছর ধরে বিচ্ছিন্ন সংগ্রামের পর আলেমদের মধ্যে দু'টি দল সৃষ্টি হয়। একদল- মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর (১৮০০-১৮৭৩) নেতৃত্বে ভারতকে দারুল হরবের স্থলে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা করে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব আব্দুল লতিফ প্রমুখ নেতা ছিলেন এই দলে। দ্বিতীয় দল- শাহ ইমদাদুল্লাহ ও মাওলানা কাসেম নানুতুভীর নেতৃত্বে আমৃত্যু জেহাদ চালাবার সংকল্প করেন। এঁরাই পরে দেওবন্দ দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করে ধর্মশিক্ষার অন্তরালে জেহাদী মনোভাব যিন্দা রাখতে সচেষ্ট হন।

প্রথম দলের ইংরেজ ঘেঁষা নীতি গণমানসের অনুকূলে ছিল না। বরং লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হ'লেও সত্য যে, স্যার সৈয়দ ও নবাব আব্দুল লতিফের বাস্তববাদী নীতি পরবর্তীকালে স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী রাজনীতিতে পরিণত হয়। নবাব মুহসিনুল মুলক ও নবাব ভিকারুল মুলক প্রমুখের নেতৃত্বে প্রথম দলের নীতির অপভ্রংশের ধারা অবশেষে রূপ পায় নাইট-নবাবদের সুবিধাবাদী আঞ্জুমানী রাজনীতিতে। যা ছিল সাধারণ জনগণের নাগালের অনেক বাইরে।

দ্বিতীয় দলের জিহাদী নীতি গণমানসের অধিক নিকটবর্তী হ'লেও তা ছিল অতিশয় চরম পন্থা। যা ছিল তখন নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন।

উপরোক্ত দুই চরমপন্থী নীতির মধ্যবর্তী একদল নেতা ও আলেম ছিলেন। আজকের আলোচ্য নেতা জাতির দিশারী মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন সেই মধ্যপন্থী দলের অগ্রনায়ক ও প্রাণপুরুষ।

এই দলের নীতি ছিল ইংরেজ সরকারের সাথে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ধরা না দিয়ে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সেকাজে সরকারের সহযোগিতা নেওয়া ও দেওয়া। তাঁরা সরকারের ভাল কাজের প্রশংসা যেমন করেন, তেমনি মন্দ কাজের বিরোধিতাও করতে থাকেন। যেমন তুরস্কের খেলাফত ধ্বংসের ব্যাপারে প্রথমোক্ত দল ইংরেজের নীতিকে সমর্থন করে। কিন্তু মধ্যপন্থী দল এর তীব্র বিরোধিতা করে।

এই দলের দৃষ্টি শুধু শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের সাথে প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এঁদের মহান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ভারতের সার্বিক পুনর্জাগরণ। বিগত একশত বৎসর যাবত ওলামা সম্প্রদায় মুসলিম জাতিকে ইংরেজী শিক্ষা ও চাকুরী-বাকুরী হ'তে দূরে রাখার ফলে নব্য শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় শুধু ওলামা বিরোধীই

হয়নি বরং তাদেরকে ইসলাম বিরোধীও করে তুলেছিল। এই সঙ্গে খৃষ্টান পাদ্রীরা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের প্রচারণা বা প্ররোচনা যোরদার করার ফলে বহু তরুণ বিপথগামী হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে তারা প্রতিবেশী হিন্দুদের বহু সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়েছিল। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সাথে সাথে জাতির সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা চালানোও নেতাদের পবিত্র দায়িত্ব ছিল।

বাংলাদেশে এই দায়িত্ব পালনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে মুষ্টিমেয় কয়জন দুঃসাহসী আত্মত্যাগী আলেম, মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন তাদের অগ্রনায়ক। তাঁর মধ্যে ঘটেছিল একাধারে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতৃত্বের মধুমিশ্রণ।

মাওলানা আকরম খাঁর অবদান :

সমসাময়িক মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, তমদ্দুনিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ শেষে এবার আমরা এই মহান যুগ সংস্কারকের সংস্কার আন্দোলনের যৎকিঞ্চিত তুলে ধরার চেষ্টা পাব।

আলেমের পুত্র আলেম মাওলানা আকরম খাঁ শৈশবেই পিতার নিকট আহলেহাদীছ আন্দোলনের সবক নেন। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী, পরিচালিত আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে তাঁর পিতা তখন খুলনা ও ২৪ পরগণা এলাকায় দাওয়াত ও জিহাদ সংগঠনের কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পাশ্চাত্য ভাবধারায় রচিত ইতিহাস সমূহ বৃটিশ প্রভুদের সুরে সুর মিলিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশে তীতুমীরের মুহাম্মাদী আন্দোলন, শরীয়তুল্লাহ্‌র ফারায়েযী আন্দোলন সবই ছিল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। বাংলার অন্যতম বিদগ্ধ পণ্ডিত দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের ফলে যেসব গবেষণা এ অঞ্চলে হয়েছে, তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে কারও কারও দ্বিমত থাকলেও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য যে, এ আন্দোলনের ফলেই বাংলা অঞ্চলে মুসলিম মানসের আত্মবিকাশের সূচনা দেখা দেয় এবং ধর্মচিন্তা থেকে বহুদিন বঞ্চিত মানুষ আপনার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে কুরআন ও হাদীছের সূত্রগুলি বুঝবার চেষ্টা করে'।[১]

ছোটবেলায় পিতার নিকট এই আন্দোলনের শিক্ষা গ্রহণের ফলে আকরম খাঁ যাবতীয় অন্ধ তাকলীদ ও রেওয়াজ পূজার ধূম্রজাল হ'তে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন এবং সারা জীবন মুক্ত বুদ্ধির অনুশীলনে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। সবকিছুকে কুরআন ও হাদীছের কষ্টি পাথরে যাচাই করার অনুপ্রেরণা তিনি স্বীয় পিতার উত্তরাধিকার হিসাবেই পেয়েছিলেন।

আগেই বলেছি ফাযেল পরীক্ষা না দিয়েই তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা শেষ হয়। এরপর তিনি নিজের চেষ্টায় লিখতে শুরু করলেন। তখনকার দিনে বাংলা চর্চাকে অত্যন্ত খারাপ নযরে দেখা হ'ত। তবুও তিনি দমলেন না। এক সময় তিনি নিজের বাংলা শেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, আমি রাতের পর রাত জেগেছি এর জন্যে। বালিশ মাথায় না দিয়ে বরং বাংলা ডিকশোনারী মাথায় দিয়ে শুতাম নিতান্ত ঘুম পেলে। যাতে সত্বর ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবশেষে একদিন তাঁর প্রথম লেখা বের হ'ল কলিকাতার একটি হিন্দু পত্রিকায়। মাওলানা আকরম খাঁ আকুল আগ্রহ নিয়ে তা পড়লেন এবং একটি চা স্টলে বসলেন হিন্দুদের মন্তব্য শুনবার জন্য। তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয় হিন্দু লেখকদের মধ্যে। তারা সহ্য করতে পারলো না এই তরুণ যবন লেখকের লেখা দেখে। বিভিন্ন জায়গায় 'আক্রমণ খাঁ' বলে তাঁকে তাচ্ছিল্য করা হ'তে লাগলো। তিনি বলেন, এতে আমার যিদ চেপে গেল এবং উৎসাহ বেড়ে গেল।

(১) সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি : আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম নেতা কলিকাতার তাঁতীবাগানের লক্ষপতি হাজী আব্দুল্লাহ আকরম খাঁর লেখা পড়ে চমৎকৃত হ'লেন। তিনি তাঁকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'বাবা! আমি তোমাকে প্রেসসহ আনুসঙ্গিক সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি পত্রিকা বের করতে পারবে?' আকরম খাঁর সুপ্ত বাসনা ভয়ে ভয়ে স্বীকারোক্তির আকারে বেরিয়ে এলো। হাজী ছাহেব উৎসাহিত হয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাবা! জাহেলিয়াতের নিগড়ে আবদ্ধ এদেশের মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সত্যিকারের নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শের পতাকা উড্ডীন করার ব্রত নিয়ে তোমাকে পত্রিকার নাম রাখতে হবে 'মোহাম্মদী'। আকরম খাঁ রাযী হ'লেন। শুরু হ'ল সাংবাদিকতা।

এমনি করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)-এর ভাষায় তিনি মুসলিম বাংলা তথা সারা মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করার সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে একে একে বের করেন বাংলা মাসিক মোহাম্মদী (১৯০৩), মাসিক আল-এছলাম (প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক)। সম্পাদক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)। দৈনিক সেবক (১৯২১-২২), উর্দূ দৈনিক যামানা (১৯২০-২৪), ইংরেজী THE COMRADE (১৯৪৬) ও দৈনিক আজাদ (১৯৩৬)।

(২) ধর্মীয় সংস্কার : কর্মজীবনে প্রবেশ করেই মাওলানা আকরম খাঁ মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ অনুসন্ধান

১. *দৈনিক আজাদ, ১৮.০৮.১৯৬৯ মোতাবেক ১লা ভাদ্র ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, বিশেষ সংখ্যা হ'তে।*

করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মুসলমানদের এই ক্রমাবনতির মূল কারণ হ'ল তার নিজের সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা। সে জানে না তার ঐতিহ্যের উৎস কোথায়। কাজেই প্রকৃত দরদীর সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে এ মানব গোষ্ঠীকে আত্মসচেতন করে তোলা। সে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি দেখতে পেলেন যে, মুসলমানের মূল তওহীদ বিশ্বাসেই ঘুণ ধরেছে। নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতের আগাছা-পরগাছা ইসলামের পবিত্র দেহকে কালিমা লিপ্ত করেছে। ব্যক্তিপূজা, কবরপূজা, অসীলা পূজা প্রভৃতি সাধারণ মুসলমানের মধ্যে এমনভাবে দানা বেঁধেছে যে, তাকে সরিয়ে নিতে চাইলে তারা মরিয়া হয়ে হামলা করার চেষ্টা করে। এমনকি আলেম সম্প্রদায়ও ধর্মের অনুশাসনের ক্ষেত্রে চার ইমামের মযহাবকে শেষ ব্যাখ্যা মনে করে ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার চিরতরে বন্ধ ভেবে এক্ষেত্রে টুঁ শব্দটি করার সাহস খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি সর্বপ্রথমে এর বিরুদ্ধে কলম ধরেন এবং প্রমাণ করেন যে, ইসলামে রেওয়াজ পূজা ও অন্ধ তাক্বলীদের কোন স্থান নেই। বরং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ক্বিয়ামত ঊষার উদয় কাল পর্যন্ত অনাগত ভবিষ্যতের অসংখ্য সমস্যাবলীর সমাধান অবশ্যই সম্ভব এবং প্রতি যুগের যোগ্য আলেমগণ কুরআন ও হাদীছ ব্যাখ্যা করার অধিকার রাখেন। বলা বাহুল্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই উদার মতবাদ অনেকের নিকট অসহ্য ঠেকলেও যুক্তিবাদী শিক্ষিত মহলে তা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

(৩) শিক্ষা সংস্কার : তিনি ইংরেজ প্রবর্তিত দ্বিমুখী শিক্ষানীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। এতদ্ব্যতীত তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন মুসলমানদের প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ করতে থাকে এবং সেখানে মুসলিম সংস্কৃতির ছিঁটেফোটাও যাতে ঢুকতে না পারে, সেজন্য মুসলিম লেখকদের রচনা পাঠ্য-পুস্তক সমূহ থেকে তারা বাদ দিতে থাকেন ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দগুলি বর্জন করতে থাকেন, তখন তার বিরুদ্ধে কলম ধরেন একাই মাওলানা আকরম খাঁ।

এই সময় মুসলিম ছাত্রদের হীনমন্যতা এত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা রীতিমত টেরি কেটে ধূতি পরে ক্লাসে যেত এবং তা দেখে যখন হিন্দু বন্ধুরা বলতো 'কিরে লতিফ! চমৎকার ধূতিখানা পরেছিস তো, তোকে দেখে কারুর বাবার সাধ্য নেই যে, তোকে মুসলমান বলে'। তখন মুসলিম ছাত্ররা আহলাদে আটখানা হয়ে বলতো 'সকলে তাই-ই তো বলে'।

ওদিকে হিন্দুদের অপপ্রচারণার ফলে এবং Risley-এর সেন্সাস রিপোর্টের ফলে মুসলমান শিক্ষিত সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, বাঙালী মুসলমানেরা হাড়ি, ডোম, বাগদী নমশূদ্র প্রভৃতি অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য হিন্দুদের বংশধর। Risley তাঁর রিপোর্টে বললেন, বর্ণ হিন্দুদের চেয়ে এদের নাকের উচ্চতা অনেক কম। চোয়ালের হাড়ের উচ্চতা, কোকড়ানো চুল প্রভৃতিতে এদের অনার্য্য রক্তের পরিচয় সুস্পষ্ট।

মাওলানা আকরম খাঁ ইতিহাস ঘেঁটে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন যে, বাংলাদেশী মুসলমানেরা নমঃশূদ্রের বংশধর নয়, বরং তারা ইসলাম কবুলকারী এ দেশেরই উচ্চ বংশের সন্তান এবং অনেকে সরাসরি আরব রক্তের সন্তান।

(৪) ভাষা সমস্যা : তখনকার দিনে মুসলিম অভিজাত মহলের এমনকি শেরে বাংলা ফজলুল হকেরও অভিমত ছিল উর্দূই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙলাদেশী মুসলমানদের মাতৃভাষা। একমাত্র নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছাড়া অন্য কোন অভিজাত ব্যক্তি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা বলে স্বীকার করতেন না। আলেমদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁই সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে কলম ধরেন এবং ইতিহাস দিয়ে প্রমাণ করেন যে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং বাংলাই হবে আমাদের জাতীয় ভাষা।

(৫) রাজনীতিতে : এই সময় মুসলিম ভারতে দু'ধরণের রাজনীতি চালু ছিল। একটি নাইট-নবাব-খানবাহাদুরী রাজনীতি। অপরটি প্রগতিবাদী স্বাধীন রাজনীতি। শেষোক্তটির নেতৃত্বে ছিলেন আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা আজাদ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখ। মাওলানা আকরম খাঁ এঁদেরই মুখপাত্র হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। মাওলানা আকরম খাঁ এ উদ্দেশ্যে সরকারী 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়া'র মোকাবেলায় 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' প্রতিষ্ঠা করেন ও নিজে তার সম্পাদক হন। তিনি কংগ্রেস, খেলাফত ও প্রজা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একদল যোগ্য কর্মী গড়ে তোলেন। যারা পরবর্তীতে কায়েদে আযমের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনের সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে তিনি পাকিস্তান অর্জনের প্রতি তাঁর পুরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। পাকিস্তান অর্জনের এক বছর পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন স্থায়ীভাবে এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি হন। ইতিপূর্বে তিনি যুক্ত বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সালের পর তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি হন। ১৯৬২ সালের ২৯শে অক্টোবর তাঁর সভাপতিত্বে ঢাকায় আহূত পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জীবনের শেষ সভাপতিত্ব করেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীনকে সভাপতি নির্বাচন করে তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি ৯৪ বছর বয়সে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

তাঁর রাজনীতির সাফল্য এখানেই যে, ঐ সময়ে আজাদে তাঁর প্রতিটি লেখাই এদেশের রাজনীতির গতি নির্ধারণ করতো। এতদসত্ত্বেও তিনি কখনো কোন সরকারী পদ গ্রহণ করেননি। এখানেই সত্যিকারের ত্যাগী রাজনৈতিক নেতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(৬) অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে : বাংলার গরীব মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনিই সর্বপ্রথম ১৯২৯ সালে প্রজা আন্দোলনের জন্ম দেন এবং ১৭৯৩ সালে বৃটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ দাবী করেন।

বস্তুতঃপক্ষে মুসলিম বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির এটিই ছিল প্রথম সুসংগঠিত দাবী।

(৭) গ্রন্থ রচনা : রাজনীতি ও সাংবাদিকতার এত ডামাডোলের মধ্যে এবং সর্বদা জেল-যুলুমের মধ্যে থেকেও মাওলানা ১. তাফসীরুল কোরআন ২. মোস্তফা চরিত ৩. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য ৪. উম্মুল কোরআন ৫. আমপারার তাফসীর (কাব্যে) ৬. সমস্যা ও সমাধান ৭. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি অতি মূল্যবান গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেন। যা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফের ভাষায় 'একজন নবী মুরসলের জীবনীকে এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখার প্রচেষ্টা বিশ্ব সাহিত্যে এইটেই (মোস্তফা চরিত) বোধ হয় সর্বপ্রথম'। প্রখ্যাত বাগ্মী জিতেন্দ্রলাল একে বলতেন 'এক বিরাট অবদান'। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১৯২০-১৯৯৫) বলেন, 'আমার বিশ্বাস মোস্তফা চরিতের ইংরেজী অনুবাদ হ'লে এটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃতি পাবে'। মাওলানা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকতা ও পাণ্ডিত্য এক জিনিস নয়। কিন্তু মাওলানার মধ্যে এ দু'য়ের এক আশ্চর্য্য সমন্বয় আমরা দেখেছি... যুক্তিবাদী মনীষা তাঁর ভাষাকে একটা অদ্ভুত শক্তি ও দীপ্তি দিয়েছে'।

মৃত্যু : ১৩৭৫ সালের ২রা ভাদ্র মোতাবেক ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগস্ট এই শতায়ু মহীরুহের জীবনাবসান ঘটে। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।*

অবদান মূল্যায়ন : সাহিত্যিক সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) মরহুম মাওলানাকে 'মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রনায়ক' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দৈনিক পাকিস্তান মন্তব্য করে 'তাঁর মত মনীষী একটা জাতির জীবনে দুই এক শতাব্দীর মধ্যেও জন্মগ্রহণ করে না। ফরাসী বিপ্লবে রুশো ও ভল্টেয়ারের যে অবদান ছিলো, আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এই জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষীর অবদান তার চাইতে কোন অংশে কম নয়'। পশ্চিম পাকিস্তানের দৈনিক জং মন্তব্য করে 'মাওলানা শুধু একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেন নাই, তিনি নিজেও একটি ইতিহাস'।

নিজস্ব স্মৃতিচারণ :

(১) ১৯৬৭ সালের দিকে আমার আব্বা মাওলানা আহমাদ আলী আমাকে সাথে নিয়ে ঢাকায় দৈনিক আজাদ অফিসে মাওলানা আকরম খাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তখন আব্বার হাতে ছিল স্বলিখিত পুস্তক 'আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মযহাবে আহলেহাদীছ'। মাওলানা আকরম খাঁ পুত্রসহ প্রিয় শিষ্যকে সামনে দেখে আনন্দের সাথে স্বাগত জানালেন ও বললেন, তোমার হাতে ওটা কি? মাওলানা আহমাদ আলী বইটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। মাওলানা এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, 'আহমাদ আলী তুমি যে লিখতে শিখেছ'। জওয়াবে তিনি বলেন, 'হুযুর! সমাজ ও জামা'আত নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকি। ঠাণ্ডা মাথায় লেখার সময় পাই না'। মাওলানা বললেন, 'আহমাদ আলী। মনে রেখ এ পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে, তা ব্যস্ত লোকেরাই করেছে। অলসরা কিছুই করেনি'।

(২) আমার আব্বা মাওলানা আহমাদ আলী তাঁর প্রিয় ছাত্র যশোর যেলার ঝিকরগাছা উপযেলাধীন দিকদানা গ্রামের মাওলানা শামসুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান সাতক্ষীরা যেলাধীন কলারোয়া উপযেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম কাকডাঙ্গায় জীবনের শেষ স্মৃতি 'কাকডাঙ্গা আহমাদিয়া সিনিয়র মাদরাসা'র ভিত্তি স্থাপন করেন। স্বীয় উস্তাদ সমতুল্য মাওলানা আকরম খাঁকে মাদরাসা কমিটির প্রেসিডেন্ট করে তিনি এর পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নেন।

(৩) বাংলা ১৩১৯ সালে মাওলানা আকরম খাঁ এক বাহাছে বর্তমান সাতক্ষীরা যেলার ঝাউডাঙ্গায় আসেন ও প্রতিপক্ষের হানাফী আলেম মাওলানা রূহুল আমীনকে পরাজিত করেন। বাহাছের পর গরুর গাড়ী জোড়ার সময় না পেয়ে মুরীদরা নিজেরাই গরুর গাড়ী ঠেলে মাওলানা ছাহেবকে নিয়ে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

উপসংহার :

তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলি শতাব্দীর এই মহীরুহের ছায়াতলে আমরা যারা তাঁর উত্তরসূরী, যাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের পটভূমিকায় আজকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সেই মহান যুগস্রষ্টা মাওলানা আকরম খাঁর উদ্দেশ্যে শুধু একটি আলোচনা বৈঠক বা সেমিনার নয় বরং তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রত্যয়দৃঢ় শপথ গ্রহণ করতে পারলেই কেবল তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। জাতির আগামী দিনের নাগরিকদেরকে তিনি মৃত্যুর পূর্বে হুঁশিয়ার করে গিয়েছেন 'সাবধান! পশ্চাতে ভূতের মায়া কাঁদন, সম্মুখে আলেয়ার জ্বলন্ত মোহ। সাবধান!' আমরা কি পারবো তাঁর সেই অন্তিম উপদেশ মেনে চলতে?

পরিশেষে আজকের দিনে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবী থাকবে, তারা যেন মাওলানার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা নেন ও তাঁর রেখে যাওয়া গ্রন্থগুলি পুনঃ প্রকাশের দায়িত্ব নেন। আরো দাবী থাকবে দেশের সরকারের নিকট যেন মাওলানার নামে রাজধানীতে বড় একটি রাস্তার নামকরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের নিকট দাবী থাকবে তারা যেন মাওলানার নামে কোন একটি হলের নামকরণ করেন এবং মাওলানা আকরম খাঁ বৃত্তি চালু করেন।

সেমিনারে উপস্থিত সুধীবৃন্দের মন্তব্য :

১. মোসলেম আলী (প্রধান সমন্বয়কারী; সম্পাদক, দৈনিক বার্তা) : (ক) সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সাম্প্রদায়িক হয়। তারা সংখ্যালঘিষ্ঠদের আত্মীকরণ করতে চায়। না পারলে তখন তারা সাম্প্রদায়িক হামলা শুরু করে।

(খ) মাওলানা আকরম খাঁর মাসিক মোহাম্মদীর প্রথম গ্রাহক ছিলেন মুনশী মোঃ চ্যাং। (সাংস্কৃতিক দৈন্যের পরিচয় এটা)

(গ) আজাদ পত্রিকা প্রকাশের দু'তিনদিন পর মাওলানা নিজ গ্রাম হাকিমপুরে গেলে তাঁর চাচী তাঁকে বলেছিলেন 'তুমি মুসলমানের ছেলে হয়ে খবরের কাগজ বের করেছ? ওতে তো শুধু মিথ্যা কথা লেখা থাকে'। মাওলানা রয়টারের খবরের সত্যতার কথা বললে তিনি বললেন, 'রাণী ভিক্টোরিয়া কি তোমার শ্বাশুড়ী, যে তোমাকে সত্য খবর পাঠাবে'?

উল্লেখ্য যে, দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশ পায় ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর শনিবার। ১৯২৯ সালে মাওলানা হজ্জ করেন।

(ঘ) মাওলানা খুবই নিরহংকার ছিলেন। প্রেসের যেকোন লোকের সামনে যেকোন চেয়ারে বসতে তাঁর লজ্জা ছিল না।

(ঙ) বাড়ীর বয়স্ক চাকরকে তিনি তুমি বলে সম্বোধন করায় বাড়ীর একজন মুরব্বী তাঁকে আড়ালে ডেকে বলেন, 'তুমি ওকে আপনি বললে সে আরও খুশী হতো'। এই ঘটনার পর থেকে মাওলানা সকলের সাথে 'আপনি' সম্বোধনে কথা বলতেন।

(চ) আমি তাঁর কাগজে (আজাদে) ১২ বছর চাকুরী করেছি।

(ছ) মাওলানাকে ভুলে গেলে জাতি হিসাবে আমরা টিকে থাকতে পারব না।

২. অধ্যাপক আবু তালেব (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) : লালনের অদ্বৈতবাদী গানগুলো তার নয়, বরং সংগ্রাহকদের ভুল বা বিকৃতি'। মাওলানা ছাহেবকে আমি একথা বললে উনি এর উপরে আমাকে বই লিখতে বলেন।

পীর গোরাচাঁদ ও গৌরাঙ্গদেব এক ব্যক্তি নন। উনি আসলে সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী। ডঃ শহীদুল্লাহ পীর গোরাচাঁদের বংশধর। ডঃ সুকুমার সেন পীর গোরাচাঁদ ও গৌরাঙ্গদেবকে এক করে দেখিয়েছেন। শহীদুল্লাহ ছাহেবও একই ভুল করেছেন। আমি তাঁকে সংশোধন করে দিই। 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' বইয়ের সমালোচনা করে আমি তাঁকে কিছু বললে তিনি বলেন, আমি যা পেয়েছি তার উপর ভিত্তি করে লিখেছি। আপনারা সত্য উদঘাটন করুন।

'সমস্যা ও সমাধান' বইয়ে সঙ্গীত জায়েয কথা লিখলে আলেম সমাজ ক্ষেপে যান। তিনি জওয়াবে লেখেন, 'খাসি খাওয়া জায়েয তাই বলে অন্যের চুরি করা খাসি খাওয়া জায়েয নয়। সঙ্গীত জায়েয তাই বলে সব সঙ্গীত জায়েয নয়'। মাওলানা আকরম খাঁ পরমতসহিষ্ণু ছিলেন।

৩. নূরুল আলম রঈসী (পরিচালক, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রাজশাহী, ইসাকেরা) : 'মোস্তফা চরিতের' ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে। 'সমস্যা ও সমাধান' বই পাওয়া গেলে তা পুনঃ মুদ্রণের জন্য ফাউণ্ডেশনের কাছে পেশ করা হবে।

৪. শাহ আনীসুর রহমান (সহকারী সম্পাদক, দৈনিক বার্তা, রাজশাহী) : ফকির আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল রাজশাহীর বড় কুঠি। নেতা ছিলেন ফকির মজনু শাহ। তবে তার আন্দোলন সারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাতেও ছিল (তার সমর্থনে অধ্যাপক আবু তালেব একই কথা বলেন)।

১৯১৫-১৯২১ পর্যন্ত 'আল-এছলাম' আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার মুখপাত্র রূপে প্রকাশ পায়। এর মধ্যে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চেয়েছিলেন। কিন্তু সফল হননি।

মাওলানার চিন্তাভাবনায় কোন গোঁড়ামি ছিল না।

'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে'র সভাপতি হিসাবে মাওলানা বলেন, 'দুনিয়ায় অনেক অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। তেমনি এক প্রশ্ন হ'ল বাঙ্গালীদের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দূ? নারিকেল গাছে নারিকেল ফলিবে না অন্য কিছু, ইহা কাউকে বলিয়া দেওয়ার কথা নয়'।

৫. সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজশাহী কলেজে আগত অধ্যাপক আযহারুদ্দীন বলেন, সেখানে কোন পাঠ্য-পুস্তকে কোন মুসলিম লোকের এমনকি নজরুলেরও লেখা নেই।

[লেখক ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রাজশাহী (ইসাকেরা)-র পক্ষ হ'তে ১৮ই আগষ্ট ১৯৮৩ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠক হিসাবে আমন্ত্রিত হন। আমন্ত্রণকালে লেখকের বারবার প্রশ্ন সত্ত্বেও আয়োজকরা এটি মৃত্যু বার্ষিকী নয়, বরং বিশেষ সেমিনার বলে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু স্টেজের ব্যানারে 'মৃত্যু বার্ষিকী' লেখা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং প্রবন্ধ পাঠের পূর্বেই 'জন্ম বার্ষিকী' বা 'মৃত্যু বার্ষিকী' পালন ইসলামী সংস্কৃতির অংশ নয় বলে আয়োজকদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অতঃপর সেমিনারের প্রধান অতিথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক মাওলানা আকরম খাঁ-কে হানাফী ও পীরের মুরীদ বলে অভিহিত করলে লেখক সরাসরি তার প্রতিবাদ করেন।]

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(৪র্থ কিস্তি)

মসজিদে গমনের আদবসমূহ :

ইতিপূর্বে আমরা মসজিদে গমনের অনেক ফযীলত উল্লেখ করেছি। উক্ত ফযীলতগুলো লাভের জন্য মসজিদে গমনের আদব যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক। নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মসজিদে গমনের কতিপয় আদব উল্লেখ করা হ'ল-

(১) বিশুদ্ধ নিয়ত করা : আমল কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত।[১] সুতরাং মসজিদে গমন করা ও ছালাত আদায় করার জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা যরূরী। তাই ছালাতে বের হওয়ার আগে মনে মনে এই নিয়ত করতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, ছওয়াব হাছিলের প্রত্যাশায় মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি। আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من أتي المسجد لشيء فهو حظه 'যে ব্যক্তি মসজিদে কোন কিছু অর্জনের জন্য আসে, তখন সে সেটারই অংশীদার হয়'।[২]

(২) পবিত্র হয়ে ঘর থেকে বের হওয়া : মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হ'ল বাড়ী থেকে পবিত্র হয়ে তথা ওযূ করে মসজিদে যাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (ছালাত আদায়ের জন্য) কোন মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহ'লে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি করে পাপ মোচন করে দেন। (রাবী মাসঊদ রাঃ বলেন) আমরা মনে করি যার মুনাফেকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফেক ছাড়া কেউই জামা'আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হ'ত, যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত'।[৩]

(৩) ময়লা বা দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাকা : মসজিদ পবিত্র স্থান। তাই যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে সে অবশ্যই পবিত্র হয়ে আসবে। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَن أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنا، أَوْ قالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا، ولْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ-

'যে ব্যক্তি রসুন বা পিঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের হ'তে দূরে থাকে অথবা বললেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। আর নিজ ঘরে বসে থাকে'।[৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ-

'যে ব্যক্তি (কাচা) এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেঁয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ ফেরেশতাগণ কষ্ট পান ঐসব জিনিসে, যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়'।[৫] পিঁয়াজ-রসুন খাওয়া নিষেধ নয় এবং রান্না করা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসাও নিষেধ নয়।[৬] বর্তমানে যারা মাদকদ্রব্য সেবন করেন ও বিড়ি-সিগারেট পান করেন তাদের মুখ থেকেও দুর্গন্ধ বের হয়। সুতরাং অন্যকে কষ্ট দানকারী এসব হারাম থেকে বিরত থাকা অতীব যরূরী।

(৪) সুন্দর পোষাক পরিধান করা : মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হ'ল, সাধ্যমত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা। মহান আল্লাহ বলেন, يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ، 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فلْيَلْبَس ثَوبَيهِ فإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়াবে সে যেন (সুন্দর) পোষাক পরিধান করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে সজ্জিত করার হকদার'।[৭]

(৫) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা : মসজিদে যাওয়ার সময় অথবা যে কোন সময় ঘর থেকে বের হ'লেই দো'আ পাঠ করে বের হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ **উচ্চারণ:** *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওলা-লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।* **অর্থ:** 'আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই'। তাকে বলা হবে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, তোমাকে সুপথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন শয়তান তার

** সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।*

১. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।
২. আবূদাঊদ হা/৪৭২, সূয়ূতী, আল-জামি'উছ ছাগীর হা/৮২৬৪।
৩. মুসলিম (হা.একা) হা/১৩৭৪; ইবনু মাজাহ হা/৬৩৮।
৪. বুখারী হা/৮৫৫।
৫. বুখারী হা/৮৪৫; মুসলিম হা/৫৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৫; মিশকাত হা/৭০৭।
৬. আবূদাঊদ হা/৩৮২৭; ছহীহাহ হা/৩১০; মিশকাত হা/৭৩৬।
৭. ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত হা/৯৩৬৮; ছহীহাহ হা/১৩৯৬।

কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে কি করতে পার? যাকে সুপথ দেখানো হয়েছে এবং সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়েছে'।[৮]

উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘর থেকে বের হ'তেন তখন বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

উচ্চারণ: *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইনা।*

অর্থ: '(বের হচ্ছি) আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র উপর আমি ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন হ'তে কিংবা পথভ্রষ্টতা হ'তে কিংবা যুলুম করা হ'তে কিংবা অত্যাচারিত হওয়া হ'তে কিংবা অজ্ঞতাবশত কারো প্রতি মন্দ আচরণ হ'তে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ হ'তে'।[৯]

(৬) পথে আঙ্গুল না মটকানো : কা'ব ইবনু উজরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، 'তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হ'লে সে যেন তার দু'হাতের আঙ্গুল না মটকায়। কেননা সে তখন ছালাতের মধ্যেই থাকে (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাকে ছালাত আদায়কারী হিসাবেই গণ্য করা হবে)।[১০] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ তার গৃহে ওযূ করে, অতঃপর মসজিদে আসে সে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ছালাতের মধ্যেই থাকে। সুতরাং তুমি এরূপ করবে না। আর তিনি তার আঙ্গুলসমূহ জড়ালেন'।[১১]

(৭) মসজিদে যাওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা : বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে যাওয়া পর্যন্ত দো'আ পাঠ করতে থাকা। এ সময়ে নিম্নোক্ত দো'আটি প্রনিধানযোগ্য।

اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাজ'আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়া ফী লিসা-নী নূরান, ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া ফী সাম'ঈ নূরান, ওয়া 'আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া 'আন ইয়াসারী নূরান, ওয়া মিন ফাওক্বী নূরান ওয়া মিন তাহতী নূরান, ওয়া মিন আমামী নূরান, ওয়া মিন খালফী নূরান, ওয়াজ'আল লি ফী নাফসী নূরান, ওয়া 'আ'যিম লি নূরান।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর (আলো) দান করুন, আমার যবানে নূর দান করুন, আমার দর্শনশক্তিতে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডান দিক থেকে নূর দান করুন, আমার বাম দিক থেকে নূর দান করুন, আমার উপর থেকে নূর দান করুন, আমার নীচ থেকে নূর দান করুন, আমার সামনে থেকে নূর দান করুন, আমার পিছন থেকে নূর দান করুন, আমার আত্মায় নূর দান করুন, আমার জন্য নূরকে বড় করে দিন।[১২]

(৮) ধীরস্থিরতার সাথে মসজিদে গমন করা : অনেকে রাক'আত পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করেন, আবার কেউ কেউ দৌড়িয়ে মসজিদে আসেন। এটা মসজিদের আদব নয়। বরং স্বাভাবিক গতিতে আসাই মসজিদের আদব, যদিও জামা'আত শেষ হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إذا سَمِعْتُمُ الإقامَةَ، فامْشُوا إلى الصَّلاةِ وعلَيْكُم بالسَّكِينَةِ والوَقارِ، ولا تُسْرِعُوا، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا-

'যখন তোমরা ইক্বামত শুনতে পাবে, তখন ছালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে'।[১৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تَأْتُوها تَسْعَوْنَ، وأْتُوها تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا،

'যখন ছালাত শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে ছালাতে আসবে না, বরং হেঁটে ছালাতে আসবে। ছালাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা'আতের সাথে ছালাত যতটুকু পাও আদায় কর, আর যা ছুটে গেছে, পরে তা পূর্ণ করে নাও'।[১৪]

(৯) আগে আগে ছালাতে আসা : আগে আগে মসজিদে এসে ছালাতের জন্য অপেক্ষা করাই মসজিদের আদব। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ولو

৮. *আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪৩।*
৯. *তিরমিযী হা/৩৪২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৪।*
১০. *আবূদাঊদ হা/৫৬২; তিরমিযী হা/৩৮৬।*
১১. *ছহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৪৩৮; হাকেম হা/৭৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৫; ছহীহ তারগীব হা/২৯৩।*
১২. *বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; ছহীহুল জামে' হা/১২৫৯।*
১৩. *বুখারী হা/৬৩৬; মুসলিম হা/৬০৪; আহমাদ হা/২২৭১২।*
১৪. *বুখারী হা/৯০৮।*

يَعْلَمُونَ ما فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، ‘যদি তারা জানত যে আগে আসার ছওয়াব কী? তবে অবশ্যই তারা তাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ’ত’।[১৫] জুম‘আর ছালাতে আগে আসার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ ثُمَّ راحَ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّانِيَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّالِثَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن راحَ في السّاعَةِ الرّابِعَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ دَجاجَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الخامِسَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإذا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ،

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছালাতের জন্য (মসজিদে) আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল (তথা আল্লাহ্র রাস্তায় ছাদাক্বা করল)। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকর (খুৎবা) শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকেন’।[১৬] আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

من غسَّل يومَ الجمعةِ واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركبْ، ودنا من الإمام، واستمع، وأنصت، ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خطوةٍ يخطوها من بيته إلى المسجدِ، عملُ سَنَةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها،

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করবে এবং করানোর ব্যবস্থা করবে, সকাল সকাল প্রস্তুত হবে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে ও ইমামের খুৎবা শুনবে ও চুপ থাকবে, অনর্থক কিছু করবে না, তার জন্য তার বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে এক বছরের আমলের নেকী হবে। অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী হবে’।[১৭] সুতরাং উক্ত ছওয়াব পাওয়ার জন্য অবশ্যই আগে আগে মসজিদে গমন করতে হবে।

(১০) ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা : রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ভাল কাজের শুরু ডান দিক দিয়ে করতেন। এমনিভাবে মসজিদে প্রবেশের সময়ও ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতেন। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নিজের সমস্ত কাজ ডানদিক হ’তে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। তাহারাত অর্জন, মাথা আচঁড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও’।[১৮] এ হাদীছের শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহঃ) এভাবে বলেছেন, باب التيمن في دخول المسجد وغيره ‘মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক হ’তে শুরু করা অধ্যায়’। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) (মসজিদে) প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হবার সময় প্রথম বাম পা দিয়ে শুরু করতেন।[১৯]

(১১) মসজিদে প্রবেশের দো‘আ পাঠ করা : রাসূল (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশের সময় বেশ কয়েকটি দো‘আ পাঠ করতেন। আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

‘আমি মহান আল্লাহ্র নিকট বিতাড়িত শয়তান হ’তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সর্বদা রাজত্বের এবং মর্যাদাপূর্ণ চেহারার অধিকারী’।[২০]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে, اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও’।[২১]

ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন, بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ- ‘আল্লাহ্র নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহ্র রাসূলকে সালাম। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন’।[২২]

(১২) সালাম দিয়ে প্রবেশ করা : যিনি মসজিদে প্রবেশ করবেন তিনি সালাম প্রদানের মাধ্যমে প্রবেশ করবেন। কেউ সালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে ছালাতরত ব্যক্তি মুখে সালামের উত্তর না দিয়ে নিজ আঙ্গুল, হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করে সালামের জবাব দিতে পারেন। ছুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً . قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ

১৫. *বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; ইবনে হিব্বান হা/২১৫৩।*
১৬. *বুখারী হা/৮৮১; মুসলিম হা/৮৫০; আবূদাঊদ হা/৩৫১; তিরমিযী হা/৪৯৯; আহমাদ হা/৯৯৩৩।*
১৭. *আবূদাঊদ হা/৩৪৫; তিরমিযী হা/৪৯৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪০৫।*
১৮. *বুখারী হা/৪২৬।*
১৯. *বুখারী হা/৪২৬ এর শিরোনাম দ্রঃ।*
২০. *আবূদাঊদ হা/৪৬৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৭৪৯।*
২১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩, ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ।*
২২. *আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪।*

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় আমি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাঁকে সালাম দেই। অতঃপর তিনি ইশারা করে আমাকে উত্তর দেন'।[২৩] তিরমিযীতে অতিরিক্ত হিসাবে বলা হয়েছে, তিনি আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দিলেন।[২৪]

(১৩) প্রথম কাতারে ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা : ছালাতে প্রথম কাতারে বসা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لو يعلمُ النّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثمَّ لم يجدوا إلّا أن يستَهِموا عليهِ لاستَهموا، 'যদি মানুষ জানত আযান ও প্রথম কাতারে কী আছে, তারপর লটারী ব্যতীত তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হ'ত, তবে তারা তা অর্জনের জন্য লটারী করত'।[২৫] অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষদের জন্য প্রথম কাতারকে এবং নারীদের জন্য শেষের কাতারকে উত্তম বলেছেন।[২৬] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رَأى في أصْحابِهِ تَأخُّرًا فقالَ لهمْ: تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بي، ولْيَأْتَمَّ بكُمْ مَن بَعْدَكُمْ، لا يَزالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حتّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ. وفي رواية: رَأى رَسولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا في مُؤَخَّرِ المَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন একদল লোককে মসজিদের পিছনে অবস্থান করতে দেখে বললেন, তোমরা এগিয়ে আস এবং আমার অনুকরণ কর। আর তোমাদের পরে যারা আছে তারা তোমাদের অনুকরণ করবে। কোন গোষ্ঠী পিনে অবস্থান করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পিছনেই রেখে দিবেন'।[২৭]

আজকাল আমাদের সমাজে এ আমলটির প্রতি অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। সবাই মসজিদের পিছনের কাতারে দাঁড়াতে পসন্দ করে, জোর করেও অনেককে সামানের কাতারে আনা যায় না। এ সকল লোকেদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا يزالُ قومٌ يتأخَّرونَ عن الصفِّ الأوَّلِ حتى يُؤخِّرهمُ اللهُ في النّارِ، 'কোন সম্প্রদায় যখন প্রথম কাতারে প্রবেশ করা থেকে বিলম্ব করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করতে বিলম্ব করবেন'।[২৮]

(১৪) মানুষকে ডিঙ্গিয়ে সামনে না যাওয়া : মসজিদে যিনি আগে আসবেন তিনিই সামনে বসবেন, যদিও তিনি মান-সম্মান ও সম্পদের দিক থেকে দুর্বল হন। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেকে দুনিয়ার মান-সম্মানের অধিকারী হ'লেও মসজিদে আসেন সবার পরে কিন্তু তিনি সবাইকে ডিঙ্গিয়ে সামনে চলে যান, এটা মসজিদের আদবের বিপরীত।

(১৫) দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসা : মসজিদে প্রবেশের পর আদব হ'ল, দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إذا دخل أحدُكم المسجدَ، فلا يجلِسْ حتى يركَعَ ركعتينِ. 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে'।[২৯]

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[৩০]

(১৬) ইক্বামত হয়ে গেলে ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য ছালাত আদায় না করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إذا أُقيمَتْ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتُوبةُ، 'ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'লে উক্ত ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই'।[৩১] অন্যত্র এসেছে, إذا أُقيمَت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ قيل يا رسولَ اللهِ ولا ركعتَي الفجرِ قال ولا ركعتَي الفجرِ- 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয় তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই। একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতও না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতও না'।[৩২]

(১৭) অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা : মসজিদে অবস্থানকালে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। কারণ মানুষ যতক্ষণ মসজিদে থাকে ততক্ষণ ছালাতের মধ্যেই থাকে। সাহল বিন সা'দ আস-সা'দী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، 'বান্দা যতক্ষণ মসজিদে ছালাতের জন্য অপেক্ষমান থাকে, ততক্ষণ সে ছালাতের মধ্যে বলে গণ্য হয়'।[৩৩]

---

২৩. *আবূদাঊদ হা/৯২৫।*
২৪. *তিরমিযী হা/৩৬৭।*
২৫. *বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; নাসাঈ হা/৫৪০।*
২৬. *মুসলিম হা/৪৪০; তিরমিযী হা/২২৪; নাসাঈ হা/৮২০; ইবনু মাজাহ হা/১০০০।*
২৭. *মুসলিম হা/৪৩৮।*
২৮. *আবূদাঊদ হা/৬৭৯; ছহীহ তারগীব হা/৫১০; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৮০৫।*
২৯. *ইবনু মাজাহ হা/১০১২; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৪৯৫।*
৩০. *বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪।*
৩১. *মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬; নাসাঈ হা/৮৬৪।*
৩২. *বায়হাক্বী হা/৮৭২৮; ফাতহুল বারী ২/১৭৪; নায়লুল আওত্বার ৩/১০৩।*
৩৩. *বুখারী হা/১৭৬; মুসলিম হা/৬৩৯।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করে যতক্ষণ মুছল্লায় বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য নিম্নরূপ দো‘আ করতে থাকে, اللَّهُمَّ اغفِرْ له اللَّهُمَّ ارحَمْه ‘হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করুন’।[৩৪]

(১৮) ছালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হওয়া : ছালাত শেষ হবার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হয়ে ছালাতের পরে বিভিন্ন তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা সুন্নাত। অনুরূপভাবে ফরয ছালাতের পরপরই সুন্নাতের জন্য না উঠে ছালাতের পরের যিকরগুলো পাঠ করা।

(১৯) ক্বিবলামুখী হয়ে বসা : মসজিদের আরেকটি আদব হ’ল ক্বিবলামুখী হয়ে বসা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ لِكلِّ شيءٍ سَيِّدًا، وإِنَّ سَيِّدَ المَجالِسِ قُبالَةَ القِبلةِ ‘প্রতিটি বস্তুর একজন সরদার রয়েছে। আর মজলিস সমূহের সরদার হ’ল, ক্বিবলাকে সামনে রেখে বসা’।[৩৫]

(২০) বাম পা দিয়ে বের হওয়া : ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার ন্যায় বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়াও মসজিদের অন্যতম আদব।

(২১) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দো‘আ পাঠ করা : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ থেকে বের হবে, তখন যেন বলে, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ– ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি’।[৩৬] ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদ থেকে বের হ’তেন তখন বলতেন, بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ– ‘আল্লাহ্র নামে (প্রস্থান করছি) এবং আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি সালাম। হে আমার প্রতিপালক! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও’।[৩৭]

[চলবে]

---

৩৪. নাসাঈ হা/৭৩৩; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৭৫৩।
৩৫. ছহীহাহ হা/২৬৪৫; তাবারানী, মু‘জামুল আওসাত ৩/২৫; ছহীহ তারগীব হা/৩০৮৫।
৩৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩ ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ।
৩৭. আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ইয়াতীমখানার ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে লালিত-পালিত ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা ‘ইয়াতীমখানা ভবন’ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ভবন নির্মাণের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানানো যাচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

(১) পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা

(২) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড, হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা

(৩) বিকাশ নং- ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯। (৪) ডাচ বাংলা রকেট নং- ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

সার্বিক যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪।

অসুস্থ ব্যক্তির করণীয় ও বর্জনীয়

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

মানুষ অসুস্থ হ'লে অনেক সময় ভেঙ্গে পড়ে। এমনকি অনেকে পানাহার ছেড়ে দেয়; নিজের তাক্বদীরের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু এগুলি কোন মুমিনের কাজ নয়। বরং এ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করে আরোগ্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা এবং সাধ্যমত চিকিৎসা করানো কর্তব্য। এ প্রবন্ধে রোগীর করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

১. রোগের ব্যাপারে বিশুদ্ধ আক্বীদা লালন করা :

একজন রোগীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হ'ল রোগের ব্যাপারে সঠিক আক্বীদা পোষণ করা। রোগের ব্যাপারে কাউকে দোষারোপ না করা। মনে সর্বদা এই বিশ্বাস রাখা যে, রোগ দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং সুস্থতা দানের মালিকও তিনিই। আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন ঔষধ ও ডাক্তার রোগীকে সুস্থ করে তোলার ক্ষমতা রাখেন না। কোন ব্যক্তি বা বস্তুও কাউকে রোগাক্রান্ত করতে পারে না, সুস্থও করতে পারে না। রোগের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। এমনকি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগও আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া সংক্রমিত হ'তে পারে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলু (ছাঃ) বলেছেন, لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ 'ছোঁয়াছে রোগ বা রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, সফর মাসে কোন কুলক্ষণ নেই এবং পেঁচার মধ্যেও কোন কুলক্ষণ নেই'। তখন জনৈক বেদুঈন জিজ্ঞেস করল, يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহ'লে সেই উটপালের অবস্থা কী, যা কোন বালুকাময় প্রান্তরে অবস্থান করে এবং হরিণের মতো সুস্থ-সবল থাকে। অতঃপর সেখানে কোন খুজলি-পাঁচড়ায় আক্রান্ত উট এসে পড়ে এবং সবগুলোকে ঐ রোগে আক্রান্ত করে ছাড়ে?' (উত্তরে) তিনি বলেন, فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ 'তাহ'লে প্রথম উটটিকে কে রোগাক্রান্ত করেছিল'?[১] অর্থাৎ যে মহান আল্লাহ প্রথম উটটিকে রোগাক্রান্ত করেছিলেন, তিনিই তো অন্যান্য উটকে আক্রান্ত করেছেন। তবে আল্লাহ কোন রোগে সংক্রমিত হওয়ার গুণ দিয়ে থাকলে তা সংক্রমিত হবে। তখন তা থেকে নিরাপদে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ 'কেউ যেন অবশ্যই অসুস্থ উটকে সুস্থ উটের সাথে না রাখে'।[২] অন্যত্র তিনি বলেন, وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ 'তুমি কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন কর, যেমনভাবে তুমি সিংহ থেকে পলায়ন করে থাক'।[৩] সতরাং রোগীর কর্তব্য হ'ল রোগ সম্পর্কে স্বীয় আক্বীদা ঠিক রাখা। অন্যথা এই রোগের বিপদ তার ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

২. রোগকে তাক্বদীরের একটি অংশ মনে করা :

ঈমানের দাবী হ'ল জীবনে নেমে আসা সুখ-দুঃখ, প্রশান্তি-মুছীবত সব কিছুকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাক্বদীরের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা। তদ্রূপ আমাদের রোগ-শোকও তাক্বদীরের লিখন। আমরা ছোট-বড় যে রোগেই আক্রান্ত হই না কেন, তা আমাদের শুধু জন্মের পূর্বে নয়, রবং এই আকাশ-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর আগে থেকে আমাদের তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، 'মহান আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে সৃষ্টিকুলের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন'।[৪]

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকটে পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، 'পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপদ আসে না, যা সৃষ্টির পূর্বে আমরা কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। যাতে তোমরা যা হারাও তাতে হতাশাগ্রস্ত না হও এবং যা তিনি তোমাদের দেন, তাতে আনন্দে আত্মহারা না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(হাদীদ ৫৭/২২-২৩)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَمِنْ عِلَاجِهِ أَنْ يَعْلَمَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ 'আপতিত বিপদের কবল থেকে বাঁচার অন্যতম চিকিৎসা হচ্ছে, বান্দা এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে, যে বিপদে সে আক্রান্ত হয়েছে, তা কখনই তাকে ছাড়ার ছিল না। আর যেই বিপদে সে পড়েনি, তা আদতে তার তাক্বদীরে লিপিবদ্ধই ছিল না।[৫]

---

* এম. এ শেষ বর্ষ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বুখারী হা/৫৭৭০; মুসলিম হা/২২২০; মিশকাত হা/৪৫৭০।
২. বুখারী হা/৫৭৭১; মুসলিম হা/ ২২২১।
৩. বুখারী হা/৫৭০৭; মিশকাত হা/৪৫৭৭।
৪. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।
৫. যাদুল মা'আদ ৪/১৭৪।

অপরদিকে শয়তান সর্বদা 'যদি' শব্দের মাধ্যমে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় এবং প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। যেমন কোন রোগী বলতে পারে, 'আমি যদি এটা না করতাম, তাহ'লে আমার এই রোগটা হ'ত না, কিংবা আমি যদি সেটা করতাম, তাহ'লে আমি সুস্থ থাকতে পারতাম'। শয়তানের শেখানো এই কথাগুলোতে তাক্বদীরের প্রতি অবিশ্বাসের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। তাই এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, জীবনের যাবতীয় রোগ-শোক সব কিছু আমাদের তাক্বদীরের লিখন। তাক্বদীরের প্রতি এই অবিচল বিশ্বাস রোগীর হৃদয়ে স্বস্তি ও সান্ত্বনার মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত করে।

৩. রোগের কষ্টে ধৈর্যধারণ করা :

রোগীর অন্যতম করণীয় হ'ল রোগের কষ্টে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহ্র নিকটে নেকীর প্রত্যাশা করা। আল্লাহ্র সত্যনিষ্ঠ ও পরহেযগার বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল, রোগে-শোকে, বিপদাপদে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করা। তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، 'এবং অভাবে, রোগ-পীড়ায় ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যের সাথে দৃঢ় থাকে। তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই হ'ল প্রকৃত আল্লাহভীরু' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، 'নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ তাদের পুরস্কার পাবে অপরিমিতভাবে' *(যুমার ৩৯/১০)*।

প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা ইবনু আবী রাবাহ (রহঃ) বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ 'আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না?' আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন,

هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا

'এই কালো বর্ণের মহিলাটি। সে একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং আমার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং আপনি আমার (সুস্থতার) জন্য দো'আ করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি চাইলে ধৈর্যধারণ করতে পার, তাহ'লে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি চাও, তাহ'লে আমি তোমার জন্য দো'আ করব, যাতে আল্লাহ তোমাকে সুস্থতা দান করবেন। তখন মহিলাটি বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। সে বলল, কিন্তু ঐ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়, কাজেই আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, যেন আমার লজ্জাস্থান খুলে না যায়। তখন রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন'।[৬]

৪. রোগকে গালি না দেওয়া :

রোগকে অশুভ মনে করা এবং রোগকে গালি দেওয়া প্রকৃত মুমিনের পরিচয় নয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রোগ-ব্যাধিকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মুস সায়িব বা উম্মুল মুসাইয়িব (রাঃ)-কে দেখতে গিয়ে বললেন, مَا لَكِ؟ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ؟ 'হে উম্মুস সায়িব বা উম্মুল মুসাইয়িব! তোমার কি হয়েছে, থরথর করে কাঁপছ কেন'? সে বলল, الْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا 'জ্বর হয়েছে, আল্লাহ যেন তাতে বরকত না দেন'। একথা শুনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ 'জ্বরকে গালি দিও না। কেননা জ্বর আদম সন্তানের পাপরাশি এমনভাবে মোচন করে দেয়, হাঁপর যেমন লোহার মরিচা দূরীভূত করে দেয়'।[৭] সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হ'ল রোগ ও মুছীবতকে গালমন্দ না করে, তা আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করা। যেমন ইয়াকূব (আঃ) বলেছিলেন, إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ 'আমি আমার দুঃখ-বেদনা আল্লাহ্র কাছেই নিবেদন করছি' *(ইউসুফ ১২/৮৬)*। রোগে-শোকে নিপতিত হওয়া নবী আইয়ূব (আঃ)-এর কাতর কণ্ঠের দো'আ আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ

'আর (স্মরণ কর) আইয়ূবের কথা। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিল, আমি কষ্টে পড়েছি। আর তুমি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম। অতঃপর তার কষ্ট দূর করে দিলাম। আর তার পরিবার-পরিজনকে তার নিকটে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়াপরবশে। আর এটা হ'ল ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(আম্বিয়া ২১/৮৩-৮৪)*।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় রোগ মুক্তির প্রার্থনা করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয়। কিন্তু রোগ-ব্যাধিতে ক্ষোভ, হতাশা ও অনুযোগ পেশ করা ধৈর্যের পরিপন্থী। আর আইয়ূব (আঃ) এ সকল কাজ থেকে মুক্ত ছিলেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে রোগ-ব্যাধিতে আইয়্যুব (আঃ)-এর মত ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

---

৬. *বুখারী হা/৫৬৫২; মুসলিম হা/২৫৭২।*
৭. *মুসলিম হা/২৫৭৫; আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৬।*

৫. মৃত্যু কামনা না করা :

রোগ-ব্যাধিতে মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ: إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ، 'অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন কখনো মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে নেককার হ'লে আরো বেশী নেক কাজ করার সুযোগ পাবে। আর অসৎ লোক হ'লে (তওবার মাধ্যমে) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী হাছিলের সুযোগ পাবে'।[৮] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي، 'তোমাদের কেউ যেন কোন দুঃখ-কষ্টের কারণে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। যদি এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা করতেই হয়, তাহ'লে সে যেন বলে, *(আল্লাহুম্মা আহয়ীনী মা কা-নাতিল হায়া-তু খায়রান লী, ওয়া তাওয়াফফানী ইযা কা-নাতিল অফা-তু খায়রান লী)* অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! যতদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়, ততদিন আমাকে জীবিত রাখ। আর আমার মৃত্যু যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহ'লে আমাকে মৃত্যু দান কর'।[৯]

৬. আতঙ্কিত ও হতাশ না হওয়া :

রোগের কারণে হতাশায় মুহ্যমান হওয়া মুমিনের জন্য অনুচিত। বর্তমান করোনা মহামারীতে এমন অনেক রোগীর খবর জানা যায়, যারা করোনা পজিটিভ হওয়ার আতঙ্কে স্ট্রোক পর্যন্ত করেছেন। অথচ করোনায় আক্রান্ত হয়েও অনেকেই সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছেন। করোনা না হয়েও আবার অনেকে মারা গেছেন। সুতরাং রোগের জন্য অতি আতঙ্কিত না হওয়া মুমিনের কর্তব্য। বরং তিনি সর্বদা ধৈর্যশীল এবং আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীল থাকবেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কত চমৎকারই না বলেছেন,

كَمْ من صحيحٍ ماتَ من غيرِ عِلَّةٍ * وكَمْ من عَليلٍ عَاشَ حِينًا من الدهرِ

وكَمْ من فَتًى يُمسي ويُصبح ضاحكاً * وأكفانه في الغيب تُنسج وهو لا يدري

'এমন বহু সুস্থ ব্যক্তি আছে, যে কোন রোগ ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে। আবার বহু অসুস্থ ব্যক্তি অনেক দিন ধরে বেঁচে আছে। কত যুবক সকাল-বিকাল হেসে-খেলে সময় অতিবাহিত করছে, অথচ সে জানে না তার অগোচরে তার কাফনের কাপড় প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে' *(দীওয়ানে ইমাম শাফেঈ)*।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখা উচিৎ যে, হতাশা প্রকাশ করলে এবং ধৈর্যহারা হ'লে বিপদ ব্যক্তি কেবল শত্রুকেই খুশী করে, বন্ধুকে কষ্ট দেয়, তাঁর প্রভুকে ক্রোধান্বিত করে, শয়তানকে খুশী করে, প্রতিদান নষ্ট করে এবং স্বীয় নফসকে দুর্বল করে। আর বান্দা ছওয়াবের আশায় ছবর করার মাধ্যমে শয়তানকে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ করে, বন্ধুকে আনন্দিত করে এবং শত্রুকে কষ্ট দেয়'।

আরও জেনে রাখা উচিৎ যে, ছবরের মাধ্যমে যে স্বাদ ও আনন্দ অর্জিত হয়, তা হারিয়ে যাওয়া জিনিসটি ফেরত পাওয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। মুছীবতের বদলে তার জন্য 'বায়তুল হামদ'ই যথেষ্ট, যা বিপদাপদে 'ইন্না-লিল্লাহ্' পাঠকারীর জন্য এবং সংকটকালীন মুহূর্তে তার প্রভুর প্রশংসা করার কারণে তার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সুতরাং হে বন্ধু! তুমি লক্ষ্য কর। কোন মুছীবতটি বেশী কষ্টকর? দুনিয়ার মুছীবত? না জান্নাতুল খুলদের বায়তুল হাম্দ ছুটে যাওয়ার মুছীবত?'।[১০]

৭. আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী দো'আ করা :

আরোগ্য লাভের জন্য রোগীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী দো'আ করা। কারণ আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত পৃথিবীর কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার বা ঔষধ কারও রোগ সারাতে পারে না। সেজন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আরোগ্য দানকারীর নিকটেই সুস্থতা কামনা করতে হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় অসুস্থতায় তিনি দো'আ করেছেন। তিনি বলেন, اسْأَلُوا اللهَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْرًا مِنَ العَافِيَةِ، 'তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা কর। কেননা ঈমানের পর সুস্বাস্থ্যের চেয়ে অধিক উত্তম বস্তু কাউকে দান করা হয়নি'।[১১]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ক্ষমার মাধ্যমে বান্দা আখেরাতের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করে এবং সুস্থতার (العَافِيَة) দ্বারা বান্দা দুনিয়াবী যাবতীয় আত্মিক ও শারীরিক ব্যাধি থেকে হেফাযতে থাকতে পারে'।[১২]

রাসূল (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র নিকট সুস্থতা কামনা করে দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফিদ্ দুন্ইয়া ওয়াল আ-খিরাতি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল 'আফ্ওয়া, ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ইয়া-ইয়া ওয়া আহ্লী, ওয়া মা-লী। আল্ল-হুমাসতুর 'আওর-তী, ওয়া আ-মিন রও'আ-তী। ওয়াহফাযনী মিন বায়নি ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন*

৮. বুখারী হা/৫৬৭৩; মিশকাত হা/১৫৯৮।
৯. মুসলিম হা/ ২৬৮২; মিশকাত হা/১৫৯৯।
১০. যাদুল মা'আদ ৪/ ১৭৬।
১১. তিরমিযী হা/ ৩৫৫৮; মিশকাত হা/২৪৮৯; ছহীহ হাদীছ।
১২. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/১৯৭।

খলফী, ওয়া 'আন ইয়ামীনী, ওয়া 'আন শিমা-লী, ওয়ামিন ফাওক্বী। ওয়া আ'উযু বিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী'।

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা-সুস্থতা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষ-ত্রুটিগুলো গোপন রাখ এবং আমার ভয়কে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকেও উপর থেকে হেফাযত কর। হে আল্লাহ! আমি মাটিতে ধ্বসে যাওয়া হ'তে তোমার কাছে আশ্রয় চাই'।[১৩]

রাসূল (ছাঃ) নিজের জন্য এবং অপরের জন্য সুস্থতা কামনা করে আল্লাহ্র নিকটে এই দো'আ করতেন, أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا– 'হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি রোগ দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান কর। তুমিই তো আরোগ্যদানকারী, তোমার আরোগ্য ব্যতীত আর কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, যারপর কোন রোগ থাকে না'।[১৪]

আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করার পাশাপাশি নিজেই নিজেকে ঝাড়-ফুঁক করা যায়। যেমন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন শরীরের কোথাও ব্যথা অনুভূত হবে, তখন ব্যথার জায়গায় ডান হাত রেখে তিন বার 'বিসমিল্লাহ' এবং সাত বার এই দো'আটি পড়বে- أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ، 'আ'ঊযু বি 'ঈযাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শার্‌রি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু' (আমি আল্লাহ্র অসীম সম্মান ও তাঁর বিশাল ক্ষমতার অসীলায় আমার অনুভূত এই ব্যথার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)'।[১৫]

৮. দান-ছাদাক্বা করা :

দান-ছাদাক্বার মাধ্যমেও রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। বিশিষ্ট তাবেঈ বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.)-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল যে, গত ৭ বছর যাবৎ আমার হাঁটুতে একটি ফোঁড়া উঠে খুব কষ্ট দিচ্ছে। এ পর্যন্ত অনেক ডাক্তারের নিকটে বিভিন্ন চিকিৎসা গ্রহণ করেছি। কিন্তু কোন উপকার পাইনি। এখন আমি কি করতে পারি? আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বললেন, তুমি অমুক স্থানে একটা কূপ খনন কর। পানির জন্য সেখানকার মানুষ খুব কষ্ট পাচ্ছে। আশা করি ফোঁড়াটির মূল অংশ বের হয়ে যাবে এবং রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর লোকটি তাই করল এবং আল্লাহ্র রহমতে সে আরোগ্য লাভ করল।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ 'তোমরা ছাদাক্বার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর'।[১৭] অতএব দান-ছাদাক্বা করলে পরকালে যেমন ছওয়াব মিলবে, ইহকালেও তেমনি উপকার পাওয়া যাবে। তাই সাধ্যানুযায়ী আমাদের সকলকে বেশী বেশী দান-ছাদাক্বা করা উচিত।

৯. চিকিৎসার ব্যবস্থা করা :

অসুস্থ হ'লে রোগীর অন্যতম করণীয় হ'ল চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর এটা তাওয়াক্কুল ও ধৈর্যের পরিপন্থী নয়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মধু, কালোজিরা, হিজামা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ، 'তোমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। কেননা আল্লাহ একমাত্র বার্ধক্য ছাড়া সকল রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন'।[১৮] অর্থাৎ আল্লাহ রোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সেই রোগের প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে এমন কোন কঠিন রোগ নেই, যার প্রতিষেধক আল্লাহ তৈরী করে রাখেননি। কিন্তু হয়ত সেই প্রতিষেধক আবিষ্কারে মানুষ অপারগ হয়েছে। সেকারণ দেখা যায় পূর্ববর্তী অনেক মরণঘাতী রোগও এখন সাধারণ রোগে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় বর্তমান যুগের করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধকও হয়ত একদিন আবিষ্কার হবে। তখন এই রোগকে মানুষ আগের মত ভয় করবে না। অনুরূপভাবে চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া এবং কোন হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহযোগিতা কামনা করাও দোষণীয় নয়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, أَمَّا إِخبارُ المريضِ صديقَهُ أو طبيبَهُ عن حالِه فلا بأس به اتفاقاً، 'রোগী তার বন্ধু বা ডাক্তারের নিকটে রোগের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। সর্বসম্মতিক্রমে এতে কোন সমস্যা নেই'।[১৯] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إذا حَمِدَ المريضُ اللهَ، ثم أخبر بعلَّتِه لم يكن شكوى منه، وإنْ أخبرَ بها تبرُّمًا وتسخُّطًا كان شكوى منه– 'রোগী যদি আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং অন্যের নিকটে তার রোগের অবস্থা বর্ণনা করে, তাহ'লে এটা তার পক্ষ থেকে অনুযোগ হিসাবে ধর্তব্য হবে না। কিন্তু সে যদি অসুস্থতার কারণে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কাউকে তা অবগত করে, তাহ'লে সেটা তার পক্ষ থেকে অভিযোগ হিসাবে গণ্য হবে, (আর এই অভিযোগ অবশ্যই পরিত্যাজ্য)'।[২০] অতএব আল্লাহ্র উপর ভরসা করে চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে

---

১৩. *আবূদাঊদ হা/৫১৭৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৭১; মিশকাত হা/২৩৯৭; হাদীছ ছহীহ।*
১৪. *বুখারী হা/৫৭৫০; মুসলিম হা/২১৯১; আবূদাঊদ হা/৩৮৮৩।*
১৫. *ইবনু মাজাহ হা/৩৫২২; মিশকাত হা/১৫৩৩, হাদীছ ছহীহ।*
১৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৫/৬৯; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৮৩।*
১৭. *ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮, সনদ হাসান।*
১৮. *আবূদাঊদ হা/৩৮৫৫; তিরমিযী হা/২০৩৮; ছহীহুল জামে' হা/২৯৩০।*
১৯. *ফাৎহুল বারী ১০/১২৪।*
২০. *'উদ্দাতুছ ছাবেরীন, পৃ:১০৭।*

যে, কোন উন্নত চিকিৎসা রোগ সারানোর কোন ক্ষমতা রাখে না। বরং ঔষধ-পথ্য, অস্ত্রোপচার সহ যাবতীয় চিকিৎসা উপকরণ আল্লাহ্র হুকুমেই আমাদের দেহে ক্রিয়াশীল হয়।

১০. হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা না করা :

আরোগ্য লাভের জন্য নাপাক বস্তু থেকে বিরত থাকা যরূরী। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম ও নাপাক জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন'।[২১] তারেক ইবনু সুওয়াইদ আল-জু'ফী (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি তাকে নিষেধ করলেন অথবা মদ তৈরী করাকে খুব জঘন্য মনে করলেন। তখন ছাহাবী বললেন, إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ 'আমি তো শুধু ঔষধ তৈরীর জন্য মদ প্রস্তুত করে থাকি'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ 'এটা তো (রোগ নিরাময়কারী) কোন ঔষধ নয়, বরং নিজেই এক ধরনের ব্যাধি'।[২২]

তাছাড়া রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা ও পরামর্শের জন্য কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকটে গমন করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 'যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকটে গমন করবে এবং তাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করবে, চল্লিশ রাত তার কোন ছালাত কবুল হবে না'।[২৩] শায়খ ইবনু বায (রহঃ) বলেন, فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدَّعون علم الغيب ليعرف منهم مرضه، كما لا يجوز أن يصدِّقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب 'যারা গায়েবী জ্ঞানের দাবী করে, সেইসব জ্যোতিষীর নিকটে রোগের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া রোগীর জন্য জায়েয নয়। অনুরূপভাবে তাদের বাতলানো কথা বিশ্বাস করাও বৈধ নয়। কেননা তারা আন্দাযে কথা বলে'।[২৪] অনুরূপভাবে তাবীয-কবযের মাধ্যমে চিকিৎসা করাও হারাম।[২৫]

রোগীর জন্য সুস্থ ব্যক্তির করণীয়

১. রোগীকে দেখতে যাওয়া ও তার সেবা করা :

রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং রোগীর সেবা করা সুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য এবং রোগীর অধিকার। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এই ব্যাপারে মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, একজন মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ 'যখন সে অসুস্থ হবে, তখন তাকে দেখতে যাবে'।[২৬] অন্যত্র তিনি বলেন, عُودُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'তোমরা রোগীর সেবা কর এবং জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ কর, যা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[২৭]

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، 'ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করনি। সে বলবে, হে রব! আমি কীভাবে তোমার সেবা করব, অথচ তুমি বিশ্ব চরাচরের অধিপতি? তখন আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তার সেবা-শুশ্রূষা করতে, তাহ'লে তার কাছেই আমাকে পেতে'।[২৮]

একবার আলী (রাঃ)-এর পুত্র হাসান (রাঃ) খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) তাকে দেখার জন্য আলী (রাঃ)-এর বাড়িতে গেলেন। আলী (রাঃ) তাকে বললেন, আপনি রোগীকে দেখতে এসেছেন নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসেছেন? আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বললেন, আমি আপনার অসুস্থ ছেলে হাসানকে দেখতে এসেছি। তখন আলী (রাঃ) বললেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا إِلا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، إِنْ كَانَ مُصْبِحًا حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُمْسِيًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ 'কোন মুসলিম ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে গেলে সত্তর হাযার ফেরেশতা তার সাথে রওনা দেয়। প্রত্যেক ফেরেশতাই সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। উপরন্তু তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরী করা হয়। আর সে যদি সন্ধ্যা বেলা কোন রোগীকে দেখতে বের হয়, তাহ'লে সত্তর হাযার ফেরেশতা তার সাথে রওনা দেয়। প্রত্যেক ফেরেশতাই সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে

---

২১. *আহমাদ হা/৮০৪৮; আবূদাঊদ হা/৩৮৭০; তিরমিযী হা/২০৪৫; ইবনু মাজাহ ৩৪৫৯; মিশকাত হা/৪৫৩৯; ছহীহ হাদীছ।*
২২. *মুসলিম হা/১৯৮৪; মিশকাত হা/৩৬৪২।*
২৩. *মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫।*
২৪. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩/২৭৪।*
২৫. *তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬, সনদ হাসান।*
২৬. *মুসলিম হা/২১৬২; মিশকাত হা/১৫২৫।*
২৭. *আহমাদ হা/ ১১২৭০; ছহীহুল জামে' হা/৪১০৯; সনদ ছহীহ।*
২৮. *মুসলিম হা/২৫৬৯; আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৯; মিশকাত হা/১৫২৮।*

একটি বাগান বরাদ্দ করে রাখা হয়'।[২৯] শুধু মুসলিম রোগী নয়, বরং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অমুসলিম, কাফের রোগীদেরও দেখতে যেতেন।[৩০]

২. রোগীর জন্য ছাদাক্বা করা :

ছাদাক্বা এমন একটি আমল, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র রাগ প্রশমিত হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। নিজের এবং আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয় মানুষদের আরোগ্য কামনা করার অন্যতম উপায় হ'ল ছাদাক্বা করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ 'তোমরা ছাদাক্বার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর'।[৩১]

৩. অসহায় রোগীদের সহযোগিতা করা :

মানুষ এমনিতেই অপরের সহযোগিতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে আরো অসহায় হয়ে পড়ে। তাই অসহায়, নিঃস্ব, ইয়াতীম, গরীব, মিসকীন, বিধবা প্রমুখ মানুষদের রোগ-ব্যাধিতে সহযোগিতার হাত বাড়ানো প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। তাকে ভাল মানের খাবার দিয়ে, ঔষধপত্র কিনে দিয়ে, সুচিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে এবং অর্থের জোগান দিয়ে বিবিধ উপায়ে অসহায় রোগীদের পাশে দাঁড়ানো যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 'যে ব্যক্তি কোন অসচ্ছল ব্যক্তির দুঃখ লাঘব করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার সাথে সহজ ব্যবহার করবেন'।[৩২] সুতরাং ইহকালে ও পরকালে সফলতা লাভের জন্য অসহায় মানুষদের সহযোগিতা করা যরূরী।

৪. রোগীর জন্য দো'আ করা ও ঝাড়-ফুঁক করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন তার জন্য কল্যাণের দো'আ করতেন। মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন কিংবা তাঁর নিকটে কোন রোগীকে আনা হ'ত, তখন তিনি বলতেন, أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا، 'কষ্ট দূর করে দাও, হে মানুষের রব! আরোগ্য দান কর, তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর, যা সমান্যতম রোগকেও অবশিষ্ট রাখে না'।[৩৩] তিনি আরোও বলতেন, لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، 'ভয় নেই। আল্লাহ চান তো তুমি খুব শীঘ্রই ভালো হয়ে যাবে'।[৩৪]

আবার কখনো কখনো তিনি রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দিতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুসলিম যখন এমন রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসেনি, তাহ'লে সে যেন রোগীর জন্য এই দো'আটি সাত বার পড়ে, أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، 'আমি মহামহিম রব ও আরশের অধিপধির নিকট দো'আ করছি, তিনি যেন তোমাকে রোগ থেকে সুস্থতা দান করেন'। তাহ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সেই রোগ থেকে আরোগ্য দান করবেন'।[৩৫] এছাড়া পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বিভিন্ন রোগের ঝাড়-ফুঁক করার অনেক দো'আ বর্ণিত হয়েছে।

৫. চিকিৎসার জন্য সুপরামর্শ দেওয়া :

রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। তাই একজন সুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য তাকে সুপরামর্শ দেওয়া। কিভাবে, কোন হাসপাতালে বা মেডিকেলে, কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেলে, কোন ঔষধ বা খাবার খেলে অতিদ্রুত রোগ সেরে যাবে, কোন খাবারে তার রোগ বৃদ্ধি পাবে এই ব্যাপারে রোগীকে পরামর্শ দেওয়া।

উম্মুল মুনযির আল-আনছারিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকটে এলেন। আলী রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন মাত্র, কিন্তু দুর্বলতা এখনো কাটেনি। আমাদের ঘরে খেজুর গুচ্ছ লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা খেতে শুরু করলেন। আলীও খেতে উদ্যোগী হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলীকে বললেন, হে আলী! থাম থাম, তুমি এগুলো খেয়ো না। কারণ তুমি এখনো অসুস্থতাজনিত দুর্বল। বর্ণনাকারিণী বলেন, তখন আলী (রাঃ) বসে গেলেন এবং রাসূল (ছাঃ) খেতে থাকলেন। আর আমি তাদের জন্য শালগম ও বার্লি দিয়ে খাদ্য তৈরী করে আনলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يَا عَلِيُّ، مِنْ هَذَا فَأَصِبْ، فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ، 'হে আলী! এটা খাও, এটা তোমার জন্য উপকারী'।[৩৬] অনুরূপভাবে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো দো'আগুলো রোগীকে শিখিয়ে দেওয়া অথবা স্মরণ করিয়ে দেওয়াও সুস্থ ব্যক্তির অন্যতম কর্তব্য।

পরিশেষে রোগী ও সুস্থ ব্যক্তির করণীয় সঠিকভাবে আয়ত্বে এনে সে মোতাবেক আমল করলে উভয়েই ইহকাল ও পরকালে কামিয়াবী হাছিল করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন-আমীন!

---

২৯. আবূদাঊদ হা/৩০৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৭১৭; ছহীহাহ হা/১৩৬৭।
৩০. বুখারী হা/১৩৫৬; আবূদাঊদ হা/৩০৯৫।
৩১. ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮, সনদ হাসান।
৩২. ইবনু মাজাহ হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ।
৩৩. বুখারী হা/৬৫৭৫; মুসলিম হা/ ২১৯১।
৩৪. বুখারী হা/৩৬১৬; মিশকাত হা/১৫২৯।
৩৫. আবূদাঊদ হা/৩১০৬; তিরমিযী হা/২০৮৩; মিশকাত হা/১৫৫৩; হাদীছ ছহীহ।
৩৬. তিরমিযী হা/২০৩৭; মিশকাত হা/৪২১৬; সনদ হাসান।

ঈমানী তেজোদীপ্ত নির্যাতিত ছাহাবী খাব্বাব বিন আল-আরাত (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

জাহেলী আরব যখন পাপের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিল, মানবতার লেশমাত্রও যখন আর অবশিষ্ট ছিল না, শিশু ও নারীর অধিকার বলতে যখন কিছুই ছিল না, এমনকি যে সমাজে সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে শুধুমাত্র কন্যা হওয়ার অপরাধে পিতা নিজ হাতে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে দিত, মদ জুয়া আর নারী ছিল যে সমাজে আভিজাত্যের প্রতীক, এমনই এক পুঁতিগন্ধময় সমাজে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ এলাহী দ্বীন সহ। যে দ্বীন ছিল সার্বজনীন। ছিল মানবতার কল্যাণে নিবেদিত আল্লাহ্র নিকটে মনোনীত একমাত্র দ্বীন *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে এই দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। তিনি পৌত্তলিকতার ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত মানুষগুলোকে তাওহীদের আলোকজ্জ্বল রাজপথের দিকে আহ্বান জানাতে লাগলেন। ফলে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নেমে আসল প্রকটভাবে। যারাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল তাদের উপরেই নেমে আসল লোমহর্ষক নির্যাতন। ইসলামের প্রথম সারির এমনই একজন নির্যাতিত ছাহাবী হচ্ছেন খাব্বাব বিন আল-আরাত (রাঃ)।

খাব্বাব একটি নাম। একটি ইতিহাস। যে ইতিহাস যালেমের বিরুদ্ধে জান্নাতপিয়াসী মযলূমের ছবরের ইতিহাস। যে ইতিহাস বাতিলের বিরুদ্ধে হকের বিজয়ের ইতিহাস। যে ইতিহাস আত্মত্যাগের বিশ্ব কাঁপানো ইতিহাস। ইসলামের সূচনালগ্নে পরাধীনতার শৃংখলে বন্দী থাকাবস্থায় ইসলামের সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন খাব্বাব ছিলেন তাদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের ফলে তার উপরে যেরূপ নির্যাতন নেমে এসেছিল তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। তবুও আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান এসব নির্যাতনকেও হার মানিয়েছিল। ফলে শত যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেও তিনি দ্বীনের উপর অবিচল ছিলেন। ছিলেন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল। নির্যাতিত এই ছাহাবীর ঘটনাবহুল জীবনীতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সেকারণ আলোচ্য নিবন্ধে পাঠকদের উদ্দেশ্যে এই জলীলুল কদর ছাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস তুলে ধরা হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর নাম খাব্বাব, পিতার নাম আল-আরাত, দাদার নাম জানদালাহ। তাঁর বংশধারা হচ্ছে- খাব্বাব বিন আল-আরাত বিন জান্দালাহ বিন সা'দ বিন খুযায়মাহ বিন কা'ব বিন সা'দ বিন যায়েদ মানাহ। তিনি বনু তামীম গোত্রের সন্তান। তাঁর কুনিয়াত আবূ ইয়াহইয়া আত-তামীমী। তবে কারো কারো মতে তার কুনিয়াত আবু আব্দিল্লাহ।[১] তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

যেভাবে ক্রীতদাস হ'লেন খাব্বাব :

সমাজের আর দশটা কিশোরের ন্যায় খাব্বাবও স্বীয় পিতা-মাতার নিকটেই স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠছিলেন। কিন্তু আচমকা তাদের গোত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আরবের অন্য একটি গোত্র। অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তারা গৃহপালিত পশু ও সম্পদ লুট করে নেয়। তাদের পুরুষদের হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করে দাসে পরিণত করে। খাব্বাব ঐ আক্রমণের শিকার হয়ে বন্দীত্ব বরণ করেন। সেই থেকেই স্বাধীন বালক খাব্বাবের বুকের উপর চেপে বসে পরাধীনতার জগদ্দল পাথর। শুরু হয় গোলামী জীবনের বিভীষিকাময় অধ্যায়। এ হাত ঐ হাত বদল হয়ে খাব্বাবকে উঠানো হয় মক্কার ক্রীতদাস বেচাকেনার হাটে। তখনো তিনি যৌবনে পদার্পণ করেননি। সুঠাম দেহের অধিকারী বালক খাব্বাবের চেহারায় ছিল বুদ্ধিমত্তার ছাপ। কর্মস্পৃহা ও দক্ষতার চিহ্ন ফুটে ওঠেছিল তার পুরো অবয়বে। এক নযরেই পসন্দ হবে যে কারো।

এদিকে মক্কার বনু খুযা'আ গোত্রের উম্মে আনমার (أم أنمار) নামক জনৈকা মহিলা তার নিজের জন্য একটি গোলাম খরীদ করার উদ্দেশ্যে ঐ বাজারে গমন করে। তার উদ্দেশ্য, সে সবল, কর্মঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একটি গোলাম খরীদ করবে। এ লক্ষ্যে বাজারে আনীত দাসদের চেহারা ও স্বাস্থ্য সে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। অবশেষে চোখ পড়ল খাব্বাব বিন আল-আরাতের উপর। দেখামাত্রই পসন্দ হ'ল। চাহিদার সাথে প্রাপ্তির অপূর্ব সংযোগ ঘটল। বরং প্রত্যাশার চাইতে প্রাপ্তিই যেন বেশী হ'ল। বিক্রেতার সাথে দর-দাম মিটানো হ'ল। অতঃপর কাঙ্খিত মূল্য পরিশোধ করে খাব্বাবকে খরীদ করে বাড়ীতে নিয়ে গেল উম্মে আনমার। এভাবেই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হ'লেন নির্যাতিত ছাহাবী খাব্বাব (রাঃ)।[২]

তরবারি নির্মাণে দক্ষতা অর্জন ও প্রসিদ্ধি লাভ :

উম্মে আনমার খাব্বাবকে খরীদ করার পর মক্কার একজন কর্মকারের নিকটে তরবারি নির্মাণের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে। গভীর মনোনিবেশের সাথে খাব্বাব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মেধাবী খাব্বাব অল্পদিনের মধ্যেই তরবারী নির্মাণ শিল্পে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হ'লে তার মুনীব তার জন্য একটি দোকানঘর ভাড়া নেয় এবং তরবারি নির্মাণের বিভিন্ন সরঞ্জাম খরীদ করে দেয়। অতঃপর খাব্বাব সুনিপুণভাবে তরবারি নির্মাণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর আমানতদারিতা,

১. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (কায়রো: দারুল হাদীছ ১৪২৭ হিঃ/২০০৬ খৃ.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭, জীবনী নং ১৫৮।*

২. *ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা (বৈরূত: দারুন নাফাইস, ১ম প্রকাশ ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খৃ.), পৃ: ৪১১-৪১২।*

সততা ও তরবারি নির্মাণের দক্ষতার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা এসে তার দোকান থেকে তরবারি কিনে নেয়। মক্কার বাইরেও বিভিন্ন বাজারে তার নির্মিত তরবারি বিক্রি হ'তে শুরু করে। এভাবে তরবারি নির্মাণের একজন দক্ষ কারিগর হিসাবে তিনি মক্কায় ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৩]

জাহেলী আরব নিয়ে চিন্তামগ্ন খাব্বাব :

বয়সে তরুণ হ'লেও বুদ্ধিমত্তায় খাব্বাব ছিলেন পরিপক্ক। ছিলেন চিন্তাশীলও। তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে মাঝে মধ্যেই চিন্তামগ্ন হতেন। কাজের অবসরে সুযোগ পেলেই ভাবতেন জাহেলিয়াতের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ঘুণেধরা সেই সমাজ নিয়ে। নেতাদের দুশ্চরিত্রতা, নীতিহীনতা, যুলুম-নির্যাতন, শোষণ-নিপীড়ন, সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী, মদ ও নারীতে চুর হয়ে থাকা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে দেওয়া এসব কিছু রীতিমত তাঁর হৃদয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। আনমনা হয়ে এসব ভাবতেন আর বলতেন, لا بد لهذا الليل من آخر، 'এই রাত্রির (অন্ধকারের) অবশ্যই শেষ আছে'। অর্থাৎ অন্ধকার ছাপিয়ে একদিন আলোর রেখা উদ্ভাসিত হবেই। আর তা দেখার জন্য তার দিলে ছিল ব্যাপক তামান্না। সেকারণ তিনি দীর্ঘ হায়াত কামনা করতেন।[৪]

দুর্ভাগ্য, দেড় হাযার বছর পূর্বে ক্রীতদাস খাব্বাবের হৃদয়ে তৎকালীন সমাজের করুণ চিত্র দেখে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল এবং তা থেকে মুক্তির প্রেরণা জাগ্রত হয়েছিল, দেড় হাযার বছর পরে এসে আমাদের নেতৃবৃন্দের মনে সেই প্রেরণা তো দূরের কথা, তাদের মনে সামান্য রেখাপাতও করে না। অথচ জাহেলী আরবের প্রায় সকল অপকর্মই আজ সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে গোটা জাতি। খোদ নেতা ও দায়িত্বশীলরাই জড়িত এসব অন্যায় ও অপকর্মের সাথে। কথায় বলে বেড়া যখন ক্ষেতের ফসল খায়, তখন আর রক্ষা করবে কে? অতএব নেতারা সাবধান! আল্লাহকে ভয় করুন! ফিরে আসুন যাবতীয় অন্যায় ও দুর্নীতি থেকে। প্রতিষ্ঠা করুন ইনছাফ ও ন্যায়-নীতি। নচেৎ যেকোন সময় বড় ধরনের এলাহী গযবের শিকার হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। আজকের বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীও সেই সতর্ক বার্তাই বহন করে।

ইসলাম গ্রহণ :

অবশেষে খাব্বাবের সেই কাঙ্খিত আলো উদ্ভাসিত হ'ল। রাতের আঁধার কেটে পূর্ব গগনে রক্তিম টগবগে সূর্য উদিত হ'ল। তাকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'ল না। সমাজ নেতাদের দুষ্কর্মে অতিষ্ঠ খাব্বাব জানতে পারলেন যে, বনু হাশেম গোত্রের এক যুবক নতুন এক দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আভির্ভূত হয়েছেন। যে দ্বীন প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঠিক যেমনটি খাব্বাবের হৃদয় কন্দরে লালিত বাসনা ছিল। আল্লাহ খাব্বাবের হৃদয়কে দ্বীনের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। অতঃপর কাল বিলম্ব না করে তিনি ছুটে গেলেন বনু হাশিম গোত্রের সন্তান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে। সেখানে গিয়ে তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হ'লেন। সাথে সাথে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে পরম তৃপ্তির সাথে ঘোষণা করলেন, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'।[৫] আর এভাবেই তিনি শামিল হ'লেন পৃথিবীর প্রথম সারির মুসলমানদের কাতারে। রচিত হ'ল এক অন্য ইতিহাস।

উল্লেখ্য যে, তিনি কততম মুসলিম ছিলেন এ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে هو سادس الإسلام 'তিনি ষষ্ঠ মুসলিম'। এই মতটিই প্রসিদ্ধ।[৬] তবে মুজাহিদ বলেন, 'সর্বপ্রথম ইসলামের ঘোষণা দেন রাসূল (ছাঃ)। অতঃপর (ইসলাম কবুল করেন) আবুবকর, খাব্বাব, বেলাল, ছুহাইব ও আম্মার (রাঃ)'। এই মত অনুযায়ী তিনি তৃতীয় মুসলমান। ইবনু ইসহাকের মতে, তিনি ১৯ জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। وَأَنَّهُ كَمَّلَ الْعِشْرِيْنَ অর্থাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানদের সংখ্যা বিশ পূর্ণ করেন।[৭] তবে এ বিষয়ে সকলে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দারুল আরক্বামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮]

উল্লেখ্য যে, দারুল আরক্বাম হচ্ছে ছাফা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত আরক্বাম বিন আবুল আরক্বামের বাড়ী। জায়গাটি ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও মুশরিকদের দৃষ্টির আড়ালে। মুশরিকদের বাধার কারণে ৫ম হিজরীতে রাসূল (ছাঃ) এই বাড়ীটিকে প্রশিক্ষণও প্রচার কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন।[৯] এটিকে ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় বললেও অত্যুক্তি হবে না।

মর্মান্তিক নির্যাতনের শিকার খাব্বাব (রাঃ) :

খাব্বাবের জীবনে শুরু হ'ল নতুন অধ্যায়। যুলুম-নির্যাতনের অধ্যায়। শুরু হ'ল ঈমান ও ছবরের কঠিনতম পরীক্ষা। খাব্বাব (রাঃ) ছিলেন প্রথম প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশকারী। অন্যান্য ছাহাবীগণ মুশরিকদের নির্যাতনের ভয়ে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখলেও খাব্বাব (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি কারো নিকটেই গোপন রাখলেন না।[১০] ফলে

৩. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃঃ ৪১২।*
৪. *ঐ, পৃঃ ৪১২-৪১৩।*
৫. *ঐ, পৃঃ ৪১৩।*
৬. *ঐ, পৃঃ ৪১৩।*
৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪/৭।*
৮. *ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ৫ খণ্ড, পৃঃ ১৩৮; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (কায়রো: দারু এহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃ.), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪।*
৯. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (রাজশাহী: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৫ খ্রি.), পৃঃ ১৫০।*
১০. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃ: ৪১৩।*

তার উপর নেমে এল বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক, লোমহর্ষক ও বর্বরোচিত নির্যাতন। যার দু'একটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল।-

(১) খাব্বাব (রাঃ)-এর মুনীব উম্মে আনমার ছিল নিষ্ঠুরতার মূর্তপ্রতীক। খাব্বাবের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে সে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। আপন ভাই সিবা' বিন আব্দুল উয্যাকে পাঠাল খাব্বাবের নিকটে। সিবা' স্বগোত্রীয় একদল যুবক ও তরুণকে সাথে নিয়ে খাব্বাবের নিকটে গেল। খাব্বাব তখন নিত্য দিনের মতো দোকানে নিজ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। সিবা' খাব্বাবের দিকে এগিয়ে বলল, 'তোমার ব্যাপারে আমাদের নিকটে একটি খবর পৌঁছেছে। আমরা সেটি বিশ্বাস করিনি। খাব্বাব বললেন, কি খবর? সিবা' বলল, 'তুমি নাকি ধর্ম ত্যাগ করেছ এবং বনু হাশেমের এক যুবকের অনুসারী হয়েছ'? খাব্বাব নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন, ما صبأت وانما آمنت بالله وحده لا شريك له ونبذت أصنامكم وشهدت أن محمدا عبد الله ورسوله– 'আমি ধর্ম ত্যাগ করিনি। বরং আমি ঈমান এনেছি এক আল্লাহ্র প্রতি, যার কোন শরীক নেই। আর আমি তোমাদের প্রতীমাগুলিকে পরিত্যাগ করেছি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল'। এই জবাব শুনার সাথে সাথে সিবা' ও তার সাথীরা খাব্বাবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সকলে মিলে কিল, ঘুষি, লাথি সবই চালায় তার উপরে। এমনকি খাব্বাব মাটিতে পড়ে গেলে তাকে পা দিয়ে পিষতে শুরু করে। এভাবে এসব নরপিচাশরা তাকে রক্তাক্ত করে ফেলে চলে যায়।[১১]

(২) তরবারী নির্মাণে তার খ্যাতির কারণে মক্কার অধিবাসীরা তার নিকট থেকে তরবারি নির্মাণ করে নিত। বিভিন্ন বাজারেও তাঁর নির্মিত তরবারি বিক্রি হ'ত। একদিনের ঘটনা, একদল কুরাইশ খাব্বাবের নিকটে আসল তাদের ফরমায়েশকৃত তরবারি নেওয়ার জন্য। খাব্বাব তখন অনুপস্থিত ছিলেন। তারা অপেক্ষা করল। কিছু সময় পরেই খাব্বাব ফিরে আসলেন। তারা জানতে চাইল, হে খাব্বাব! আমাদের তরবারিগুলো কি প্রস্তুত হয়েছে? কিন্তু খাব্বাব তখন অন্যমনস্ক। তার চেহারায় ঈমানের জ্যোতি। মনে আনন্দানুভূতি। তাদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বরং নিজে নিজেই বলছেন, 'তাঁর বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের'। তারা তখন জানতে চাইল, কার বিষয়টি হে খাব্বাব? আমরা তো তোমার কাছে আমাদের তরবারি চাচ্ছি। তা নির্মাণ কি শেষ হয়েছে? আবেগাপ্লুত খাব্বাব আনমনা হয়ে এবারও বলছেন, তোমরা কি তাকে দেখেছ? তোমরা কি তাঁর কথা শুনেছ? তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। তাদের একজন রাগতঃস্বরে বলল, তুমি কি তাকে দেখেছ? তখন খাব্বাব তাদের কথা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা কার কথা বলছ? তখন ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি যার কথা বলছ আমিও তার কথা বলছি। খাব্বাব এটিকে দাওয়াতের সুযোগ মনে করলেন। তিনি এই সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি এবার বললেন, হ্যা, আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি। رأيت الحق يتفجر من جوانبه والنور يتلألأ بين ثنايـاه، 'আমি দেখেছি যে, সত্য তার চারদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে এবং নূর তার মুখমণ্ডলে দ্যুতি ছড়াচ্ছে'। এবার তাদের বিষয়টি বুঝতে আর বাকী থাকল না। তাদের একজন চিৎকার করে বলল, তুমি কার কথা বলছ হে উম্মে আনমারের দাস? শান্তভাবে খাব্বাব জবাব দিলেন, হে আমার আরব ভাইয়েরা! তোমাদের কওমের মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কে আছেন, যার চতুর্দিক থেকে হক প্রবাহিত হয়, যার মুখ থেকে নূরের আভা ছড়িয়ে পড়ে? হতভম্ব হয়ে তাদের আরেকজন চেচিয়ে বলল, তুমি কি মুহাম্মাদের কথা বলছ? এবার খাব্বাব মাথা দুলিয়ে বললেন, نعم إنه هو رسول الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، 'হ্যাঁ, তিনিই আমাদের নিকটে প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল। যিনি আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার জন্য প্রেরিত হয়েছেন'। এই কথা শুনার সাথে সাথেই কুরাইশ হায়েনারা ঝাঁপিয়ে পড়ে খাব্বাবের উপর। মেরে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলে। খাব্বাব অচেতন হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে দেখেন ঐ লোকগুলো আর নেই। তিনি অসাড় অবস্থায় পড়ে আছেন মাটিতে। তার সমস্ত শরীর জুরে তীব্র ব্যথার যন্ত্রণা। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। অতঃপর অনেক কষ্টে তিনি বাড়ী ফিরে যান।[১২]

(৩) লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে নির্যাতন : খাব্বাবের সাহস দেখে কুরাইশ নেতারা হতভম্ব হয়ে গেল। ইতিপূর্বে কেউ মুহাম্মাদের দ্বীন গ্রহণ করে প্রকাশ্যে ঘোষণার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। অথচ উম্মে আনমারের এই গোলাম কুরাইশ নেতাদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। তারা আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কা'বা চত্বরে যরূরী পরামর্শ বৈঠকে বসল। সেখানে ওয়ালীদ বিন মুগীরা, আবু জাহল বিন হেশাম প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, আরবের যারাই বাপ-দাদার আচরিত ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মাদের দ্বীন গ্রহণ করবে তাদের উপর স্ব স্ব গোত্রের লোকদের দ্বারা চরম নির্যাতন করা হবে। এতে তারা হয় মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ করবে অথবা মৃত্যুবরণ করবে। সে মোতাবেক খাব্বাবের উপরে নির্যাতনের দায়িত্ব অর্পিত হয় উম্মে আনমারের ভাই সিবা' বিন আব্দুল উয্যা ও তার গোত্রের উপর।

সিবা' নেতাদের পক্ষ থেকে নির্দেশ ও দায়িত্ব পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তার দলবল নিয়ে খাব্বাবের উপর নানা তরীকায় নির্যাতন শুরু করে। তারা খাব্বাবকে মক্কার বালুময় উত্তপ্ত উপত্যকায় নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তার গায়ের জামা খুলে ফেলে লৌহ বর্ম পরিধান করিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে

১১. *ঐ, পৃঃ ৪১৩-৪১৪।*

১২. *খালেদ মুহাম্মাদ খালেদ, রিজালুন হাওলার রাসূল (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪২১ হিঃ), পৃঃ ১৬৮।*

রাখে। উপর থেকে সূর্যতাপ নীচ থেকে যমীনের উত্তাপ ও শরীরে পরানো লৌহ বর্মের তাপ এই ত্রিমুখী তাপে খাব্বাবের জীবন প্রায় ওষ্ঠাগত ছিল। তৃষ্ণায় ছটফট করলেও তাকে পানি দেওয়া হ'ত না। পানি চাইলে এরা বলে, 'মুহাম্মাদ সম্পর্কে তোমার মতামত কি'? কঠিন নির্যাতনের শিকার তৃষ্ণার্ত খাব্বাব এই অবস্থায়ও দৃঢ়চিত্ততার ভাব জওয়াব দেন, هو عبد الله ورسوله جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النـــور– 'তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। তিনি আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য সত্য ও সঠিক দ্বীন সহ প্রেরিত হয়েছেন'। এই জওয়াব শুনে কাফেররা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুনরায় নির্যাতন শুরু করে। অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করে, 'লাত ও উযযা সম্পর্কে তোমার অভিমত কি'? স্পষ্টবাদী খাব্বাব এবারও দ্ব্যর্থহীনভাবে জবাব দেন, صَنَمَانِ أَصَمَّان أَبْكَمَانِ لا يَضُرَّان ولا يَنْفَعَـــان، 'বোবা-বধির দু'টি মূর্তি, যাদের পক্ষে কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করার কোন ক্ষমতা নেই'। অতঃপর আবার শুরু হয় মারপিট। এভাবেই চলতে থাকে নির্যাতন।[১৩]

(৪) জ্বলন্ত লোহার উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে নির্যাতন : নগ্ন দেহে লৌহ বর্ম পরিধান করিয়ে নির্যাতনের পরীক্ষায়ও খাব্বাব উত্তীর্ণ হ'লেন। নেতারা হতাশ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। আরো কঠিন নির্যাতনের সিদ্ধান্ত নিল। তারা লোহা আগুনে গরম করে, অন্য বর্ণনা মতে পাথর গরম করে তার উপরে খাব্বাবকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিল। খাব্বাবের পিঠের গোশত ও চর্বি গলে সেই আগুন নিভে গেল।[১৪]

ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে একদিন তিনি তাঁর নিকটে গেলেন। ওমর (রাঃ) তাকে একটি আসনে বসতে দিয়ে বললেন, একমাত্র বিলাল ব্যতীত এই স্থানে বসার জন্য তোমার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত আর কেউ নেই। খাব্বাব তখন বললেন, তিনি কিভাবে আমার সমান হ'তে পারেন? কেননা মুশরিকদের মধ্যেও তার সাহায্যকারী ছিল। অথচ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আমার কোনই সাহায্যকারী ছিল না। ওমর (রাঃ) তখন তার উপর কাফেরদের নির্যাতন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। খাব্বাব (রাঃ) তখন কিছু না বলে নিজের চাদরটি আলগা করে তার পিঠ খলীফা ওমর (রাঃ)-কে দেখালেন। খাব্বাবের পিঠের বীভৎস চিত্র দেখে খলীফা আঁতকে ওঠলেন। জানতে চাইলেন, এটি কি করে হ'ল খাব্বাব? খাব্বাব তখন ঘটনা খুলে বললেন।[১৫]

(৫) লোহার পাত গরম করে মাথায় ছেঁকা দিয়ে নির্যাতন : উপরোক্ত কঠিন থেকে কঠিনতর নির্যাতনের পরেও খাব্বাবের মালিক হিংস্রতার প্রতিমূর্তি উম্মে আনমারের কলিজা ঠাণ্ডা হ'ল না। নির্যাতনের দণ্ড এবার নিজ হাতে নিল। সে হাপরে গরম করা জ্বলন্ত লোহার পাত নিয়ে খাব্বাবের মাথায় ঠেসে ধরত। খাব্বাব চিৎকার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যেতেন।[১৬]

(৬) ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ : শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমেও কষ্ট দেয়া হ'ত। এক কথায় তিনি শারীরিক-মানসিক উভয় দিক থেকেই চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। 'আছ বিন ওয়ায়েল আস-সাহনী নামক এক কাফেরের নিকট তার তরবারি বিক্রির কিছু অর্থ পাওনা ছিল। একদিন তার বাড়ীতে গেলেন বকেয়া আদায়ের জন্য। সেখানে গিয়ে বিদ্রূপের শিকার হ'লেন। প্রথমে 'আছ জানিয়ে দিল, তোমার পাওনা দিব না যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে। খাব্বাব স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি কখনোই মুহাম্মাদকে অস্বীকার করব না। এমনকি যদিও তোমার মৃত্যু হয়, আবার জীবিত হও তবুও না। তখন সে বলল, যদি আমার মৃত্যু হয় এবং আবার পুনরুত্থান ঘটে (তোমার রাসূলের ভাষ্য অনুযায়ী) তখন তো সেখানে আমার কাছে মাল-সম্পদ থাকবে, তখন আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিব। আমাকে ঐ পর্যন্ত অবকাশ দাও। অতঃপর এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا–

'তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ যে আমাদের আয়াত সমূহ প্রত্যাখ্যান করে আর বলে যে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হবে। সে কি গায়েবী বিষয় জেনে গেছে, নাকি দয়াময়ের নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছে? কখনোই না। যা সে বলে আমরা তা লিখে রাখব এবং তার জন্য শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। সে যে বিষয়ে বলে (অর্থাৎ মাল ও সন্তানাদি), তার মৃত্যুর পরে আমরাই তার অধিকারী হব। আর সে আমাদের কাছে আসবে একাকী' *(মারিয়াম ১৯/৭৭-৮০)*।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ : একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ পথে যাচ্ছেন। তখন লোহার পাত গরম করে খাব্বাবের মাথায় ঠেসে ধরে নির্যাতন করা হচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর হৃদয় ব্যথিত হ'ল। খাব্বাবের ব্যাপারে কিছু করা দরকার। কিন্তু সেই সামর্থ্য তখনো তাঁর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন সেখানেই দুই হাতের তালু আকাশের দিকে প্রশস্ত করে মহান আল্লাহ্র দরবারে খাব্বাবের জন্য দো'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ انْصُرْ خَبَّابًـــا 'হে আল্লাহ তুমি খাব্বাবকে সাহায্য কর'।[১৮]

১৩. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃ: ৪১৪-৪১৫।*
১৪. *ঐ, পৃ: ৪১৫; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ: ১৪৫।*
১৫. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৩৪৪।*
১৬. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃ: ৪১৫-৪১৬।*
১৭. *আহমাদ হা/২১১০৫; তিরমিযী, হা/৩১৬২, সনদ ছহীহ।*
১৮. *রিজালুন হাওলার রাসূল, প: ১৭০।*

উম্মে আনমারের শাস্তি : মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অল্প কয়েকদিন যেতে না যেতেই উম্মে আনমার এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ল, যার কোন চিকিৎসা নেই। মাথার যন্ত্রণায় সে সবসময় কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করত। চিকিৎসকরা বলে দিলেন, এই রোগের কোন ঔষধ নেই। তবে লোহার পাত আগুনে গরম করে মাথায় সেক দিলে কিছুটা উপশম হ'তে পারে। পরামর্শ অনুযায়ী মাথায় সেক দেওয়া শুরু হ'ল। খাব্বাবের শাস্তি আল্লাহ এভাবেই যালেম উম্মে আনমারকে ফিরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্‌র বিচার কতই না সূক্ষ্ম!

দ্বীনের উপর খাব্বাবের অবিচলতা :

আখেরাতে মুক্তির আশায় ও জান্নাত লাভের নেশায় খাব্বাব (রাঃ) কাফের-মুশরেকদের অমানসিক নির্যাতনেও ছবরের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ঐতিহাসিকদের মতে, 'খাব্বাবের শাস্তির পরিধি ছিল বড়। কিন্তু তার শাস্তির চাইতেও (দ্বীনের উপর) তার অবিচলতা ও ধৈর্য ছিল অনেক বেশী'।[১৯]

আর ঈমানের প্রতি তাঁর এই দৃঢ়তা ও ছবরের তীব্রতা ষোল আনা জাগ্রত হয়েছিল যখন তিনি নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে কা'বা চত্বরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে উপদেশ লাভ করেছিলেন। ছহীহ বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছের কিতাবে খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِى الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ-

'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে (কাফেরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি নিজের চাঁদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকটে) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের (দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের) জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করবেন না? তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা এমন ছিল যে, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খনন করা হ'ত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হ'ত। অথচ (এ অমানুষিক নির্যাতন) তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ে শরীরের হাঁড় থেকে গোশত ও শিরা-উপশিরা সব বিচ্ছিন্ন করে দিত। এরপরও তাদেরকে দ্বীন থেকে সমান্যতম দূরে সরাতে পারেনি। আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই তিনি এ দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন উষ্ট্রারোহী ছান'আ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে, আল্লাহ ব্যতীত সে অন্য কাউকে ভয় করবে না এবং তার মেষ পালের উপর নেকড়ে বাঘের আক্রমণকেও সে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ'।[২০]

মূলতঃ এরপর থেকে তাঁর ঈমান আরো অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে কাফেরদের নির্যাতন তাঁকে দ্বীন থেকে এক চুল পরিমাণও টলাতে পারেনি। নির্যাতনের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন সবকিছুই তিনি ঈমান ও ছবরের হাতিয়ার দ্বারা পরাভূত করে দিতেন। দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল থাকতেন ইসলামের উপরে।

কুরআনের প্রশিক্ষক খাব্বাব :

নির্যাতিত ছাহাবী খাব্বাব (রাঃ) পবিত্র কুরআনের দরস-তাদরীসে বেশ পারদর্শী ছিলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়া নতুন মুসলিম, যারা কাফেরদের ভয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখতেন, তিনি তাদের বাড়ীতে গিয়ে কুরআন শিক্ষা দিতেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি কুরআনের পঠন-পাঠনে এতটাই বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, অনেক ছাহাবী তাকে গুরুত্ব দিতেন। যাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ও তার স্বামী সাঈদ বিন যায়েদকে তিনি তাদের বাড়ীতে গিয়ে কুরআন শিখাতেন।[২১]

খাব্বাব সহ অন্যান্য দুর্বল ছাহাবীদের শানে অবতীর্ণ আয়াত :

খাব্বাব, বিলাল, ছুহাইব, আম্মার (রাঃ) প্রমুখ দুর্বল ও ক্রীতদাস ছাহাবীরা প্রায় সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আশপাশে থাকতেন। তাদেরকে কিভাবে রাসূলের পাশ থেকে দূরে সরানো যায় এবার সেই ফন্দি আটল কাফেররা। দু'জন প্রতিনিধি পাঠাল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে। আক্বরা' ইবনে হাবিস ও উ'য়াইনা ইবনে হাসান আল-ফাযারী নামক দুই কুরাইশ নেতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে এই প্রস্তাব পেশ করল যে, মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আপনার কাছে আসেন। এখানে এসে এই গোলাম ও দুর্বলদের সাথে বসতে তাদের আত্মসম্মানে বাধে। আপনি ঐ সময় এদেরকে একটু দূরে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে কিছুটা দুর্বলতা দেখালে সাথে সাথে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে রাসূল (ছাঃ)-কে সতর্ক করে দেন, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ

১৯. *ঐ, পৃঃ ১৬৯।*

২০. *বুখারী হা/৩৬১২; মিশকাত হা/৫৮৫৮।*

২১. *রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃঃ ১৭১।*

فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ– ‘আর তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না, যারা তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তার চেহারা (সন্তুষ্টি) অন্বেষণে সকালে ও সন্ধ্যায়। তাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব তোমার উপরে নেই এবং তোমার হিসাবের কোন দায়িত্ব তাদের উপরে নেই যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। তাহ’লে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’ *(আন‘আম ৫২-৫৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا–

‘আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁর চেহারা কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু’চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে’ *(কাহফ ১৮/২৮)*।

মদীনায় হিজরত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরতের অনুমতি লাভ করলেন তখন অন্যান্য ছাহাবীদের ন্যায় খাব্বাব (রাঃ)ও মদীনায় হিজরত করেন।[২২] এ হিজরত ছিল স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য, যুলুম-নির্যাতনের ভয়ে নয়। তিনি বলেন, هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَبِيلِ اللهِ نَبْتَغِى وَجْهَ اللهِ ‘আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেছিলাম’।[২৩] মদীনায় পৌঁছে তার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হ’ল। চরম অশান্তির পর যেন পরম প্রশান্তি লাভ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনছার ছাহাবী জুবায়ের বিন আতীকের সাথে তার দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দেন। অতঃপর মক্কার ন্যায় মদীনায়ও তিনি দাওয়াত ও তা‘লীমের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ :

আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামেও খাব্বাব (রাঃ) ছিলেন একজন দক্ষ সৈনিক। বাতিলকে পরাভূত করতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন সর্বক্ষণ। বদর, ওহোদ সহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল জিহাদেই তিনি শরীক ছিলেন ছবর ও দৃঢ়তার সাথে। ওহোদের যুদ্ধে তিনি মক্কায় তাকে নির্যাতনকারী উম্মে আনমারের ভাই সিবা‘ বিন আব্দুল উয্যার পরিণতিও স্বচক্ষে দেখেছিলেন। সেদিন হযরত হামযা (রাঃ)-এর হাতে সে নিহত হয়েছিল।[২৪]

খাব্বাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছ :

তাঁর নিকট হ’তে মোট ৩২টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি মুত্তাফাক্ব আলাইহে তথা ইমাম বুখারী ও মুসলিম একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) পৃথকভাবে ২টি ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ১টি হাদীছ বর্ণনা করছেন। তাঁর থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তারা হ’লেন তার পুত্র আব্দুল্লাহ, আবূ উমামা বাহেলী, আবু মা‘মার, আব্দুল্লাহ বিন শু‘আইব, কায়েস বিন আবী হাযেম, মাসরূক ইবনে আজদা, আলকামা ইবনে কায়েস প্রমুখ।[২৫]

আর্থিক স্বচ্ছলতা ও দানশীলতা :

দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত খাব্বাব (রাঃ) শেষ জীবনে আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা লাভ করেন। খলীফা ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর শাসনামলে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতা নির্ধারণ করা হয়। এতে তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। পরবর্তীতে তিনি কূফায় একটি বাড়ী নির্মাণ করেন। তবে তিনি অর্থের প্রতি কখনো আগ্রহী ছিলেন না। বরং আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকতেন সব সময়। তিনি দানের প্রতি এতটাই উদার ছিলেন যে, কূফার বাড়ীতে পৃথক একটি কক্ষ নির্ধারণ করেছিলেন, যেখানে তিনি অর্থ জমা রাখতেন। যে কক্ষের কোন তালা-চাবি ছিল না। কোন অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। লোকেরা সেখানে যেত এবং তাদের চাহিদামত মাল গ্রহণ করত।[২৬] এভাবে সাহায্যপ্রার্থী বা ফকীর-মিসকীনদের জন্য সম্পদের ভাণ্ডার খুলে দেওয়ার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। সমাজের ধনিক শ্রেণী বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি?

আল্লাহভীতি ও পরহেযগারিতা :

তাঁর আল্লাহ ভীতি ও পরহেযগারিতা ছিল অতুলনীয়। শেষ বয়সে তিনি অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে রীতিমত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, না জানি আল্লাহ আমার সৎকর্মের পুরস্কার দুনিয়াতেই দিয়ে দিলেন। আর এই ভীতি থেকেই তিনি তাঁর সকল দীনার-দিরহাম উন্মুক্ত কক্ষে রেখে দিতেন। যেন যে কেউ সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন। আর এর জন্য কোন অনুমতিরও প্রয়োজন হ’ত না। তিনি বলতেন,

وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَمْلِكُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي فِي تَابُوتِي لَأَرْبَعِينَ أَلْفٍ وَافٍ. وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا

---

২২. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃঃ ৪১২।*
২৩. *মুসলিম হা/৯৪০।*
২৪. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃ: ৪১৬-৪১৭, হা/১৭২৪।*
২৫. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৪/৭।*
২৬. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃ: ১১৭-১১৮।*

'আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন আমি একটি দীনার বা দিরহামেরও মালিক ছিলাম না। আর এখন আমার সিন্দুকের কোণায় চল্লিশ হাযার দীনার জমা আছে। আমি ভয় পাচ্ছি আল্লাহ আমার সকল নেক আমলের ছওয়াব আমার জীবদ্দশায় আমার ঘরেই দিয়ে দেন কি-না!'।[২৭]

অন্য বর্ণনা মতে তিনি তার সম্পদ নিয়ে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, তার অসুস্থাবস্থায় তার কয়েকজন সাথী তাকে দেখতে গেলে তিনি তার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, إن في هذا المكان ثمانين الف درهم والله ما شددت عليها رباطا قط ولا منعت منها سائلا قط، 'এখানে ৮০ হাযার দিরহাম আছে। আল্লাহ্র কসম আমি কখনো এর মুখ বন্ধ করিনি এবং কোন সায়েলকে কখনো নিষেধ করিনি'। এই বলেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তখন সাথীরা কেন কাঁদছেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لِأَنَّ أصحابي مَضَوا و لم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئا و أنني بقيت فنلتُ من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابًا لتلك الأعمال،

'আমার সাথীরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে কোন প্রতিদান প্রাপ্তি ছাড়াই। অথচ আমি এখনো বেঁচে আছি এবং এত সম্পদের মালিক হয়েছি। আমার ভয় হয় এই সম্পদ না জানি আমার আমলের প্রতিদান হয়ে যায়'।[২৮]

মৃত্যুর সময় তাকে পরিচর্যাকারী জনৈক সাথী বললেন, أَبْشِرْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَإِنَّكَ مُلاَقٍ إِخْوَانَكَ غَدًا، 'হে আবু আব্দুল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা কালই আপনি আপনার সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবেন'। তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ذَكَّرتموني أقواماً، وإخواناً مَضَوْا بِأُجُورهم كُلِّهَا لَمْ يَنالُوا مِنَ الدُّنيا شَيْئًا 'তোমরা আমাকে এমন ভাইদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, যারা তাদের সম্পূর্ণ নেকী নিয়ে বিদায় হয়ে গেছেন। দুনিয়ার কিছুই তারা পাননি'।[২৯]

তিনি তার জন্য ক্রয়কৃত কাফনের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, এই যে আমার কাফনের কাপড়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা হামযা ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হলে তার কাফনের জন্য একটি চাদর ব্যতীত আর কোন কাপড় পাওয়া গেল না। যে চাদর দিয়ে তার পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত, আর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত। অবশেষে রাসূল (ছাঃ) তার পায়ের দিকে 'ইযখির' ঘাস দিয়ে ঢেকে দিতে বললেন'।[৩০]

২৭. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ: ১৪৭-১৪৮।*
২৮. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃঃ ৪১৮; রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃ: ১৭২।*
২৯. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ: ১৪৮।*
৩০. *রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃ: ১৭২।*

মৃত্যু ও দাফন :

মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগ যন্ত্রণা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, لولا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به، 'যদি রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহ'লে আমি মৃত্যুর জন্য দো'আ করতাম'।[৩১] অবশেষে ৩৭ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে তিনি কূফায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, ছাহাবীদের মধ্যে তাকেই প্রথম কূফায় দাফন করা হয়।[৩২]

আলী (রাঃ) ছিফফীনের যুদ্ধে বের হয়ে যাওয়ার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। অতঃপর ফেরার পথে তিনি তার কবর যিয়ারত করেন। অতঃপর তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, رَحِمَ اللهُ خَبَّابًا، لَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا، وَهَاجَرَ طَائِعًا، وَعَاشَ مُجَاهِدًا، وَابْتُلِيَ فِي جِسْمِهِ أَحْوَالاً، وَلَنْ يُضَيِّعَ اللهُ أَجْرَهُ– 'আল্লাহ রহম করুন খাব্বাবের উপর, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আগ্রহের সাথে, হিজরত করেছিলেন আনুগত্যের সাথে, জীবন যাপন করেছিলেন মুজাহিদ হিসাবে, নির্যাতিত হয়েছেন দৈহিকভাবে বিভিন্ন সময়ে। অতএব আল্লাহ কখনোই তার পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না'।[৩৩]

শেষকথা :

ছাহাবীদের জীবনী থেকে ইবরত হাছিল করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। কেননা তাঁরা দ্বীনের উপর যেমন ছিলেন অবিচল, তেমনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ। আর এ পথে তাঁদেরকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত। হাসিমুখে বরণ করে নিতে হয়েছে অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়ন। তাঁদের কাঙ্ক্ষিত মানযিল ছিল জান্নাত। আর সে লক্ষ্যেই তারা সব সময় কাজ করতেন। আমরাও যদি একই লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি এবং সে মোতাবেক সকল কর্ম সম্পাদন করতে পারি, তাহ'লে আখেরাতে সফলতার স্বর্ণ চূড়ায় আমরাও পৌঁছতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এটিই হৌক আমাদের প্রত্যাশা। জান্নাতুল ফেরদৌস হোন আমাদের শেষ ঠিকানা-আমীন!

৩১. *আহমাদ, হা/২৭২৫৯ সনদ ছহীহ।*
৩২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৩৪৪।*
৩৩. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃ: ৪১৮; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ: ১৪৭।*

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক সংগ্রাম :

ভণ্ড নবী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী যখন নিজেকে 'প্রতিশ্রুত মাসীহ' (مسيح موعود) দাবী করেন, তখন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ছাত্র ছিলেন। এই দাবীর দেড় বছর পর অমৃতসরী ফারেগ হন এবং উলূম ও ফুনূনে ঋদ্ধ হয়ে ১৮৯২ সালে নিজ জন্মভূমি অমৃতসরে ফিরে আসেন। সে সময় বড় বড় আলেম-ওলামা যেমন মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (মৃঃ ১৯২০ খৃঃ), শায়খুল কুল ফিল কুল সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১২৪৬-১৩২০ হিঃ), মাওলানা আব্দুল হক গযনভী, মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানী (১৮৩৪-১৯০৮ খৃঃ), মাওলানা কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মানছূরপুরী, মাওলানা আব্দুল জব্বার গযনভী, মাওলানা আহমাদুল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা গোলাম আলী কাছূরী, মাওলানা হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী (১৮৫১-১৯১৫ খৃঃ), মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী, মহাকবি ড. মুহাম্মাদ ইকবাল, মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, 'যমীনদার' পত্রিকার সম্পাদক যাফর আলী খান (১৮৭৩-১৯৫৬ খৃঃ) প্রমুখ কাদিয়ানীদের মুখোশ উন্মোচনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর ফলে জনসম্মুখে গোলাম আহমাদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। এ সময় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী তার বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অন্য ওলামায়ে কেরামকে ছাড়িয়ে যান।[১]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) বলেন, 'মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যখন থেকে প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবী করেছেন, তখন থেকেই অধম (মাওলানা অমৃতসরী) তার দাবীগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন এবং তার ও তার অনুসারীদের লেখনী সমূহ যা হাতের নাগালে পাই সাধারণভাবে তা অধ্যয়ন করি। ইস্তেখারার মাধ্যমে কাজ করি। অনেক বাহাছ-মুনাযারা করি'।

এখানে আরেকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটি হ'ল, একদিন রাতের বেলা নিরিবিলি পরিবেশে অমৃতসরে হাকীম নূরুদ্দীনের সাথে ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর কয়েক ঘণ্টা আলাপ হয়। শেষে হাকীম ছাহেব বলেন, 'আমাদের অভিজ্ঞতা হ'ল বাহাছ-মুনাযারায় কোন ফায়েদা হয় না। আপনি মির্যা ছাহেবের 'নিশানে আসমানী' (আসমানী নিদর্শন) পুস্তিকার বিষয়ে ইস্তেখারা করুন। আল্লাহ যেটা মঞ্জুর করবেন সেটা আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে'। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) বলেন, 'আমি ১৫ দিন মির্যার 'নিশানে আসমানী' পুস্তিকার ব্যাপারে ইস্তেখারা করি। আমার প্রভু জানেন, আমি আমার পক্ষ থেকে স্বচ্ছতার ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখিনি। দুঃখ-বেদনাকে সম্পূর্ণরূপে দূরে রেখে অত্যন্ত বিনয়-নম্রতার সাথে আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করেছি। বরং যতদিন পর্যন্ত ইস্তেখারা করেছি ততদিন মির্যার সম্পর্কে আমার মনে নেই যে, আমি কারো সাথে বাহাছ বা মুনাযারা করেছি। শেষে চৌদ্দতম রাতে আমি মির্যাকে স্বপ্নে দেখি, তিনি একটি সংকীর্ণ গৃহে সাদা বিছানায় বসে আছেন। আমি তার নিকটে বসি এবং জিজ্ঞাসা করি, আপনার মাসীহত্বের দলীল সমূহ কি? তিনি বলেন, তুমি দু'টি মাসআলা ছেড়ে দিচ্ছ। প্রথম: হযরত মাসীহ-এর মৃত্যুর মাসআলা। দ্বিতীয়: তাঁর পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন না করার মাসআলা। যার মীমাংসা হওয়া উচিত। আমি তাকে বলি, আপনি এ দু'টি বিষয়কে মীমাংসিতই মনে করুন। অতঃপর আমি তার সাথে হাদীছ সমূহে বর্ণিত মাসীহ ও মাসীহ-এর সদৃশ বিষয়ে আলোচনা করি। মির্যা ছাহেব এর জওয়াব দিতে না দিতেই আরো দু'জন ব্যক্তি চলে আসেন। আমরা তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং একে অপরের মুখোমুখি হওয়া থেকে একটু দূরে সরে পড়লে মির্যাকে দেখি যে, লাক্ষ্ণৌর পতিতাদের মতো তার চেহারা চুপ্সা এবং দাড়িগুলো ক্লীন শেভ করা। আমি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে যাই। এরই মধ্যে ঘুম থেকে জেগে উঠি। আমার মাথায় এর তাবীর বা ব্যাখ্যা এরূপ আসে যে, মির্যার পরিণতি ভাল হবে না।[২]

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এই ইস্তেখারার পূর্বেও যেমন গোলাম আহমাদের মাসীহত্বের দাবীর বিষয়ে বাহাছ-মুনাযারা করেছিলেন, তেমনি পরেও। মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)-এর গবেষণা মতে, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের আলোকে অনুমিত হয় যে, ১৮৯২ ও ১৮৯৪ এর মাঝামাঝি কোন এক সময়ে এই ইস্তেখারা করা হয়েছিল। এজন্য বুঝা যায় যে, মাওলানা অমৃতসরী লেখাপড়া শেষ করে অমৃতসরে ফিরে আসা মাত্রই মির্যা গোলাম আহমাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে রণাঙ্গনে নেমে পড়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল, তিনি তার সেই প্রাথমিক যুগে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন আমাদের জানা মতে এখন সেগুলি জানার কোন মাধ্যম মওজুদ নেই। তবে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মাওলানা অমৃতসরীকে সম্বোধন করে যা বলেছিলেন তাথেকে এর গুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে'।[৩]

---

* *ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, কাদিয়ানিয়াত আপনে আয়না মেঁ (বেনারস : জামে'আ সালাফিইয়াহ, মার্চ ১৯৮১), পৃঃ ২৪৪-২৬০; আব্দুল মুবীন নাদভী, আশ-শায়খ আল-আল্লামা আবুল অফা ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী, পৃঃ ২২০।*

২. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃঃ ৬৮-৭০।*

৩. *ঐ, পৃঃ ৭০।*

১৮৯৬ সালে মির্যা গোলাম আহমাদ 'আঞ্জামে আথাম' লিখে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে অশালীন ভাষায় গালি-গালাজ করেন। গোলাম আহমাদ-এর ভাষায়, 'হে নিকৃষ্ট মৌলভী সম্প্রদায়! তোমরা কতদিন পর্যন্ত সত্যকে গোপন করবে? কখন সেই সময় আসবে যখন তোমরা ইহুদীদের স্বভাব পরিত্যাগ করবে? এই যালেম মৌলভীরা! তোমাদের জন্য আফসোস হ'ল, তোমরা খিয়ানতের পেয়ালা পান করেছ এবং চতুষ্পদ জন্তুতুল্য সাধারণ জনগণকেও তা পান করিয়েছ'? *(আঞ্জামে আথাম, পৃঃ ২১; রূহানী খাযায়েন ১১/২১)*। এ প্রসঙ্গে একটু অগ্রসর হয়ে তিনি তার কঠিন ও প্রসিদ্ধ বিরোধিতাকারীদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ অমৃতসরীর পাশাপাশি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর নামও উল্লেখ করেছেন। এই তিনজন সম্পর্কে মির্যা লিখেছেন, 'এরা মিথ্যাবাদী। এরা কুকুরের মতো মিথ্যার মরা জন্তু খায়' *(মুলহাক আঞ্জামে আথাম, পৃঃ ২৫)*। উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টের ২০ পৃষ্ঠার হাশিয়া থেকে এটাও জানা যায় যে, এই গ্রন্থটি রচনার পূর্বেই কাদিয়ানী মতবাদ খণ্ডনে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর মর্যাদা এত উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, মির্যা গোলাম আহমাদ ও অমৃতসরীর মাঝে মুবাহালার জন্য পত্র লেখার সূচনা হয়েছিল। তাছাড়া উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টের ২০ পৃষ্ঠায় মির্যা গোলাম আহমাদ মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও অন্য আলেমগণকে মুবাহালার দাওয়াত দিয়েছিলেন।[৪]

'আঞ্জামে আথাম' লেখার প্রেক্ষাপট হ'ল, মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ডেপুটি আব্দুল্লাহ আথাম ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মারা যাবেন। কিন্তু বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি উক্ত তারিখের পরে জীবিত থাকেন। এর ফলে ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমানরা মির্যাকে এমনভাবে সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করেছিলেন যে, জনসম্মুখে তার মুখ দেখানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তবে ভবিষ্যদ্বাণীর দুই বৎসর পর ১৮৯৬ সালের ২৭শে জুলাই ডেপুটি আথামের মৃত্যু হলে গোলাম আহমাদ দ্রুত 'আঞ্জামে আথাম' গ্রন্থটি লিখে ফেলেন। এতে বিরোধী আলেমদেরকে তিনি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

এই দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হ'ল যে, ১৮৯৪ সালে বা তার পূর্বেই কাদিয়ানীদের অন্যতম বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধিতাকারী হিসাবে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ফিৎনা নির্মূলে শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের পাশাপাশি তাঁর নাম আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ সালের ২৫শে মে মির্যা গোলাম আহমাদ 'মি'য়ারুল আখয়ার' নামে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন এবং এতে বড় বড় আলেমদেরকে বাহাছের দাওয়াত দেন। এই ইশতেহারে বাহাছের জন্য আহ্বানকৃত আলেমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। মির্যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে উক্ত ইশতেহারের জবাবে যারা বাহাছ করার জন্য ময়দানে আবির্ভূত হয়েছিলেন অমৃতসরী ছিলেন তাদের অগ্রসারিতে।

অনুরূপভাবে ১৯০০ সালের ২০শে জুলাই মির্যা একটি ইশতেহার প্রকাশ করে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও পীর মোহর আলী শাহ গোলড়বীকে এ মর্মে দাওয়াত দেন যে, 'আমার সামনে ৭ ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে বসে কুরআনের চল্লিশটি আয়াতের আরবীতে তাফসীর লিখুন। যা বড় সাইজের বিশ পৃষ্ঠার কম হবে না। অতঃপর যার তাফসীরটি ভাল বিবেচিত হবে সেটাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সমর্থনপুষ্ট বলে গণ্য করা হবে'।[৫] তার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতঃ নির্দিষ্ট দিনে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম লাহোরে উপস্থিত হন। কিন্তু গোলাম আহমাদ তাদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস পাননি। মজার ব্যাপার হ'ল, তিনি কাপুরুষের মতো কাদিয়ানে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে ওলামায়ে কেরামের পলায়নের ইশতেহার প্রকাশ করেন।

সম্মানিত পাঠক! কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রত্যয়দৃপ্ত ঐতিহাসিক সংগ্রামের এ ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, কাদিয়ানী মতবাদের সূচনা ও আবির্ভাবলগ্নেই অমৃতসরী তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হ'ল তাঁর সেই সময়কার সংগ্রামের বিস্তারিত তথ্য আমরা অবগত হতে পারিনি।[৬]

ইলহামাতে মির্যা প্রণয়ন ও এর প্রভাব :

ইস্তেখারা ও আল্লাহ্র নিকট কাতর কণ্ঠে বিনম্র প্রার্থনার পর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৯০১ সালে 'ইলহামাতে মির্যা' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে এটিই তাঁর প্রথম লিখিত গ্রন্থ।

এ গ্রন্থে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেটি হ'ল, মির্যা গোলাম আহমাদ তার মাসীহত্বের দাবীতে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? এ বিষয়টি তখন আলেম-ওলামা সহ সকলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। সাধারণ মানুষ মনে করত, অন্যান্য মাসআলাগুলির মতো মাসীহ-এর জীবন ও মৃত্যুর মাসআলাটিও একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। ধূর্ত গোলাম আহমাদ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরকে তার ষড়যন্ত্রের জালে ফাঁসাতে শুরু করেন। এজন্য মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অন্য সকল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তার ইলহামগুলোকে মিথ্যা ও ভুয়া প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অতঃপর মির্যা তার নিজের সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়ার যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন তার আলোকেই তার সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা পরীক্ষা করেন। যেমন মির্যা গোলাম আহমাদ বলেছেন, 'আমার সত্যবাদিতা বা মিথ্যাবাদিতা যাচাই করার জন্য আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির

৪. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৭০-৭১; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৪।*

৫. *তারীখে মির্যা, পৃঃ ৩৪; ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়াত (মুলতান : আলমী মজলিসে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুঅত, ১৪২৩ হিঃ/২০০২ খ্রিঃ), ৮/৫২৬।*

৬. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৭১-৭২।*

চেয়ে বড় কোন পরীক্ষা হতে পারে না'। অমৃতসরী মির্যার এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, 'যেহেতু কাদিয়ানী মতবাদকে যাচাই করার এটিই প্রধান মূলনীতি, সেহেতু যরূরী হ'ল আমরা এই পদ্ধতিতেই উক্ত দাবী পরীক্ষা করব, যার মাধ্যমে মির্যা ছাহেবের ইলহামের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যাবে'।[৭]

উক্ত গ্রন্থের ১ম সংস্করণে অমৃতসরী মির্যার ৪টি মৌলিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, যেগুলি সে সময় মানুষের মাঝে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। মির্যার বর্ণনার আলোকে তিনি তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে যাচাই-বাছাই করে অকাট্য দলীলের মাধ্যমে সেগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। এভাবে মির্যার নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকেই তিনি সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীকে বাতিল ও মিথ্যা সাব্যস্ত করেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে মির্যার অন্যান্য ইলহামগুলি সম্পর্কেও এতে তিনি আলোচনা করেছেন।[৮]

কাদিয়ানী মতবাদ খণ্ডনে অমৃতসরীর এটি একটি অসাধারণ, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় গ্রন্থ। এর মাধ্যমে বহু দুর্বলচিত্তের মুসলমানের পদসমূহ ইসলামের উপরে অটল ও দৃঢ় হয়ে যায়। অন্যদিকে কাদিয়ানী সমাজে এটি হৈচৈ ফেলে দেয়। মির্যা গোলাম আহমাদের খাছ মুরীদ ও কাদিয়ানী মতবাদের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে পরিচিত ড. আব্দুল হাকীম পাটিয়ালবী এই গ্রন্থটি পড়ে সর্বপ্রথম প্রভাবিত হন। তিনি ১৯০৬ সালে কাদিয়ানী মতবাদ ত্যাগ করে তাদের বিরুদ্ধে জোরালো কর্মতৎপরতা শুরু করেন। এমনকি মির্যা গোলাম আহমাদের জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পরেও তিনি তাদের পিছু ছাড়েননি।

গ্রন্থটি প্রকাশের পর বড় বড় ওলামায়ে কেরাম এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর শিক্ষক মাওলানা হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী (রহঃ) বলেন, 'এ বিষয়ে এর চেয়ে সুন্দর কোন গ্রন্থ আমার নযরে পড়েনি। এটি মির্যার মহামিথ্যাবাদী হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। মির্যার আক্বীদার ব্যাপারে দোদুল্যমান ব্যক্তিরা তো বটেই, খোদ তার ভক্ত-অনুসারীদের আক্বীদাতেও (ইনছাফের শর্তে) প্রচণ্ড ভূমিকম্প সৃষ্টিকারী গ্রন্থ এটি'।

অমৃতসরীর আরেক শিক্ষক মাওলানা আহমাদুল্লাহ অমৃতসরী বলেন, 'কাদিয়ানী মতবাদ খণ্ডনে 'ইলহামাতে মির্যা' একটি চমৎকার ও অনবদ্য গ্রন্থ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই গ্রন্থ পাঠ করার পর মির্যা গোলাম আহমাদের অনুসারী থাকতে পারে না'।

পীর মোহর আলী শাহ গোলড়বী বলেন, 'আমি আশা করছি যে, আপনার ইলহামাতে মির্যা গ্রন্থটি পাঠ হকপন্থীদের দৃঢ়তার জন্য যেমন সহায়ক হবে, তেমনি বা তার চেয়ে বেশী প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবে' *(ইলহামাতে মির্যা, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১)*।

মাওলানা অমৃতসরী যে আশায় বুক বেঁধে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছিলেন তাঁর সেই আশা ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছিল। মির্যা গোলাম আহমাদ মৃত্যু পর্যন্ত এর জওয়াব দিতে ব্যর্থ হন। ১ম সংস্করণে লেখক মির্যাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, তিনি যদি এর উত্তর দিতে পারেন তাহ'লে ৫০০ রূপিয়া পুরস্কার দেয়া হবে। ২য় সংস্করণে পুরস্কারের অংক বাড়িয়ে ১ হাযার রূপিয়া করা হয়েছিল। এই চ্যালেঞ্জ কাদিয়ানী শিবিরে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে এর জওয়াবের আশায় অমৃতসরী তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য এক বছর অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু গোলাম আহমাদ উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এর জবাব দিতে সক্ষম হননি। ফলকথা, ১৯০৪ সালের মধ্যে এর ৩টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এবার অমৃতসরী পুরস্কারের অংক ২ হাযার রূপিয়াতে বর্ধিত করেন। কিন্তু তথাকথিত কলম সৈনিক মির্যা গোলাম আহমাদ সত্যের নির্ভীক কলম সৈনিক অমৃতসরীর চ্যালেঞ্জে যথারীতি নীরব ও নিরুত্তর থাকেন। মির্যার জীবদ্দশায় এর ৩টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সংস্করণেই নতুন নতুন আলোচনা যুক্ত হয়েছে। এর ফলে এ বিষয়ে এটি একটি অনন্য ও প্রামাণ্যে গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।[৯]

মুদ, অমৃতসর-এর মুনাযারা (অক্টোবর ১৯০২) :

১৯০২ সালের ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর অমৃতসর যেলার 'মুদ' নামক গ্রামে বৃহৎ পরিসরে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, 'অমৃতসর যেলার মুদ নামক স্থানে কাদিয়ানীরা হৈচৈ শুরু করলে মুদ-এর বাশিন্দারা লাহোরে একজন ব্যক্তিকে এ মর্মে পাঠান যে, ওখান থেকে কোন আলেমকে নিয়ে আস। যিনি তাদের সাথে বাহাছ করবেন। লাহোরবাসীদের পরামর্শে মুনাযারার জন্য আমাকেই নির্বাচন করা হয়। একটি টেলিগ্রাম আসে। সকাল বেলায় হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বলেন, চলুন! না হ'লে গ্রামের সবাই এমনকি আশেপাশের লোকজনও সব গুমরাহ হয়ে যাবে। অগত্যা অধম উল্লেখিত মুদ নামক স্থানে পৌঁছেন। বাহাছ হয়'।[১০]

এই মুনাযারায় কাদিয়ানীদের পক্ষে বিতর্কে অংশ নেন মৌলবী সুরূর শাহ। বিতর্কের বিষয় ছিল 'মির্যা ছাহেব তার ইলহামী দাবী সমূহে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী'? মাওলানা অমৃতসরী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড ও মূলনীতি সমূহের আলোকে অকাট্যভাবে তাকে মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ প্রমাণ করেন। কাদিয়ানী মৌলবী তাঁর দলীলগুলি খণ্ডনের বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে সঙ্গী-সাথী সহ বিতর্ক ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেন।

পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কাদিয়ানী প্রতিনিধি দল কাদিয়ান পৌঁছে গোলাম আহমাদকে মুনাযারায় পরাজয়বরণের লাঞ্ছনাকর কাহিনী শুনালে তিনি রাগে-ক্ষোভে ও দুঃখে ফেটে পড়েন এবং 'কাছীদা ই'জাযিয়াহ' রচনা করে মাওলানা

৭. *ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়াত ৮/১১*।
৮. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৭৩-৭৫*।
৯. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত পৃঃ ৭৫-৭৬; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০-৩১*।
১০. *ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়াত ৮/১৮*।

ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। উক্ত কবিতায় গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তার শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেন,

فأفردتُ إفراد الحسين بكربلا * وفى الحى صرنا مثل من كان يُقبَرُ

'হুসাইন যেমন কারবালা ময়দানে একাকী হয়ে পড়েছিলেন, আমার অবস্থাও তথৈবচ। আর ঐ অঞ্চলে আমরা দাফনকৃত মৃত ব্যক্তির মত হয়ে গেলাম'।

এতদিন পর্যন্ত মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীকে মির্যা গোলাম আহমাদ তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন। কিন্তু মুদ-এর বিতর্কের পর তিনি অমৃতসরীকে তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ও সবচেয়ে কড়া তার্কিক হিসাবে আখ্যা দেন। যেমন মির্যা বলেন,

ألا رب خصم قد رأيتُ جداله * وما أن رأينا مثله من يزوّر

فأوصيك يا ردف الحسين أبا الوفا * أنِبْ، واتق الله المحاسب واحذر

فقال ثناء الله لى أنت كاذب * فقلت لك الويلات أنت ستحسر

'সাবধান! আমি অনেক বাহাছকারীকে দেখেছি। কিন্তু তাঁর (মাওলানা ছানাউল্লাহ) মতো ধোঁকাবাজ কাউকে দেখিনি। মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীর পদাংক অনুসরণকারী হে আবুল অফা! আমি তোমাকে নছীহত করছি, তুমি তওবা করো এবং হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহকে ভয় করো। ছানাউল্লাহ আমাকে বলল, তুমি মিথ্যাবাদী। তখন আমি তাকে বললাম, তোমার ধ্বংস অনিবার্য। তুমি অচিরেই আফসোস করবে'।

মুসলমানদের উপরে এই মুনাযারার দারুণ প্রভাব পড়েছিল। এই মুনাযারার মাধ্যমে অমৃতসরী কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও ধোঁকার পর্দা জনসমক্ষে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। মুনাযারায় তাদের নিরঙ্কুশ পরাজয়বরণের ফলে সরলপ্রাণ মুসলমানদের পদসমূহ ইসলামের উপরে সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিল এবং মুদ ও এর আশেপাশের অধিবাসীরা কাদিয়ানী ফিৎনা থেকে বেঁচে গিয়েছিল। যারা কাদিয়ানীদেরকে এতদিন চাঁদা দিত তারাও তাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। এজন্য গোলাম আহমাদ এই গ্রামের উপর লা'নত করে এর ধ্বংস কামনা করেছেন।[১১]

মির্যার আহ্বানে মুনাযারার বরপুত্র কাদিয়ানে (জানুয়ারী ১৯০৩) :

১৯০২ সালে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী 'ই'জাযে আহমাদী' নামে একটি বই লিখেন। এতে তিনি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে মুনাযারার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, 'যদি ইনি (মৌলভী ছানাউল্লাহ) সত্যবাদী হন তাহলে কাদিয়ানে এসে (আমার) যেকোন ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করুন। প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য ১০০ রূপিয়া পুরস্কার দেওয়া হবে এবং আলাদাভাবে যাতায়াত ভাড়া দেওয়া হবে'।[১২] অতঃপর উক্ত বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় মির্যা লিখেন, 'মৌলভী ছানাউল্লাহ (মুদ-এর বাহাছে) বলেছিলেন যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য আমি (মির্যা) তাকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি যে, তিনি এই বিষয়টি যাচাই করার জন্য কাদিয়ানে আসুন! স্মর্তব্য যে, 'নুযূলুল মাসীহ' (ঈসার অবতরণ) গ্রন্থে আমি দেড়শ ভবিষ্যদ্বাণী লিখেছি। সুতরাং এসব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলে মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেব ১৫ হাযার রূপিয়া নিয়ে যাবেন এবং এখান সেখান থেকে ভিক্ষা চাওয়া থেকে মুক্তি পাবেন। বরং আমি তার সামনে দলীল সহ আরো ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করব এবং ঐ ওয়াদা মোতাবেক প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য ১০০ রূপিয়া করে দিতে থাকব। বর্তমানে আমার দলের সদস্য সংখ্যা ১ লাখের বেশী। কাজেই আমি যদি মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেবের জন্য আমার প্রত্যেক মুরীদের কাছ থেকে ১ রূপিয়া করে নেই তাহলেও তো এক লক্ষ রূপিয়া হয়ে যাবে। এগুলি সব তাকে উপহার হিসাবে প্রদান করা হবে'। উপরন্তু উক্ত গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় তিনি এও লিখেন যে, মৌলভী ছানাউল্লাহ তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য কস্মিনকালেও কাদিয়ানে আসবেন না।[১৩]

ভণ্ডনবী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার জন্য মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৯০৩ সালের ১০ই জানুয়ারী কাদিয়ানে পৌঁছেন এবং তাকে মুনাযারায় হাযির হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু মুনাযারায় অবতীর্ণ না হওয়ার জন্য গোলাম আহমাদ কৌশল অবলম্বন করেন এবং মুহাম্মাদ আহসান আমরূহীর নিকট চিরকুট লিখে পাঠান যে, কারো সাথে মুনাযারা না করার জন্য তিনি কসম করে আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। এই চিরকুট পাঠ করে মাওলানা অমৃতসরী কাদিয়ানে বক্তব্য প্রদান করেন এবং মির্যাকে তাঁর নবুঅতের দাবীতে ডাহা মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেন। উপমহাদেশের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী বলেন, 'মাওলানা অমৃতসরীই প্রথম আলেম ছিলেন যিনি মির্যা ছাহেবের নবুঅত দাবী করার পর কাদিয়ান গিয়েছিলেন এবং কাদিয়ানীদের দুর্গে গিয়ে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন'।[১৪]

মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর মুবাহালা (এপ্রিল ১৯০৭) :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৯০৩ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকা বের করেন। এটি গোলাম আহমাদ ও তার অনুসারীদের জন্য গোদের উপর

১১. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৭৬-৭৯; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩১-২৩৪।*

১২. *ই'জাযে আহমাদী, পৃঃ ১১;* সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৯৫।

১৩. *তারীখে মির্যা, পৃঃ ৪৩; ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়াত ৮/৫৩৫; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৭৯-৮২।*

১৪. *মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী আওয়ালিয়াত (গুজরানওয়ালা : দারু আবিত তাইয়িব, ১ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃঃ ১০৫-১০৬; ঐ বঙ্গানুবাদ : ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা, পৃঃ ৮৮।*

বিষফোঁড়া স্বরূপ ছিল। কারণ এই পত্রিকাটি একদিকে যেমন আর্য সমাজ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল, তেমনি কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডনেও উৎসর্গিত ছিল। সপ্তাহব্যাপী কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে যা কিছু প্রকাশিত ও প্রচারিত হ'ত, মাওলানা অমৃতসরী এতে তার সমুচিত জবাব দিতেন। এতে মুসলমানরা দারুণভাবে উপকৃত হ'ত। বিশেষত ১৯০৪ সালের মহামারী সম্পর্কে কাদিয়ানীদের স্বরূপ এমনভাবে উন্মোচিত হয়েছিল যে, তারা শত চেষ্টা করেও সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। এভাবে প্রত্যেক সপ্তাহের ধারাবাহিক চপেটাঘাত কাদিয়ানী শিবিরকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করেছিল যে, সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকা বের হওয়ার মাত্র ৩ বছর ৫ মাসের মধ্যেই গোলাম আহমাদ আসমানী ফায়ছালার জন্য মাওলানা অমৃতসরীর সাথে মুবাহালা করতে বাধ্য হন। মুবাহালার ঠিক ১৩ মাস ১০ দিন পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফায়ছালা নেমে আসে। কাদিয়ানী ও মুসলমানদের সংগ্রামের ইতিহাসে যেটিকে 'সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী দিন' হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[১৫]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ভণ্ডনবী মির্যা গোলাম আহমাদ ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল একটি লম্বা ইশতেহার প্রকাশ করে অমৃতসরীকে মুবাহালার আহ্বান জানান, যা হুবহু নিম্নরূপ:

মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেবের সাথে শেষ ফায়ছালা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম

'তারা তোমার কাছে জানতে চায় ক্বিয়ামতের শাস্তি কি সত্য? তুমি বল, আমার প্রতিপালকের কসম! অবশ্যই ওটা নিশ্চিতভাবে সত্য'।[১৬]

মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেব সমীপে!

আস-সালামু আলা মানিত তাবা'আল হুদা

দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় আমাকে মিথ্যাবাদী ও ফাসেক সাব্যস্তকরণের পরম্পরা অব্যাহত রয়েছে। আপনি সর্বদা আপনার এই পত্রিকায় আমাকে মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত), মিথ্যুক, দাজ্জাল, অশান্তি সৃষ্টিকারী হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন এবং পৃথিবীব্যাপী আমার সম্পর্কে বদনাম করেন যে, এই ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদ দানকারী, মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল। এই ব্যক্তির প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবী নির্জলা মিথ্যা। আমি আপনার কাছ থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছি এবং ধৈর্য ধারণ করতে থেকেছি। কিন্তু আমি হক প্রচারের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট। আপনি আমার প্রতি বহু মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মানুষকে আমার নিকট আসতে বাধা দেন এবং এমন সব গালি, মিথ্যা অপবাদ এবং শব্দ উল্লেখ করে আমাকে স্মরণ করেন যার চেয়ে কোন কঠিন শব্দ হতে পারে না।

যদি আমি এতবড় মিথ্যাবাদী ও অপবাদ দানকারী হই, যেভাবে বেশীরভাগ সময় আপনি আপনার পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যায় আমাকে উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে আমি আপনার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হয়ে যাব। কেননা আমি জানি যে, অশান্তি সৃষ্টিকারী ও মিথ্যাবাদী বেশী দিন বাঁচে না। অবশেষে সে লাঞ্ছনা ও অবমাননার সাথে তার চরম শত্রুদের জীবদ্দশাতেই ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে যায়। আর তার ধ্বংস হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। যাতে সে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে ধ্বংস করতে না পারে।

আর আমি যদি মিথ্যাবাদী ও অপবাদ দানকারী না হই, আল্লাহ্র কালাম ও সম্বোধন দ্বারা সম্মানিত হই এবং প্রতিশ্রুত মাসীহ হই তাহলে আমি আল্লাহ্র ফযলে আশা রাখছি যে, আল্লাহ্র রীতি অনুযায়ী আপনি মিথ্যাবাদীদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন না। কিন্তু যদি ঐ শাস্তি যেটি মানুষের হাতে নেই, বরং স্রেফ আল্লাহ্র হাতে রয়েছে যেমন মহামারী, ডায়রিয়া প্রভৃতি ধ্বংসকারী রোগ সমূহ, আমার জীবদ্দশাতেই আপনার উপরে আপতিত না হয় তাহলে আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত নই।

এটি কোন ইলহাম বা অহীর ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী নয়; বরং স্রেফ দো'আ স্বরূপ আমি আল্লাহ্র নিকট ফায়ছালা চেয়েছি। আমি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করছি, হে আমার প্রভু, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান, যিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ, যিনি আমার অন্তর জগতের খবর রাখেন। যদি প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার এই দাবী নিছক আমার কপোলকল্পিত হয় এবং আমি তোমার দৃষ্টিতে অশান্তি সৃষ্টিকারী ও মিথ্যুক হই এবং দিনরাত মিথ্যা অপবাদ দান করা আমার কাজ হয়ে থাকে তাহলে হে আমার প্রিয় মালিক! আমি মিনতির সাথে তোমার নিকট দো'আ করছি, মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেবের জীবদ্দশাতেই আমাকে ধ্বংস করে দাও এবং আমার মৃত্যু দিয়ে তাকে ও তার জামা'আতকে খুশী করে দাও। আমীন! কিন্তু হে আমার সত্যবাদী আল্লাহ! যদি মৌলভী ছানাউল্লাহ কর্তৃক আমার উপরে আরোপিত মিথ্যা অপবাদগুলিতে তিনি সত্যের উপরে না থাকেন, তাহলে আমি বিনয়-নম্রতার সাথে তোমার দরবারে দো'আ করছি, আমার জীবদ্দশাতেই তাকে ধ্বংস করো। তবে মানুষের হাতে নয়; বরং মহামারী, ডায়রিয়া প্রভৃতি ধ্বংসকারী রোগ-ব্যাধি সমূহের মাধ্যমে। শুধু এক্ষেত্রে ব্যতীত যে, তিনি প্রকাশ্যে আমার ও আমার জামা'আতের সামনে ঐ সকল গালিগালাজ ও অশ্লীল ভাষা থেকে তওবা করবেন গুরুদায়িত্ব মনে করে, যেগুলি দ্বারা তিনি আমাকে সর্বদা কষ্ট দিয়ে থাকেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

আমি তার নিকট থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছি এবং ধৈর্যধারণ করে গেছি। কিন্তু এখন দেখছি, তার অশ্লীল ভাষা সীমা অতিক্রম করে গেছে। তিনি আমাকে ঐ সকল চোর ও ডাকাতদের চেয়েও অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে করেন যাদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তিনি ঐ সকল মিথ্যা অপবাদ ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না'[১৭] শীর্ষক আয়াতের

১৫. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৯১।*
১৬. *সূরা ইউনুস ৫৩।*
১৭. *সূরা বনী ইসরাঈল ৩৬।*

উপরেও আমল করেননি এবং গোটা পৃথিবীর চেয়ে আমাকে নিকৃষ্ট মনে করেছেন। তিনি দূর-দূরান্তের দেশগুলিতে পর্যন্ত আমার সম্পর্কে এটা প্রচার করেছেন যে, এই ব্যক্তি আসলেই অশান্তি সৃষ্টিকারী, প্রতারক, মিথ্যার বেসাতী, মিথ্যুক, মিথ্যা অপবাদ দানকারী এবং অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির মানুষ।

যদি এ ধরনের শব্দগুলি সত্যানুসন্ধানীদের উপরে খারাপ প্রভাব না ফেলত তাহলে আমি এসব অপবাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতাম। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, মৌলভী ছানাউল্লাহ এ অপবাদগুলির মাধ্যমে আমার সিলসিলাকে ধ্বংস করতে চান এবং ঐ বিল্ডিংকে ধ্বংস করতে চান, যা তুমি হে আমার প্রভু ও আমার প্রেরক নিজ হাতে নির্মাণ করেছ। এজন্য আমি এখন তোমারই পবিত্রতা ও রহমতের আঁচল ধরে তোমার দরবারে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছি যে, আমার ও ছানাউল্লাহ্র মাঝে সঠিক ফায়ছালা করে দাও এবং যে তোমার দৃষ্টিতে প্রকৃত অশান্তি সৃষ্টিকারী এবং মিথ্যাবাদী, তাকে সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও অথবা মৃত্যুতুল্য অন্য কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত করো। হে আমার প্রিয় মালিক! তুমি এমনটাই করো। আমীন! ছুম্মা আমীন!

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ-

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি যথার্থ ফায়ছালা করে দাও। আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী’।[১৮] আমীন!

পরিশেষে মৌলভী ছাহেবের নিকট আবেদন হ’ল, এই পুরা ইশতেহারটি তিনি যেন তার পত্রিকায় ছেপে দেন এবং যা চান এর নিচে লিখে দেন। এখন ফায়ছালা আল্লাহ্র হাতে।

লেখক : আব্দুল্লাহ আছ-ছমাদ মির্যা গোলাম আহমাদ প্রতিশ্রুত মাসীহ, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং শক্তিশালী করুন। ১৫ই এপ্রিল ১৯০৭ মোতাবেক ১লা রবীউল আউয়াল ১৩২৫ হিঃ।[১৯]

ভণ্ড নবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মৃত্যু :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সাথে মুবাহালা করার পর থেকেই মির্যা গোলাম আহমাদ মৃত্যুর আতঙ্কে ভুগছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে রচিত একটি কবিতায় তিনি এই আশংকা ব্যক্ত করে লিখেছিলেন-

ہنستا ہے میرے حال پہ ظالم ابو الوفا
ڈرتا ہوں میں کہیں یہ قضا کي ہنسی نہ ہو

‘যালেম আবুল অফা (অমৃতসরী) আমার অবস্থা দেখে হাসছেন। আমার ভয় হচ্ছে এই হাসি যেন আমার ভাগ্যে লিখিত মৃত্যুর হাসি না হয়’।

অবশেষে তার আশংকাই সত্যে পরিণত হ’ল। অমৃতসরীর সাথে মুবাহালার ১৩ মাস ১০ দিন পরে ১৯০৮ সালের ২৫শে মে রাতে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২৬শে মে সকাল সাড়ে ১০-টায় লাহোরের আহমদিয়া বিল্ডিংয়ে তিনি মারা যান। মৃত্যুর সময়ে তার মুখ দিয়ে পায়খানা বের হচ্ছিল। অতঃপর দাফনের উদ্দেশ্যে লাশ কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়ার পথে লাহোরের আহমাদিয়া বিল্ডিং থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত গোলাম আহমাদের লাশের উপর ময়লা-আবর্জনা ও পায়খানা এমনভাবে বর্ষিত হয় যে, অনেক কষ্টে লাশ স্টেশনে পৌঁছে। তার সমর্থক ও বিরোধী সবাই এ লাঞ্ছনাকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। ১৯০৮ সালের ২৭শে মে মির্যাকে কাদিয়ানে (তার নিজের নামকরণকৃত) ‘বেহেশতী মাক্ববারাহ’ বা জান্নাতী কবরস্থানে (?) দাফন করা হয়। এরপর হাকীম নূরুদ্দীন তার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন। অপরদিকে মাওলানা ছানাউল্লা অমৃতসরী মুবাহালা ঘোষণার ৪০ বছর ১১ মাস পরে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই ভণ্ড নবী গোলাম আহমাদের নিকৃষ্ট মৃত্যু হয়। আল্লাহ যুগে যুগে ভণ্ড নবীদেরকে এভাবেই নাস্তানাবুদ করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন।[২০] উল্লেখ্য যে, ১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী মির্যা গোলাম আহমাদ নিজেকে ‘প্রতিশ্রুত মাসীহ’, ১৮৯৪ সালের ১৭ই মার্চ ‘ইমাম মাহদী’ এবং ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ নবী ও রাসূল দাবী করেন।[২১]

অমৃতসরীর জীবদ্দশায় আল্লামা রশীদ রিযা মিসরী লিখেছিলেন,

وقد تباهل هو مع القادياني نفسه على أن الكذاب منهما في دعوته يموت قبل الآخر، فمات القادياني في الكنيف شر ميتة، ولا زال ثناء الله حيّا قائما على المبطلين يناظرهم ويكسر شوكتهم، ‘তিনি (অমৃতসরী) স্বয়ং (গোলাম আহমাদ) কাদিয়ানীর সাথে এ মর্মে মুবাহালা করেছিলেন যে, তাদের দু’জনের মধ্যে যে তার দাবীতে মিথ্যাবাদী তিনি অন্যজনের পূর্বে মারা যাবেন। অতঃপর কাদিয়ানী টয়লেটে নিকৃষ্ট মৃত্যুবরণ করেন। আর ছানাউল্লাহ বহাল তবিয়তে জীবিত থেকে বাতিলপন্থীদের সাথে বিতর্ক করে তাদের প্রতিপত্তিকে নস্যাৎ করে দিতে থাকেন’।[২২]

মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) লিখেছেন,

وقد تحداه المرزا غلام أحمد القادياني عام ست وعشرين وثلاثمائة وألف بأن من يكون كاذباً منهما ويكون على

১৮. *সূরা আ’রাফ ৭/৮৯।*
১৯. *মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, ফায়ছালায়ে মির্যা, রাসাইলে ছানাইয়াহ (লাহোর : মাকতাবা মুহাম্মাদিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০১১), পৃঃ ৪৭০-৪৭২; ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়াত ৮/২০০-২০২।*
২০. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১৩১৯; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৯৫-৯৭; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫১-২৫৪; ইহসান ইলাহী যহীর, আল-কাদিয়ানিইয়াহ দিরাসাতুন ওয়া তাহলীল (রিয়াদ : কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খ্রি.), পৃঃ ১৫৭-১৫৯; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ‘খতমে নবুওয়াত’, মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর’৯৯, পৃঃ ১২।*
২১. *কাদিয়ানিয়াত আপনে আয়েনা মেঁ, পৃঃ ৩৯-৫২।*
২২. *আল-মানার, মিসর, ডিসেম্বর ১৯৩৩, পৃঃ ৬৩৯।*

باطل يسبق صاحبه إلى الموت ويسلط الله عليه داء مثل الهيضة والطاعون، وقد ابتلي المرزا بهذا الداء بعد مدة قليلة ومات، أما الشيخ ثناء الله فقد عاش بعد هذا أربعين سنة–

'মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ১৩২৬ হিজরীতে তাঁকে (অমৃতসরী) চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, তাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী এবং বাতিলের উপরে প্রতিষ্ঠিত তিনি অন্যের আগে মৃত্যুবরণ করবেন এবং আল্লাহ ডায়রিয়া, মহামারী জাতীয় রোগ তার উপরে চাপিয়ে দিবেন। অল্প কিছুদিন পরেই মির্যা এই রোগে আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। পক্ষান্তরে শায়খ ছানাউল্লাহ এর পরে ৪০ বছর জীবিত ছিলেন'।[২৩]

সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী (রহঃ) বলেন, 'এটা ঐ সময়ের কথা যখন মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর দাবী সমূহের কারণে পাঞ্জাবে ফিৎনা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি মির্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং সেই সময় থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত এই আন্দোলন এবং এর ইমামের খণ্ডনে পুরা সময় ব্যয় করেছিলেন। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে মুবাহালা হয়েছিল। যার ফলাফল এটা হয়েছিল যে, সত্যবাদীর সামনে মিথ্যাবাদী মৃত্যুবরণ করেছিল'।[২৪]

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) বলেন,

وفعلا قبلت دعوته هذه، وقضى بينه وبين ثناء الله بالحق، وبعد ثلاثة عشر شهرًا وعشرة أيام بالضبط جاءه قضاء الله وقدره بصورة بشعة كان يتمناها للشيخ الجليل ثناء الله، نعم بنفس الصورة وبنفس المرض الذى نص عليه هو؟ بالكوليرا،

'বাস্তবিকই তার এই দো'আ কবুল হয়েছিল। তার ও ছানাউল্লাহ্র মাঝে সত্য ফায়ছালা করা হয়েছিল। মুবাহালার ঠিক ১৩ মাস ১০ দিন পরে বীভৎস রূপে তার নিকট আল্লাহ্র ফায়ছালা ও নিয়তি চলে এসেছিল। যা তিনি মহান শায়খ ছানাউল্লাহ্র জন্য কামনা করতেন। হ্যাঁ, তিনি ঠিক যেভাবে লিখেছিলেন ঠিক সেই রূপে ও সেই ব্যাধি কলেরাতে'।[২৫]

মির্যা গোলাম আহমাদের মৃত্যুর পর কাদিয়ানীদের সাথে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর বাহাছ-মুনাযারা :

মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর জীবদ্দশায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও কাদিয়ানীদের মাঝে সরাসরি যেসব টক্কর হয়েছে তার মধ্যে দু'টি ঘটনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ১. অমৃতসর যেলার 'মুদ' নামক গ্রামের মুনাযারা এবং ২. মির্যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাহাছ করার জন্য অমৃতসরীর কাদিয়ানে আগমন। দ্বিতীয় ঘটনার পর মির্যা এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, এরপর তিনি যেমন নিজে ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর মুখোমুখি হওয়ার দুঃসাহস দেখাননি, তেমনি তার কোন মুরীদকেও এর অনুমতি দেননি। তবে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সময় তার ধোঁকাবাজ মুরীদ ও শিষ্যদের সাথে অমৃতসরীর বহু বাহাছ ও মুনাযারা হয়েছে। মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরীর গবেষণা মতে, মির্যার মৃত্যুর পর মাওলানা অমৃতসরী ও কাদিয়ানী অনুসারীদের মধ্যে মুনশী কাসেম আলী কাদিয়ানীর সাথে রামপুরে সর্বপ্রথম মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়।[২৬] নিম্নে কাদিয়ানীদের সাথে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মুনাযারার বিবরণ উপস্থাপিত হ'ল-

১. রামপুরের মুনাযারা (জুন ১৯০৯) :

রামপুরের (ইউপি) নওয়াব মুহাম্মাদ হামিদ আলী খান-এর দরবারে কর্মরত মুনশী যুলফিকার আলী কাদিয়ানী মতবাদে দীক্ষিত হন। তাঁর চাচাতো ভাই হাফেয আহমাদুল্লাহ কাদিয়ানীদের কঠিন বিরোধী ছিলেন। নওয়াবের সামনেই দু'ভায়ের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হত। অনেক সময় নওয়াব ছাহেব নিজেই তা আগ্রহভরে শুনতেন। যখন দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করল তখন নওয়াব ছাহেব তাদেরকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের ভাল ভাল আলেমগণকে ডেকে নিয়ে এসে আমার সামনে মুনাযারা করাও। মুনাযারার যাবতীয় খরচ আমি বহন করব'। তাঁর কথামতো মুনাযারার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন মাযহাব ও মাসলাকের শতাধিক আলেমকে দাওয়াত দেওয়া হ'ল। শী'আ-সুন্নী উভয় ঘরানার আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ জুব্বা ও পাগড়ি পরে হাযির হলেন। সবার সম্মতিক্রমে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী মুসলমানদের পক্ষে মুনাযির হিসাবে নির্বাচিত হলেন। আর কাদিয়ানী পক্ষ থেকে গোলাম আহমাদের খাছ মুরীদ ও খলীফা নূরুদ্দীনের ডান হাত হিসাবে পরিচিত মৌলভী মুহাম্মাদ আহসান আমরূহী মুনাযির নির্বাচিত হলেন। মুসলমানদের প্রস্তাব ছিল, 'মির্যার সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা' এ বিষয়ে বাহাছ হোক। কিন্তু কাদিয়ানীদের জোরাজুরির কারণে নওয়াব ছাহেব নির্দেশ দিলেন, প্রথমে 'মাসীহ-এর জীবন ও মৃত্যু' বিষয়ে বাহাছ হোক। তারপর অন্য বিষয়ে বাহাছ হবে।

১৯০৯ সালের ১৫, ১৬ ও ১৯শে জুন মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন মৌলভী আহমাদ আহসান স্টেজে আসেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর আসার হিম্মত হয়নি। বাকী দিনগুলিতে মৌলভী কাসেম আলী তার প্রতিনিধিত্ব করেন। নওয়াব ছাহেবের অসুস্থতার কারণে ১৭ তারিখ এবং কাদিয়ানী নেতা বিনা অনুমতিতে মুরাদাবাদ চলে যাওয়ার কারণে ১৮ তারিখ এই দু'দিন মুনাযারা হয়নি। ১৫ ও ১৬ই জুন 'মাসীহ-এর জীবন ও মৃত্যু' বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হওয়ার কারণে ১৯শে জুন নওয়াব ছাহেব 'মির্যার সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা' বিষয়ে বাহাছ করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাদিয়ানীরা কোনভাবেই এতে রাযী হননি। ২০শে জুন তারা মুনাযারা ময়দানে হাযির না হয়ে নওয়াবের অনুমতি ছাড়াই রামপুর থেকে পলায়ন করেন।

---

২৩. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।*
২৪. *সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী, ইয়াদে রফতেগাঁ (করাচী : মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, ২০০৩), পৃঃ ৩৭০।*
২৫. *আল-কাদিয়ানিইয়াহ* দিরাসাতুন ওয়া তাহলীল, পৃঃ ১৫৭।
২৬. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১০৫।*

নওয়াব ছাহেব নিজে শী'আ হলেও মাওলানা অমৃতসরীর জোরালো আলোচনা, দ্রুত উত্তর প্রদান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ইস্তিদলালী পদ্ধতি ও গাম্ভীর্য দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হন যে, তিনি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন ও অভিনন্দন জানাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। মুনাযারা চলাকালে নওয়াব ছাহেব মন্ত্রমুগ্ধের মতো অমৃতসরীর বক্তব্য শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পিঠ চাপড়ে তাঁকে সাবাশ দিচ্ছিলেন।

২২শে জুন ভারতের বড় বড় আলেম-ওলামা মুনাযারার রায় লিখেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে অমৃতসরীকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।[২৭] রামপুরের নওয়াব এ উপলক্ষ্যে তাঁকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'রামপুরে কাদিয়ানীদের সাথে মুনাযারার সময় মৌলভী আবুল অফা মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ ছাহেবের আলোচনা আমি শুনেছি। মৌলভী ছাহেব অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী। তাঁর বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি উপস্থিত আলোচনা করেন। তিনি তাঁর আলোচনায় যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন সেটি দলীলসহ প্রমাণ করেছেন। আমি তাঁর আলোচনায় প্রীত ও আনন্দিত হয়েছি'।[২৮]

[চলবে]

---

২৭. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১০৫-১০৭; সীরাতে ছানাই, পৃঃ ৩৯৭-৩৯৮। গৃহীত : সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ২রা জুলাই ১৯০৯।*

২৮. *নূরে তাওহীদ, পৃঃ ৪৫।*

(সংগঠন সংবাদের বাকী অংশ)

নাছিরাবাদ টেকপাড়া, দাসেরকান্দি ও বাবুর জায়গা এলাকায় বন্যা দুর্গত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ অলী হাসান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মদ আব্দুর রায্যাক, সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। উল্লেখ্য, ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সকাল ৮-টা থেকে শুরু হয়ে আছরের ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত চলে।

মৃত্যু সংবাদ

১. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাবেক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (৫৭) গত ২১শে জুলাই রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১-টায় হৃদরোগে (হার্ট এ্যাটাক) আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৩ ছেলেসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বাদ যোহর চারঘাট থানার মেরামতপুর আহলেহাদীছ ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। তার অছিয়ত অনুযায়ী জানাযায় ইমামতি করেন গোপালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা নাযিমুদ্দীন। জানাযা শেষে তাকে মেরামতপুর আহলেহাদীছ গোরস্থানে দাফন করা। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা উপযেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার মোহনপুর উপযেলার সাবেক উপদেষ্টা ও ধুরইল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাবেক অর্থ সম্পাদক এবং বাহরাইনের আল-ফোরক্বান ইসলামিক সেন্টারের দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানীর পিতা মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন (৬৮) গত ১৬ই আগস্ট রবিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১-টায় হৃদরোগে (হার্ট এ্যাটাক) আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বেলা সাড়ে ১১-টায় পিয়ারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী, যুবসংঘ- কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, হাফাবা গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দুররুল হুদা সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

৩. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মেহেরপুর যেলা সংগঠনের উপদেষ্টা এবং কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুযযামান-এর পিতা মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইন শেখ (৮১) গত ১৬ই আগস্ট রবিবার বিকাল সাড়ে ৫-টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্রসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন দিবাগত রাত আড়াইটায় হাড়াভাঙ্গা আহলেহাদীছ গোরস্থান সংলগ্ন ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার পৌত্র ও যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক তরীকুযযামানের কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ তানভীরুয্যামান (১৮)। জানাযা শেষে তাকে হাড়াভাঙ্গা আহলেহাদীছ গোরস্থানে দাফন করা। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, হাড়াভাঙ্গা ফাযিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল আব্দুর রাযযাক, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকুব আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

হারামাইন প্রাঙ্গনের শীতলতার রহস্য

-আত-তাহরীক ডেস্ক

যারা হজ্জ বা ওমরা করতে গেছেন তারা নিশ্চয়ই একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে, চামড়া পোড়ানো সেই তীব্র গরমে ও খোলা আকাশে কড়া রোদের নীচে কা'বা ঘরের চারপাশে তাওয়াফ স্থলের মেঝেতে কিন্তু পা পুড়ে যায় না। বরং বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। এর পেছনে রহস্য কি?

যিনি এই মহান কাজের কারিগর ও উদ্যোক্তা তিনি হ'লেন মিসরীয় ইঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেক্ট ড. মুহাম্মাদ কামাল ইসমাঈল (১৯০৮-২০০৮)। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই যিনি পসন্দ করতেন। ২০০৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যাঁকে 'উসতাযুল আজয়াল' তথা প্রজন্ম সমূহের শিক্ষক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

মিসরীয় ইতিহাসে তিনিই ছিলেন প্রথম সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র, যিনি মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে 'রয়েল স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং'-এ ভর্তি এবং গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন! ইউরোপে পাঠানো ছাত্রদের মধ্যেও তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ইসলামী আর্কিটেকচারের ওপর আলাদা বিষয়ে ৩টি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনকারী প্রথম মিসরীয় ইঞ্জিনিয়ারও তিনিই।

ইনিই হ'লেন সেই প্রথম ইঞ্জিনিয়ার যিনি হারামাইন (মক্কা-মদীনা) সম্প্রসারণ প্রজেক্টের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। ড. কামাল ইসমাঈল হারামাইনের নকশা বা আর্কিটেক-চারাল তত্ত্বাবধায়নের জন্য বাদশাহ ফাহাদ এবং বিন লাদেন গ্রুপ-এর সুফারিশ থাকা সত্ত্বেও কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান! মোটা অংকের চেক তিনি ফিরিয়ে দেন। কাজের প্রতি তার সততা এবং আন্তরিকতা ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি তাঁর কাজে কাউকে তোষামোদ করতেন না। এমনকি খোদ সঊদী বাদশাহকেও না। এজন্য তিনি খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ, বাদশাহ আব্দুল্লাহ সহ সকলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন ছিলেন।

তাঁকে কয়েক মিলিয়নের চেক প্রদান করা হ'লে তিনি ইঞ্জিনিয়ার বাকার বিন লাদেন (বিন লাদেন কোম্পানির অংশীদার) কে বলেন, 'হারামাইন শরীফাইনের কাজের জন্য আমি পারিশ্রমিক নেব? তাহ'লে আমি ক্বিয়ামতের দিন কি করে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াব? কা'বার প্রতি তার ভালোবাসা ছিল এমনই নিখাদ ও অকৃত্রিম।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৪৪ বছর বয়সে বিয়ে করেন। তার স্ত্রী সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। এরপর তিনি আর বিয়ে করেননি। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পুরোটা জীবন তিনি আল্লাহ্র ইবাদতে নিরিবিলি কাটিয়েছেন। তিনি ১০০ বছর বেঁচেছিলেন। অর্থ-বিত্ত, খ্যাতি, মিডিয়ার লাইম লাইট থেকে দূরে সরে থেকে পুরো সময় তিনি দুই মসজিদের সেবায় ব্যয় করেন।

তিনি প্রথমত চেয়েছিলেন সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে মসজিদুল হারামের মেঝে তওয়াফকারীদের জন্য ঢেকে দিতে (আগে কংকরময় ছিল, মুযদালিফার মত)। বিশেষত এমন মার্বেল দিয়ে যার তাপ শোষণ ক্ষমতা আছে। এই বিশেষ ধরনের মার্বেল তখনকার সময়ে সহজলভ্য ছিল না। এ ধরনের মার্বেল পুরো পৃথিবীতে কেবলমাত্র গ্রীসের একটি ছোট পাহাড়ে ছিল। এ মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি গ্রীসে গেলেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে মার্বেল কেনার কন্ট্রাক্ট সাইন করলেন।

ড. কামাল ইসমাঈল গ্রীসে কাজ শেষে মক্কা ফিরে গেলেন এবং সাদা মার্বেলের মজুদও চলে এল। যথা সময়ে মসজিদে হারামের মেঝের বিশেষ নকশায় সাদা মার্বেলের কাজ সম্পন্ন হ'ল।

১৫ বছর পর সঊদী সরকার ড. কামালকে ডেকে মসজিদে নববীর চারদিকের চত্বরও একইভাবে সাদা মার্বেল দিয়ে ঢেকে দিতে অনুরোধ জানালেন। যেমনটি তিনি মাতাফে করেছিলেন।

ড. কামাল বলেন, 'যখন আমাকে মসজিদে নববীর প্রশস্ত চত্বরের মেঝেতেও একই মার্বেল ব্যবহার করে আচ্ছাদিত করে দিতে বলা হ'ল, তখন আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম! কারণ ঐ বিশেষ ধরনের মার্বেল গোটা পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না কেবলমাত্র গ্রীসের একটি ছোট অঞ্চল ছাড়া। তাদের যতটুকু ছিল তার অর্ধেক তো আমি ইতিমধ্যেই কিনে ফেলেছিলাম! অবশিষ্ট যা ছিল সেটা মসজিদে নববীর প্রশস্ত চত্বরের চাহিদার তুলনায় অল্প!

তিনি আবার গ্রীস গেলেন। সেই একই কোম্পানির সি.ই.ও এর সাথে দেখা করে জানতে চাইলেন, ঐ পাহাড়ের আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে? সি.ই.ও তাকে জানালেন, ১৫ বছর আগে তিনি কেনার পরপরই পাহাড়ের বাকি মার্বেলটুকুও বিক্রি হয়ে যায়! শুনে তিনি এতটাই বিমর্ষ হ'লেন যে, তার কফি পর্যন্ত শেষ করতে পারলেন না! সিদ্ধান্ত নিলেন পরের ফ্লাইটেই মক্কা ফিরে যাবেন। অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কোন কারণ ছাড়াই অফিস সেক্রেটারির কাছে জিজ্ঞেস করলেন, বাকী মার্বেল কে ক্রয় করেছে? সেক্রেটারী বললেন, অনেক বছর হয়ে গেল। ক্রেতার নাম খুঁজে বের করাতো বেশ কঠিন। তখন আমি তাকে বললাম, আমি আরো একদিন গ্রীসে অবস্থান করব। সুতরাং আপনাকে ক্রেতার নাম খোঁজার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। একথা বলে তিনি তাঁকে তাঁর হোটেলের টেলিফোন নম্বর দিয়ে চিন্তিত ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। আসার সময় তিনি ভাবলেন, কে কিনেছে তা জেনেই বা আমার লাভ কি? স্বগোক্তি করলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ভাল কিছুই রেখেছেন।

পরদিন এয়ারপোর্টে রওনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে কোম্পানির সেক্রেটারী ফোনে জানালেন, সেই ক্রেতার নাম-ঠিকানা পাওয়া গেছে। কামাল ধীর গতিতে অফিসের দিকে এগোতে এগোতে ভাবলেন, এই ঠিকানা কি আসলে আমার কোন কাজে আসবে? মাঝে যখন এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে...। অফিসে পৌঁছলে সেক্রেটারী তাঁর হাতে ক্রেতার নাম-ঠিকানা দিলেন। ঠিকানা হাতে পেয়ে তাঁর হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল যখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে, বাকী মার্বেলের ক্রেতা একটি সঊদী কোম্পানী!

ড. কামাল সেদিনই সঊদী আরবে ফিরে গেলেন। পৌঁছেই তিনি কোম্পানির মহাপরিচালকের সাথে দেখা করলেন এবং জানতে চাইলেন, অনেক বছর আগে গ্রীস থেকে ক্রয় করে আনা মার্বেলগুলো দিয়ে তিনি কি করেছেন? তিনি কিছুই মনে করতে পারলেন না। কোম্পানির স্টোর রুমের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাঁকে বললেন। তিনি তাদের কাছে জানতে চাইলেন, যে সাদা মার্বেলগুলো গ্রীস থেকে আনা হয়েছিল সেগুলো দিয়ে কি করা হয়েছে? তারা জানাল, সেই সাদা মার্বেল পুরোটাই স্টকে আছে, কোথাও ব্যবহার করা হয়নি!

আনন্দে ড. কামাল শিশুর মত ফোঁপাতে শুরু করলেন। কান্নার কারণ জানতে চাইলে পুরো গল্পটি তিনি কোম্পানির মালিককে শোনালেন। ড. কামাল তাকে একটি বাংক চেক দিয়ে তাঁর ইচ্ছামত অংক বসিয়ে নিতে বললেন। কোম্পানির মালিক যখন জানলেন এই সাদা মার্বেল মসজিদে নববীর জন্য নেয়া হচ্ছে তখন তিনি এক দিরহামও নিতে সম্মত হ'লেন না!

কোম্পানীর মালিক বললেন, আল্লাহ্র কসম যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, আমার কাছে মজুদ সমুদয় মার্বেল আল্লাহ্র পথে দান করে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়ে এটা কিনিয়েছিলেন এবং তিনিই আমাকে এটার কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন! কারণ এই মার্বেল রাসূলের মসজিদের উদ্দেশ্যেই এসেছে।

সূত্র : *মিসরীয় ভূতত্ত্ববিদ ড. যগলূল আন-নাজ্জারের ফেসবুক পেজ (www.facebook.com/ZaghloolNajjar/posts/859330551171297) থেকে গৃহীত।*

অমর বাণী

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. হাসান বাছরী (রহঃ) যুবকদেরকে প্রায়ই বলতেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب، عَلَيْكُمْ بِالْآخِرَةِ فَاطْلُبُوْهَا؛ فَكَثِيرًا رَأَيْنَا مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ فَأَدْرَكَهَا مَعَ الدُّنْيَا، وَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا طَلَبَ الدُّنْيَا فَأَدْرَكَ الْآخِرَةَ مَعَ الدُّنْيَا 'হে যুব সমাজ! তোমরা আখেরাতের সন্ধানে নিয়োজিত থাকবে। কেননা অধিকাংশ সময় আমি দেখেছি, যে আখেরাতের জীবন প্রত্যাশা করে, সে আখেরাত তো অর্জন করেই, পাশাপাশি পার্থিব কল্যাণও লাভ করে। কিন্তু আমি কখনো এমন কাউকে দেখিনি, যে দুনিয়াবী জীবন অন্বেষণ করেছে এবং দুনিয়ার সাথে আখেরাতের কল্যাণও হাছিল করতে পেরেছে'।[১]

২. ইমাম মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন, اَلْحِرْصُ وَالشُّحُّ أَصْلٌ لِكُلِّ ذَمٍّ، وَسَبَبٌ لِكُلِّ لُؤْمٍ؛ لِأَنَّ الشُّحَّ يَمْنَعُ مِنْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ، وَيَبْعَثُ عَلَى الْقَطِيعَةِ وَالْعُقُوقِ 'লোভ ও কৃপণতা সকল নিন্দা ও নীচতার মূল কারণ। কেননা কৃপণতা মানুষকে বান্দার হক আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং সম্পর্কচ্ছেদ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার প্রতি উৎসাহিত করে'।[২]

৩. ইয়াহ্ইয়া ইবনু মু'আয (রহঃ) বলেন, مَا فِي الْقَلْبِ لِلْأَسْخِيَاءِ إِلَّا حُبٌّ؛ وَلَوْ كَانُوْا فُجَّارًا، وَلِلْبُخَلَاءِ إِلاَّ بُغْضٌ؛ وَلَوْ كَانُوْا أَبْرَارًا 'দানশীল ব্যক্তিরা পাপী হ'লেও মানুষের হৃদয়ে তাদের জন্য ভালোবাসা জাগরুক থাকে। আর কৃপণ ব্যক্তিরা সৎকর্মশীল হ'লেও মানুষের হৃদয়ে তাদের জন্য ঘৃণা বৈ অন্য কিছুই থাকে না'।[৩]

৪. আবূ হাতেম (রহঃ) বলেন, الحَسَدُ مِنْ أَخْلَاقِ اللِّئَامِ، وَتَرْكُهُ مِنْ أَفْعَالِ الْكِرَامِ، وَلِكُلِّ حَرِيْقٍ مُطْفِئٌ، وَنَارُ الْحَسَدِ لَا تُطْفَأ 'হিংসা করা নিকৃষ্ট লোকদের চরিত্র। আর হিংসা পরিত্যাগ করা মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অন্যতম স্বভাব। প্রত্যেক আগুন নেভানোর ব্যবস্থা থাকলেও হিংসার আগুন নির্বাপিত করা যায় না'।[৪]

৫. আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু মুনাযিল (রহঃ) বলেন, لَمْ يُضَيِّعْ أَحَدٌ فَرِيضَةً مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا ابْتَلَاهُ اللهُ بِتَضْيِيعِ السُّنَنِ، وَلَمْ يُبْتَلَ بِتَضْيِيعِ السُّنَنِ أَحَدٌ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُبْتَلَى بِالْبِدَعِ 'যখনই কেউ কোন একটি ফরয ইবাদত নষ্ট করে, তখন আল্লাহ তাকে সুন্নাত বিনষ্ট করার পরীক্ষায় ফেলেন। আর যখন কেউ সুন্নাত বিনষ্ট করার পরীক্ষায় পড়ে, তখন সে বিদ'আতে নিমজ্জিত হওয়ার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়'।[৫]

৬. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, السَّعَادَةُ بِثَلَاث: شُكْرُ النِّعْمَةِ، وَالصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ، وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ 'সৌভাগ্যের সোপান তিনটি। (১) আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা (২) বিপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং (৩) পাপ থেকে তওবা করা'।[৬]

৭. শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, الدِّيْنُ لَيْسَ بِالْعَقْلِ وَلاَ بِالْعَاطِفَةِ، إِنَّمَا بِاتِّبَاعِ أَحْكَامِ اللهِ فِيْ كِتَابِهِ، وَأَحْكَامِ رَسُوْلِهِ فِي سُنَّتِهِ وَفِي حَدِيْثِهِ 'বিবেক ও আবেগ দিয়ে কখনো দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় না; বরং আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত নীতিমালার পূর্ণ অনুকরণ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ ও সুন্নাতে সঞ্চিত বিধি-বিধানের অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল তা প্রতিষ্ঠিত হয়'।[৭]

৮. ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِطَرِيقِ الْحَقِّ، وَلَا تَسْتَوْحِشْ لِقِلَّةِ السَّالِكِينَ، وَإِيَّاكَ وَطَرِيقَ الْبَاطِلِ، وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ 'তুমি অবশ্যই হকের পথে চলবে। এই পথের অনুসারীদের স্বল্পতা দেখে কখনো ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। আর বাতিল পথের ব্যাপারে সাবধান থেকো। সে পথের ধ্বংসশীল পথিকদের আধিক্য দেখে কখনো প্রতারিত হবে না'।[৮]

৯. জনৈক বিদ্বান বলেন, أَرْبَعَةٌ طَلَبْنَاهَا فَأَخْطَأَنَا طُرُقَهَا: طَلَبْنَا الْغِنَى فِي الْمَالِ، فَإِذَا هُوَ فِي الْقَنَاعَةِ، وَطَلَبْنَا الرَّاحَةَ فِي الْكَثْرَةِ فَإِذَا هِيَ فِي الْقِلَّةِ، وَطَلَبْنَا الْكَرَامَةَ فِي الْخُلُقِ، فَإِذَا هِيَ فِي التَّقْوَى، وَطَلَبْنَا النِّعْمَةَ فِي الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ، فَإِذَا هِيَ فِي السَّتْرِ وَالْإِسْلَامِ 'আমি চারটি বিষয় অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু সেগুলো ভুল পন্থায় হাছিল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। (১) আমি সম্পদের মাঝে প্রাচুর্য অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু তা খুঁজে পেয়েছি অল্পে তুষ্টির মাঝে। (২) আমি সুখ-শান্তি তালাশ করেছি আধিক্যের মাঝে, কিন্তু স্বল্পতার মধ্যেই তা পেয়েছি। (৩) আমি নৈতিকতার মাঝে মান-মর্যাদা অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু তাক্বওয়ার মাঝে সেটা লাভ করেছি। (৪) খানাপিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের মাঝে নে'মতের খোঁজ করেছি, কিন্তু তা পেয়েছি আমার দোষ-ত্রুটি গোপন থাকা ও ইসলামের মাঝে'।[৯]

---

* এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃঃ ৬৫।*
২. *আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ্দুনয়া, পৃ. ২২৪।*
৩. *এহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/২৫৬।*
৪. *আবূ হাতেম বুস্তী, রাওযাতুল উক্বালা, পৃ: ১৩৪।*
৫. *আল-ই'তিছাম, পৃ: ১৩০।*
৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব, পৃ: ৫।*
৭. *সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, পৃঃ ৫৩০।*
৮. *মাদারিজুস সালেকীন ১/৪৬; আল ই'তিছাম, পৃঃ ১১২।*
৯. *আবু লায়ছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃঃ ২৪৫।*

কেন মাতৃদুগ্ধ যরূরী

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের শিশুরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রণব কুমার চৌধুরী বলেন, নবজাতকের জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই, বিকল্প নেই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশেও। মায়ের দুধের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে বিশ্বজুড়ে পালিত হয় 'মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'। ১ থেকে ৭ আগস্ট মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য 'স্বাস্থ্যকর ধরিত্রীর জন্য মায়ের দুধকে সমর্থন করুন'।

যেকোন মা-ই সফলভাবে দুধ পান করাতে সক্ষম। কিন্তু নানা কারণে সব শিশু এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং বা ছয় মাস অবধি কেবল মাতৃদুগ্ধ পানের সুযোগ লাভে ব্যর্থ হয়। মাতৃদুগ্ধ পান বা ব্রেস্ট ফিডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সবাই বুঝতে পারলে এ বিষয়ে সবার সচেতনতা বাড়বে। সেজন্য চাই সচেতনতা ও সংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা। জেনে নেওয়া যাক শিশুর বিকাশে মাতৃদুগ্ধ কেন যরূরী?

১. শালদুধ বা কলোস্ট্রাম হলুদাভ ঘন তরল, যা গর্ভাবস্থার শেষ দিক থেকেই স্তন থেকে নিঃসৃত হ'তে শুরু করে। এটি নবজাতকের শ্রেষ্ঠ খাবার। ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুকে মায়ের বুকে তুলে দিতে হবে এই দুধ খাওয়ানোর জন্য। নবজাতককে পানি, মিছরিমিশ্রিত পানি বা মধু এসব কিছুই দিবেন না। প্রথমেই দিবেন এই শালদুধ।

২. জন্মের পর থেকে ছয় মাস পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর পর্যাপ্ত পুষ্টি চাহিদা মেটাতে সক্ষম। আর কোন খাবারের প্রয়োজন নেই, এমনকি আলাদা পানিও না। ছয় মাস থেকে অন্যান্য খাবার একটু একটু করে ধাপে ধাপে শুরু হবে কিন্তু মাতৃদুগ্ধ পান চালিয়ে যেতে পারবেন একেবারে দুই বছর বয়স পর্যন্ত।

৩. প্রি-ম্যাচিউর, অসুস্থ, সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ বা কম ওযনবিশিষ্ট শিশুকেও মায়ের দুধ অবিলম্বে দিতে হবে। সেই শিশু যদি হাসপাতালে ইনকিউবেটরে বা আইসিইউতে থাকে, তাহ'লেও মা বারবার গিয়ে বা দরকার হ'লে টেনে পাত্রে নিয়ে দুধ দেবেন বা প্রয়োজনে কাপে, চামচে বা নাকের নল দিয়ে পান করাতে হবে।

৪. মায়ের দুধে নানা রকম ইমিউনোগ্লোবিউলিন, অ্যান্টিবডি এবং রোগপ্রতিরোধক থাকে, যা শিশুকে সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়। যেসব শিশু প্রথম ছয় মাস এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং করেনি, তাদেরই নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া প্রভৃতির সংক্রমণ বেশী হয়।

৫. শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণে ও শারীরিক গঠন বৃদ্ধিতে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন, শর্করা ও চর্বির সুসমন্বয় দরকার, তা মায়ের দুধেই আছে। আর বয়স অনুপাতে এর পরিমাণ মাত্রা পরিবর্তিত হয়। তাই মায়ের দুধই আদর্শ ও সুষম খাবার।

৬. শিশুর পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র মায়ের দুধের ভিটামিন, খনিজ ও এনজাইম সম্পূর্ণরূপে শোষণ করতে ও কাজে লাগাতে সক্ষম ও প্রস্তুত। অন্য কোন দুধের হজমের জন্য প্রস্তুত নয়। মায়ের দুধে শিশুর বদহজম বা অ্যালার্জি হওয়ার ঝুঁকি নেই।

৭. মায়ের দুধে থাকা উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে সাহায্য করে এবং এটি ভিটামিন ডি হরমোন তৈরিতে সহায়ক।

৮. মায়ের দুধের ওপর নির্ভরশীল শিশু প্রথম বছরে তিন গুণ ওযন লাভ করে এটা গবেষণালব্ধ সত্য। তাই বুকের দুধে স্বাস্থ্য হয় না, এই ধারণা ভুল। যখন অন্যান্য খাবার শুরু হয়ে যায়, তখনো বুকের দুধ চালিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ নবজাতক ও আরেকটু বড় শিশু বা টডলাররা (১-৩ বছর বয়সী) এ থেকে উপকার পেয়ে থাকে।

৯. শিশুর আকস্মিক মৃত্যু (সিডস), সর্দি-কাশি বা ফ্লু, কান পাকা, হাঁপানি, একজিমা, টাইপ-১ ডায়াবেটিস, দন্তরোগ, স্থূলতা, শিশুদের ক্যানসার এবং পরবর্তী জীবনে মানসিক রোগ প্রভৃতি সমস্যা প্রতিরোধে মাতৃদুগ্ধ পানের উপকারিতা আবিষ্কৃত হয়েছে।

১০. বুকের দুধ পান করানোর ফলে মা-ও নানাভাবে উপকৃত হন। যত বেশী স্তন্যপান করানো হবে, তত দ্রুত জরায়ু সংকুচিত হয়ে আগের অবস্থানে ফিরে আসবে। প্রসব-পরবর্তী রক্তপাত কম হয়, মা দ্রুত আগের ওযনে ফিরে আসতে সক্ষম হন। মায়ের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস থাকলে শর্করা কমে আসে দ্রুত। স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমে।

[সংকলিত]

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

কবিতা

করোনা সন্দেহ

আযীযুল হক সরকার
বিশুবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

সকাল বেলা হঠাৎ করে হাঁচি দিলাম যখন,
পাশে থেকে বউটা ভয়ে লাফিয়ে উঠলো তখন।
দুপুর বেলা হঠাৎ করে গায়ে এলো জ্বর,
বন্ধুরা সব চিৎকার করে বলল এখন সর।
মাথা ব্যথা নিয়ে যখন চলে আসলাম বাড়ি,
বউটা দেখি ব্যাগ নিয়ে চলছে বাপের বাড়ি।
বললাম তারে কোথায় গো যাও কথা বল না,
করোনাতে ধরেছে তোমায় তাও কি বোঝ না!
সন্ধ্যা বেলায় গলা ব্যথায় ভয় পেয়ে যাই আমি,
মনে হ'ল সত্যিই আমি করোনার আসামি।
ডাক্তার যখন রক্ত নিল পুলিশ আসল তখন,
লাল ফিতা সব বেঁধে দিল বাড়ি লকডাউন।
দূরে গেলে আশে পাশে আপন যারা ছিল,
করোনা ভাইরাস এখন আমায় স্বজন চেনাল।
বাড়িতে শুধু মা রয়েছে সবাই গেল চলে,
মাঝে মাঝে কিছু মানুষ মোবাইলে কথা বলে।
মহা বিপদে পাশে শুধু পড়ে রইল মা,
তাইতো বলি মাগো তোমার নেইকো তুলনা।
করোনা তুমি শিখিয়ে দিলে কে আপন কে পর?
মায়ের চাইতে নেইতো আপন বাকী সবাই পর।

ছহীহ আক্বীদা

আশরাফুল ইসলাম
দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্বদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

কুরআন-হাদীছ মতে শুদ্ধ কর আক্বীদা-ঈমান
আক্বীদা শুদ্ধ না হ'লে জাহান্নাম হবে বাসস্থান।
আক্বীদার শাব্দিক অর্থ হ'ল দৃঢ় বিশ্বাস
ছহীহ আক্বীদাতে নবী দিয়েছেন জান্নাতের আশ্বাস।
আক্বীদা বিশুদ্ধ না হ'লে হবে না আমল কবুল,
সর্বাগ্রে তাই আক্বীদা বিশুদ্ধ করাই হ'ল মূল।
কারো বিশ্বাস আল্লাহ্র নাকি নেই কোন আকার!
অথচ নবী বলেন, আল্লাহ জান্নাতে দিবেন দীদার।
আকার না থাকলে কি করে দেখব রহমানকে?
নিরাকার হ'লে তাঁর অস্তিত্ব কি করে থাকে?
নিরাকার আল্লাহকে বিশ্বাস করে হবে না কেউ সফল
ছহীহ আক্বীদা বিনে পরকালে হবে যে বিফল।
আল্লাহ আছেন নাকি সবকিছুতে সবারই মাঝে?
তাই হিন্দুরা সবে প্রণাম করে সকাল-সাঝে।
ছহীহ মুসলিমের হাদীছে বলে আল্লাহ আসমানে,
সূরা ত্ব-হার পাঁচ আয়াত বলে আল্লাহ নন যমীনে।
আল্লাহ আছেন সর্বত্র তাঁর জ্ঞান আর ক্ষমতায়
এ আক্বীদা না থাকলে জাহান্নামে হবে ঠাঁই।
কেউ বলে নবী নন মাটির তিনি যে নূর,
আল্লাহ বলেন, তাকে আমি করেছি মানুষ মাটির।
সুরা কাহাফের শেষ আয়াত বলে নবীও মানুষ
কি করে বল তুমি নবী নূরের, নেই কি তোমার হুঁশ?
যা জান না তা নিয়ে কেন এত আস্ফালন?
অজ্ঞভাবে কথা বলতে নিষেধ করেন আল্লাহ মহান।
নবী নাকি জানেন ভবিষ্যত আর অদৃশ্যের কথা
সূরা আন'আম বলে আল্লাহ্র কাছেই গায়েবের খবর রাখা।
আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ভবিষ্যতের খবর
কেউ বলে মোল্লা আর পীররাও নাকি নয় বেখবর!
শ্রেষ্ঠ মানবই জানেন না, আর পীর আবার কোথা?
পীর-মুরীদ সব মানবসৃষ্টি নয় কুরআন-হাদীছের কথা।

করোনায় মুমিনের করণীয়

মুহাম্মাদ আল-আমীন
কাশিয়াডাঙ্গা, রাজশাহী।

আতঙ্কিত বিশ্ব করোনাকে নিয়ে
সবাই আজ ভীতু করোনার ভয়ে।
মুমিন কভু ভয় করে না
মহামারী করোনার ছোবলকে।
সর্বদা তারা ভয় করে
করোনা প্রেরণকারী আল্লাহকে।
মুমিনের এ কথা ভাল জানা
তাই আল্লাহ্র কাছে চায় তারা পানাহ।
পাপের জন্য তারা করে তওবা
করে অধিক নেক আমল,
নেক আমল বিনে মারা গেলে
পরকালে হবে না সফল।
একথাও মুমিনের নয় অজানা
মহামারীতে যদি যায় মারা,
মুনকার-নাকীরের কাছে পড়বে না ধরা
পাবে তারা শহীদের মর্যাদা।
তাইতো সবাইকে করি আহ্বান
হকের পথে চল, মানো হাদীছ-কুরআন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর
কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!
অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২,
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ নং ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা ত্বীন। ২. ২৫ জন।
৩. মূসা (আঃ)-এর। ৪. ৪ বার।
৫. ১ বার। ৬. যায়েদ (রাঃ)-এর নাম।
৭. মারিয়ামের নাম। ৮. রামাযান মাসের নাম।
৯. আবূ লাহাবের, তার আসল নাম আব্দুল উয্যা।
১০. সূরা ক্বামার, রহমান ও ওয়াক্বিয়াহ পরপর ৩টি সূরাতেই 'আল্লাহ' শব্দ উল্লেখ হয়নি।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। নাগাল্যান্ড। ২। ১৯টি। ৩। রাঙ্গামাটি। ৪। ১৮৪৬ সালে। ৫। চীন। ৬। খুলনা। ৭। মণিপুর। ৮। ২টি। ৯। ৪৭১৯ কি.মি.। ১০। আলিকদম-থানচি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কোন সূরার প্রত্যেক আয়াতে 'আল্লাহ' নামটি উল্লেখিত হয়েছে?
২. কোন সূরার অপর নাম 'সূরা ক্বিতাল'?
৩. কোন সূরাকে সূরা 'নবী' বলা হয়?
৪. কোন সূরার অপর নাম 'সূরা ইসরা'?
৫. কোন সূরার অপর নাম 'সূরা গাফের'?
৬. কোন সূরার অপর নাম 'সূরাতুন নিসা আছ-ছুগরা'?
৭. কোন সূরার অপর নাম 'সূরা ইনসান'?
৮. কোন সূরার অপর নাম 'সূরা ফুছছিলাত'?
৯. কুরআন মাজীদের অর্ধাংশ কি?
১০. কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াতে আরবী ২৮টি অক্ষরের সবগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে। তা কোন সূরার কোন আয়াতে?

উত্তর :

১. সূরা মুজাদালায়। ২. সূরা মুহাম্মাদের।
৩. সূরা তাহরীমকে। ৪. সূরা বানী ইসরাঈল-এর।
৫. সূরা মুমিন-এর। ৬. সূরা তালাক্ব-এর।
৭. সূরা দাহর-এর। ৮. সূরা হা-মীম-আস-সাজদার।
৯. সূরা কাহাফের ১৯ আয়াতের وَلْيَتَلَطَّفْ শব্দ।
১০. সূরা ফাতাহ ২৯ আয়াতে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)

১. ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের পঞ্চম মিশন কোথায় হচ্ছে?
২. মিয়ানমার বাংলাদেশের কোনদিকে অবস্থিত?
৩. ১১ই জানুয়ারী'১৭ প্রাথমিকভাবে ভূতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় কোন স্থানকে?
৪. দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১ কোন মহাকাশাযানে উৎক্ষেপণ করা হয়?
৫. শেওলা স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয় কবে?
৬. দেশের প্রথম নারী তথ্য কর্মকর্তা কে?
৭. বাংলাদেশের প্রথম অর্থ বছর ছিল কোনটি?
৮. বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য কত?
৯. বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের কত ডিগ্রীতে?
১০. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি?

উত্তর :

১. আসাম। ২. দক্ষিণ-পূর্ব। ৩. জাফলং, সিলেট। ৪. ফ্যালকন-৯। ৫. ৩০শে জুন ২০১৫। ৬. কামরুন নাহার। ৭. মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৩। ৮. ৪৪৫ মাইল। ৯. ২০°৩৮'- ২৬°৩৮'। ১০. ৫টি।

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম, বখশী বাজার, ঢাকা।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ধর্মতাত্ত্বিক ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আ'যমী-এর মৃত্যু

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও আহলেহাদীছ বিদ্বান, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর, 'আল-জামে'উল কামিল ফিল হাদীছিছ ছহীহ আশ-শামেল' গ্রন্থের সংকলক ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আ'যমী (৭৭) গত ৩০শে জুলাই ২০২০ যোহরের আযানের সময় আরাফার পবিত্র দিনে মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। ঐদিন বাদ মাগরিব মসজিদে নববীতে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তাঁকে মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী 'বাকীউল গারক্বাদ' কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রফেসর আ'যমী ১৯৪৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার বিলারিয়াগঞ্জ নামক গ্রামে এক বিত্তশালী হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্কেলাল (Banke Laal) ছিল তাঁর পূর্ব নাম। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর তিনি আযমগড় শিবলী কলেজে ভর্তি হন। এখানকার হাইস্কুল শাখা থেকে ১৯৫৯ সালে তিনি এসএসসি পাশ করেন। এরপর কলেজে ভর্তির প্রস্তুতির সময় তাঁর জীবনে মহাবিপ্লব ঘটে। তিনি ১৬ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইমামুদ্দীন নাম ধারণ করেন। পরে তিনি তাঁর নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আ'যমী রাখেন। অতঃপর পিতা-মাতা সহ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজ বাড়ী ত্যাগ করে উমরাবাদের বিখ্যাত আহলেহাদীছ মাদ্রাসা দারুস সালাম-এ ভর্তি হন। সেখানে পাঁচ বছর পড়াশুনা করার পর তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে হাদীছ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬৬ সালে তিনি ১ম স্থান অধিকার করে লিসান্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। একজন নওমুসলিম হিসাবেও তিনি ছিলেন ১ম শিক্ষার্থী। তখন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করার সুযোগ না থাকায় তিনি শায়খ বিন বায (রহঃ)-এর পরামর্শে মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি থিসিসের বিষয় ছিল- 'আকযিয়াতু রাসূলিল্লাহ (ছাঃ) লিইবনিত ত্বল্লা আল-কুরতুবী : তাহকীক, তা'লীক ওয়া ইস্তিদরাক'। মিসর থেকে ফিরে এসে তিনি ১৯৭৯ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ডীনের দায়িত্বও পালন করেন। সঊদী সরকার তাঁকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি ২০১৩ সাল থেকে মসজিদে নববীতে দরস প্রদান করতে থাকেন। ইলমে হাদীছে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হ'ল 'আল-জামে'উল কামিল ফিল হাদীছিছ ছহীহ আশ-শামেল' (১২ খণ্ড) সংকলন। এতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণিত ছহীহ হাদীছগুলিকে ফিক্বহী অধ্যায় ভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, দিরাসাত ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল, দিরাসাত ফিল ইয়াহূদিইয়াহ ওয়াল মাসীহিইয়াহ ওয়া আদয়ানিল হিন্দ ওয়াল বিশারাতু ফী কুতুবিল হিন্দূস, ফুছূল ফী আদয়ানিল হিন্দ, আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা লিল বায়হাক্বী (তাহকীক), আল-মিন্নাতুল কুবরা শারহু ও তাখরীজুস সুনান আল-কুবরা, মু'জামু মুছত্বলাহাতিল হাদীছ ওয়া লাতাইফিল আসানীদ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) ফী যূইল মারবিইয়াতিহি (মাস্টার্স থিসিস), আর-রাযী ওয়া তাফসীরুহু প্রভৃতি।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

স্বদেশ

ভেন্টিলেটর তৈরী করল রুয়েট শিক্ষার্থীরা

করোনায় ভেন্টিলেটর সঙ্কট সমাধানে ইমার্জেন্সী ভেন্টিলেটর তৈরী করেছে রুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একদল শিক্ষার্থী। এর নাম দেয়া হয়েছে 'দুর্বার কাণ্ডারী ইমার্জেন্সী ভেন্টিলেটর'। ঐ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মাসুদ রানার তত্ত্বাবধানে দুই মাসেরও অধিক সময় পরিশ্রম করে তারা এই ভেন্টিলেটর তৈরী করেছেন।

ভেন্টিলেটরটি অত্যন্ত কম খরচে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী এবং পরিচালনা করাও সহজ ও নিরাপদ। সম্প্রতি বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় এমআইটির বানানো ইমার্জেন্সী ভেন্টিলেটরের মডেল অনুসরণ করে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বানানো হয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে রুয়েটের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. রফীকুল ইসলামের উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রকল্প পরিচালক ড. মাসুদ বলেন, এই ভেন্টিলেটরটি মাত্র ৩০-৩৫ হাযার টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত করা সম্ভব। বর্তমানে এর সাথে যুক্ত রুয়েটের শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একত্র হয়ে এই ভেন্টিলেটরটিকে আরো উন্নত করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

বিদেশ

গ্রীসে ওছমানীয় শাসনামলের অধিকাংশ মসজিদ ও স্থাপনা অবহেলিত

গ্রীসে এক সময় বহু মুসলিম ঐতিহ্য ও স্থাপনা ছিল। বর্তমানে সেখানে ওছমানী শাসনামলের মসজিদসহ ১০ হাযারের অধিক ইসলামী স্মৃতিবিজড়িত নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু ওছমানীয় খেলাফতের পতনের পর থেকে সেখানকার কিছু মসজিদ পরিণত করা হয়েছে চার্চে। আর বহু মসজিদ ও স্থাপনাকে পরিণত করা হয়েছে নাইট ক্লাব, থিয়েটার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনকেন্দ্রে। যেমন থেসেলোনোকিতে অবস্থিত হামজা বে মসজিদটি ১৯২৭ সালে গ্রীসের ন্যাশনাল ব্যাংকের মালিকানায় আসার পর সেটি বিক্রি করে দেয়া হয়। অতঃপর সেখানে বানানো হয় দোকান ও সিনেমা। একইভাবে লোননিনা প্রদেশের নাদরা অঞ্চলের ফায়েক পাশা মসজিদও গির্জায় পরিণত করা হয়। ১৯৭০ সালে মসজিদটিকে বানানো হয় বিনোদনকেন্দ্র। বর্তমানে মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। মসজিদ ও স্থাপনাগুলোকে নাইট ক্লাব, থিয়েটার ও বিনোদনকেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। ফলে এসব স্থানগুলো বর্তমানে অপমানজনক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সম্প্রতি আয়া সোফিয়াকে ছালাতের জন্য খুলে দেয়ায় গ্রীসের সমালোচনার জেরে অনেকেই দেশটিতে অবস্থিত ওছমানী স্থাপনাগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভারতে পিএইচডি ডিগ্রীধারী সবজি বিক্রেতা!

পৌরসভার লোকেরা রাস্তার ধারে সবজি বিক্রি করতে বাধা দিচ্ছে আর বিশুদ্ধ ইংরেজিতে তার প্রতিবাদ করছেন ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা রাঈসা আনছারী নামক এক মহিলা সবজি বিক্রেতা। তার ইংরেজি শুনে সেখানে উপস্থিত লোকজন তার শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে ঐ সবজি বিক্রেতা দাবী করেন, তিনি ইন্দোরের দেবী অহল্যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেটেরিয়াল সায়েন্সে পিএইচডি করেছেন। প্রতিবাদের সময় তিনি পৌরসভার কর্মকর্তাদের ইংরেজিতে বলছিলেন, বাযার বন্ধ। খরিদ্দার নেই। আমি রাস্তার ধারে গাড়ি নিয়ে ফল ও সবজি বিক্রি করি। কিন্তু আমাকে সেটাও করতে দেয়া হচ্ছে না। আমার পরিবারে ২০ জন লোক। কী করে রোজগার করব? কী খাব? কিভাবে বাঁচব?

মেটেরিয়াল সায়েন্সে পিএইচডি করে তিনি কেন সবজি বিক্রি করছেন? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি ঝরঝরে ইংরেজিতে বলেছেন, 'আমার প্রশ্ন, কে আমাকে চাকরী দেবে?'। তিনি বলেন, সবার ধারণা করোনাভাইরাস মুসলিমদের জন্য বেড়েছে। যেহেতু আমার নাম রাঈসা আনছারী, তাই কোন কলেজ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমাকে কাজ দিতে আগ্রহী নয়।

[হ্যাঁ এরি নাম গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। অথচ ইসলামে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো ক্রীতদাসের মর্যাদা একজন উচ্চ বর্ণের মানুষের মর্যাদার সমান (স.স.)]

১০০ কি.মি. পাড়ি দিয়ে মালিকের কাছে ফিরল উট

উত্তর চীনের বায়ান্নুর অঞ্চলের একটি উট বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরেও ১০০ কিলোমিটারেরও বেশী পথ পাড়ি দিয়ে সাতসকালে হাযির হয়েছে মালিকের বাড়ীতে। ঘটনায় হতচকিত উটের মালিক।

জানা গেছে উটটি তার ফিরতি পথে কাঁটাতারের বেড়া, পর্বত, নদী সবই পেরিয়েছে। উষর মরুপথে ৬২ মাইল হাঁটার পর উটটি এক পশুপালকের চোখে পড়ে। ততদিনে সে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়েছে অনেক। ঐ পশুপালকের চিনতে দেরী হয়নি উটটিকে। তিনি দ্রুত খবর দেন উটটির সাবেক মালিককে। গতবছর অক্টোবরের শেষ দিকে আর্থিক সংকটের কারণে উটটিকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন তিনি। ৯ মাস পর প্রিয় সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দু'জনের চোখেই তখন পানি। উটটির মালিক স্থির করেছেন, যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, তাকে আর কখনো কাছছাড়া করবেন না।

[হায় নিষ্ঠুর মানুষ! পশু থেকে উপদেশ হাছিল কর (স.স.)]

ভারতে উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্যক্তির বাইক ছোঁয়ায় গণপিটুনির শিকার হ'ল দলিত শ্রেণীর যুবক

ভুলবশত উচ্চবর্ণের এক ব্যক্তির বাইক ছুঁয়ে ফেলেছিল দলিত শ্রেণীর এক যুবক। ফলে ১৩ জনের একটি দল মিলে তাকে মারতে থাকে। গত ১৮ই জুলাই ভারতের কর্নাটকের বিজয়পুরার মিনাজি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার ভিডিওতে দেখা গেছে, যুবকটি মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। পরনের পোশাক টেনে খুলে ফেলা হয়েছে। লাঠি-জুতোর ঘা এসে পড়ছে তাঁর উপর। বাঁচাতে গিয়ে মার খাচ্ছে তার স্ত্রী ও মেয়ে। অভিযোগ, উচ্চবর্ণের এক ব্যক্তির বাইক নাকি ভুল করে ছুঁয়ে ফেলেছে দলিত ঐ যুবকটি।

এই ঘটনায় মামলা হ'লেও পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে গেলে স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হয় আরেকটি মামলা। তাদের দাবী অশ্লীলতার কারণে তাকে মারধর করা হয়েছে।

[ছিঃ এরই নাম গণতন্ত্র ও সমানাধিকার! আসলে ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন ব্যতীত মানুষের আচরণের পরিবর্তন সম্ভব নয় (স.স.)]

ইংল্যাণ্ডের বর্ষসেরা চিকিৎসক নির্বাচিত হ'লেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত হিজাবী নারী ফারযানা

যুক্তরাজ্যে করোনা মহামারীর সময়ে সামনের সারিতে থেকে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে বর্ষসেরা চিকিৎসক নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ চিকিৎসক ফারযানা হোসাইন। দেশটির ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস 'এনএইচএস' এই ঘোষণা দিয়েছে। ডা. ফারযানা ১৮ বছর ধরে পূর্ব লন্ডনে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত। তিনি

হিজাব পরেন এবং মেনে চলেন ধর্মীয় নিয়ম-কানূনগুলো। তার পিতা ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে সেখানে পাড়ি জমান। তার স্বামী শাফী আহমাদও যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী ভার্চুয়াল সার্জন এবং ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ।

করোনাভাইরাসে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাজ্য। এখন পর্যন্ত দেশটিতে এই ভাইরাসে মোট আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ৮৪ হাযার ২৭৬ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪৪ হাযার ১৩১ জনের।

চীনে ভয়াবহ প্লেগে মৃত্যু! নতুন মহামারির আশঙ্কায় চূড়ান্ত সতর্কতা জারী

প্রথমে করোনা, তার পর হান্টাভাইরাস, তারও পরে সোয়াইন ফ্লু, আর এ বার বিওবনিক প্লেগ। একের পর এক ভয়াবহ ভাইরাস আর ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণে আতঙ্কিত চীনের সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যেই বিওবনিক প্লেগে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। ফলে লকডাউন করা হয়েছে গোটা গ্রাম।

নতুন করে চীনে ছড়াতে শুরু করেছে ইঁদুর বাহিত ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত রোগ প্লেগ। চীনের উত্তরাঞ্চলের ইন্নার মঙ্গোলিয়া এলাকায় সুজি জিনকান গ্রামে গত ৩০শে জুলাই বিওবনিক প্লেগে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃতের পরিবারের ৯ সদস্যকে কোয়ারান্টিনে থাকতে বলা হয়েছে। গত কয়েকদিনে ঐ পরিবারের সংস্পর্শে যারা এসেছেন, তাদেরও খোঁজ চলছে।

এর আগে জুলাই মাসের শুরুতেই পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার খোভদ প্রদেশের বায়ান্নুরে সম্প্রতি দুই সম্ভাব্য বিওবনিক প্লেগে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলেছিল। ঐ দুই আক্রান্ত একই পরিবারের সদস্য। এই দুই আক্রান্তের সংস্পর্শে আশা আরও অন্তত ১৪৬ জনকে চিহ্নিত করে আইসোলেট করা হয়েছিল।

বিওবনিক প্লেগ একটি ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত ভয়াবহ রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হ'লে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরও মৃত্যু হ'তে পারে। বিওবনিক প্লেগে শরীরে সংক্রমণ যত ছড়ায়, আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বক তত কালো হয়ে যেতে থাকে। তাই বিওবনিক প্লেগে মৃত্যুকে 'ব্ল্যাক ডেথ' বলা হয়।

মুসলিম জাহান

৮৬ বছর পর তুরস্কের আয়া সোফিয়ায় আযানের ধ্বনি

দীর্ঘ ৮৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত ২৪শে জুলাই শুক্রবার তুরস্কের ইস্তাম্বুল নগরীর ঐতিহাসিক স্থাপনা আয়া সোফিয়ায় জুম'আর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে পুনরায় মসজিদ হিসাবে তার মর্যাদা ফিরে পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগানসহ লাখ লাখ মুছল্লীর উপস্থিতিতে তুর্কী ধর্মমন্ত্রী ড. আলী এরবাশ এদিন জুম'আর খুৎবা দেন এবং ইমামতি করেন। এছাড়া খুৎবার পূর্বে উপস্থিত মুছল্লীদের বিশেষ অনুরোধে প্রেসিডেন্ট এরদোগান সুললিত কণ্ঠে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার ১ম পাঁচ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

জুম'আর খুৎবার শুরুতে ধর্মমন্ত্রী ড. এরবাশ ওছমানী রীতি মোতাবেক কুরআনের আয়াত খচিত তরবারি হাতে নিয়ে মিম্বরে আরোহন করেন। অতঃপর হামদ ও ছানার পর বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, আজ আয়া সোফিয়ার গম্বুজ থেকে 'আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও দরূদের মধুর ধ্বনি ভেসে আসার দিন। আযানের সুমধুর ধ্বনি সোফিয়ার সুউচ্চ মিনার থেকে ইথারে ছড়িয়ে পড়ার দিন। আজ খুশীতে অশ্রুসজল চোখে ছালাতে দাঁড়ানো, খুশূ-খুযূর সাথে রুকূতে যাওয়া ও কৃতজ্ঞতায় মহান আল্লাহর সামনে নিজেদের ললাট মাটিতে লুটিয়ে দেওয়ার দিন। আজ বিনয় ও আত্মমর্যাদা প্রকাশের দিন। এমন একটি দিন যিনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, জগতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থান মসজিদে আমাদেরকে একত্র করেছেন এবং এখানে প্রবেশাধিকার প্রদান করেছেন সেই মহাক্ষমতাধর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অতঃপর তিনি কনস্টান্টিনোপল বিজয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করেন, স্মরণ করেন প্রখ্যাত সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের কথা, স্মরণ করেন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী ওছমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ ও তাঁর শিক্ষাগুরু শায়খ শামসুদ্দীনের কথা; যিনি সুলতান মুহাম্মাদের মনোজগতে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের অঙ্কুর রোপণ করেছিলেন এবং ১লা জুন ১৪৫৩ সনে এই আয়া সোফিয়ায় প্রথমবারের মত জুম'আর ছালাতে ইমামতি করেছিলেন।

তিনি বলেন, ...আয়া সোফিয়া কেবল তুর্কী জাতির সম্পদ নয়; বরং গোটা মুসলিম উম্মাহর সম্পদ। ... আয়া সোফিয়া মহান আল্লাহ্র দাসত্ব ও তাঁর কাছে নিঃশর্ত আনুগত্যের অন্যতম নিদর্শন।

তিনি বলেন, যে মসজিদের মিনার থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে আসে না, যে মসজিদের মিম্বরে কেউ আরোহণ করে না, যে মসজিদের আঙ্গিনায় মুছল্লীদের পদচারণা হয় না- তার চেয়ে কষ্টদায়ক দৃশ্য এই জগতে আর কী হতে পারে! ইসলাম বিদ্বেষীদের রোষাণলে দুনিয়ার আনাচে কানাচে আজ বহু মসজিদের দরজায় তালা ঝুলছে। এমনকি বোমা মেরে মসজিদ উড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটছে।

তিনি বলেন, ...আয়া সোফিয়ায় আযানের সুর ধ্বণিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসসহ পৃথিবীর অন্যান্য 'ব্যথিত' মসজিদগুলো ও সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরাত্মা কিছুটা হ'লেও শান্তি পাবে।

বক্তব্যের শেষ অংশে বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, হে মানব জাতি! আয়া সেফিয়া মসজিদ অন্যান্য মসজিদগুলোর মত আল্লাহ্র সকল বান্দাদের জন্য সদা উন্মুক্ত থাকবে। ...আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঐতিহ্যের সাথে মিশে থাকা, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন মহান এই মসজিদটির যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় খেদমত করার তাওফীক দান করুন!

উল্লেখ্য, সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ১৪৫৩ সালে ইস্তাম্বুল জয় করার পর খৃষ্টান যাজকদের কাছ থেকে আয়া সোফিয়া নিজ অর্থে খরিদ করেন এবং তা মসজিদ হিসাবে ওয়াকফ করে দেন। ক্রয়-বিক্রয়ের এ চুক্তিপত্রটি আজ অবধি আঙ্কারার 'টার্কিশ ডকুমেন্ট অ্যান্ড আর্গুমেন্ট ডিপার্টমেন্ট'-এ সংরক্ষিত আছে। তারপর থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ৪৮১ বছর এটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে থাকে। ১৯৩৪ সালে সেক্যুলার রাষ্ট্রপ্রধান মোস্তফা কামাল এটিকে জাদুঘরে পরিণত করেন। অতঃপর গত ১০ই জুলাই ২০২০ তুরস্কের সর্বোচ্চ আদালতের রায় মোতাবেক তুর্কী প্রেসিডেন্ট এরদোগান আয়া সোফিয়াকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তরের নির্দেশ দেন। অতঃপর এদিনের জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে দীর্ঘ ৮৬ বছর পর আয়া সোফিয়া মসজিদ হিসাবে তার মর্যাদা ফিরে পায়।

ইসরাঈলের সাথে আরব আমিরাতের শান্তি চুক্তি!

মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশ ইহুদীবাদী ইসরাঈল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে 'শান্তি চুক্তি' সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৩ই আগস্ট বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপের ফলে তৃতীয় আরব দেশ হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চলেছে। এর আগে মিসর

১৯৭৯ সালে এবং জর্ডান ১৯৯৪ সালে দেশটির সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে। এর ফলে দু'দেশে তৈরি হবে দূতাবাস। স্থাপিত হবে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বিমান যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি।

চুক্তি সম্পন্নের পর ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'এই চুক্তি ইসরাঈলকে একটি ঐতিহাসিক দিন উপহার দিয়েছে'। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, 'আজ বিরাট সাফল্য! আমাদের দুই দারুণ বন্ধু ইসরাঈল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি হয়েছে'।

আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আনওয়ার কারকাশ বলেছেন, ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তার দেশ সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে পশ্চিম তীরকে সংযুক্ত করার যে পরিকল্পনা নিয়ে ইসরাঈল এগুচ্ছিল, সেই 'টাইম বোমা' থামিয়ে দেওয়া গেছে। তবে এর জবাবে নেতানিয়াহু বলেছেন, ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীরের কিছু অংশ দখলের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখলেও তা বাতিল করা হয়নি। ঐ পরিকল্পনা এখনও ইসরাঈলের রয়েছে।

ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস এর নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, 'এটি যেরুযালেম, আল-আক্বছা এবং ফিলিস্তীনীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা'। দেশটি এরই মধ্যে আরব আমিরাত থেকে ফিলিস্তীনী দূতকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মাদ বলেছেন, এ চুক্তি মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত ও রক্তাক্ত করে তুলবে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আরো দীর্ঘায়িত হবে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান বলেছেন, ফিলিস্তীনীদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ সহ্য করা যায় না। আমিরাতের এই ভণ্ডামী ইতিহাস কখনও ক্ষমা করবে না। ইরান বলেছে, ফিলিস্তীনীদের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমিরাত কখনোই ক্ষমা পাবে না। মিসর, জর্ডান, বাহরায়েন ও ওমান এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে সঊদী আরবের পক্ষ থেকে এখনো এ বিষয়ে প্রকাশ্য কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিউইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত কলামিস্ট টমাস এল ফ্রিডম্যান চুক্তি সম্পর্কে লিখেছেন 'একটি ভূ-রাজনৈতিক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে মধ্যপ্রাচ্যে'।

[আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না (সূরা মায়েদাহ ৫/৫১) (স.স.)]

যেরুযালেমের ৫০০ বছরের ইতিহাস উন্মুক্ত

যেরুযালেমের ইতিহাস সংক্রান্ত বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছে 'দি ইউনাইটেড নেশন রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্ক এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিস ইন দ্য নেয়ার ইস্ট' (ইউএনআরডাব্লিউএ)। উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডারের মধ্যে আছে আড়াই লাখ পৃষ্ঠার বই, ম্যাপ, পাণ্ডুলিপি ও যেরুযালেমের বিভিন্ন সময়ের ছবি। ১৫২৮ সাল-পরবর্তী যেরুযালেমের ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত এতে উঠে এসেছে। সংস্থাটির অনলাইন লাইব্রেরীতে এসব নথিপত্র পাওয়া যাবে।

সঊদী আরবের কিং আব্দুল আযীয পাবলিক লাইব্রেরী ইউএনআরডাব্লিউএ-কে এসব তথ্য সংগ্রহ ও উন্মুক্তকরণের কাজে সহযোগিতা করে। কিং আব্দুল আযীয লাইব্রেরীর আরব ইউনিয়ন বিভাগ বিশ্বের বিভিন্ন পাঠাগারকে আরব ও ইসলামী সংস্কৃতি তুলে ধরতে সহযোগিতা করে থাকে। আরবের অন্যতম সমৃদ্ধ এই পাঠাগারে রয়েছে বই, জার্নাল, নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি ও ছবির তিন মিলিয়নের একটি বিরাট সংগ্রহশালা।

সমগ্র কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করে পাকিস্তানের মানচিত্র প্রকাশ

গুজরাটের জুনাগড় সহ সমগ্র কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করেছে পাকিস্তান। গত ৪ঠা আগস্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে নয়া মানচিত্রের অনুমোদন শেষে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেন, 'আজ পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে ঐতিহাসিক দিন। এই প্রথমবার ভারত অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে'। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক দলের এতে সমর্থন রয়েছে। গত বছরের ৫ই আগস্ট নেওয়া ভারত সরকারের অবৈধ দখলদারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই মানচিত্র একটি প্রতিবাদ। ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সংক্রান্ত দেশটির সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে ইমরান খান সরকারের এমন সিদ্ধান্তকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইমরান খান এ সময় জানান, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবনার অধীনেই কেবল কাশ্মীর নিয়ে বিরোধের অবসান হ'তে পারে। জাতিসংঘ প্রস্তাবনায় কাশ্মীরী জনগণকে তারা কোন রাষ্ট্রে যোগ দিতে চায় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিনি কাশ্মীর নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন। ইমরান খান বলেন, 'আমরা স্পষ্ট করে বিশ্ব সম্প্রদায়কে বলতে চাই যে, এটিই কাশ্মীর সম্পর্কে একমাত্র সমাধান। সরকার এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে'। নতুন মানচিত্র উন্মোচন করার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা রাজনৈতিকভাবে আমাদের এই লড়াই করব। কেননা আমরা সামরিক সমাধানে বিশ্বাস করি না। আমরা জাতিসংঘকে বারবার মনে করিয়ে দেব যে আপনারা (কাশ্মীরের জনগণের কাছে) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এখনও পূরণ করেননি'।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বৃহস্পতির চাঁদে হ'তে পারে মানববসতি

সৌরজগতের মধ্যে কিংবা বাইরে, পৃথিবী ছাড়া এখন পর্যন্ত কোথাও মানুষের জন্য বাসযোগ্য জায়গার খোঁজ পাননি বিজ্ঞানীরা। সৌরজগতের লোহিত গ্রহ মঙ্গল কিছুটা আশা জাগালেও তা পূরণ হ'তে অপেক্ষা করতে হবে আরও বহু বছর। এ কারণে বিজ্ঞানীদের বিকল্প স্থানের খোঁজও থেমে নেই। এক্ষেত্রে তাদের আশাবাদী করে তুলেছে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় ও পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপা।

এখন পর্যন্ত বৃহস্পতির ৭৯টি চাঁদের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে ইউরোপা একটি। এর ভূগর্ভস্থ মহাসাগরের উৎপত্তির রহস্য উদঘাটন করেছেন বিজ্ঞানীরা। বরফের আস্তরণে ঢাকা এর ভূগর্ভস্থ মহাসাগরকে এত দিন ভিনগ্রহবাসী বা এলিয়েনের দেশ বলে ধারণা করেছেন তাঁরা। এখন তারা জানাচ্ছেন, ইউরোপার ঐ মহাসাগরটি ৬৫ থেকে ১৬০ কিলোমিটার গভীর হ'তে পারে। এতে পানির পরিমাণ পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর ধারণকৃত পানির দ্বিগুণ হ'তে পারে।

নতুন ঐ গবেষণায় বলা হয়, ইউরোপার ঐ ভূগর্ভস্থ মহাসাগরের উৎপত্তির রহস্য উদঘাটনের পর বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে সেখানে অতীতে অণুজীবের উপস্থিতি ছিল। বিশেষ করে ঐ মহাসাগরে বিপুল পানির উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে।

এই গবেষণা কাজের প্রধান নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরীর গবেষক মোহিত মেলওয়ানী বলেন, 'আমাদের ধারণা, ইউরোপার ঐ মহাসাগরটি আগে বাসযোগ্য ছিল। তিনি বলেন, তরল পানির উপস্থিতি বাসযোগ্যতা প্রমাণের প্রথম ধাপ।

সংগঠন সংবাদ

যুবসংঘ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২০

আহলেহাদীছ আন্দোলন আপোষহীন ইসলামী আন্দোলন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টা হ'তে রাত ৯-টা পর্যন্ত রাজশাহীর নওদাপাড়ায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ'-এর জন্ম হয়েছিল বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচারের জন্য। বাংলাদেশে যে ইসলাম চলছে তা বিশুদ্ধ ইসলাম নয়। আমাদের প্রত্যেককে জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহর নিকট দিতে হবে।

তিনি বলেন, কোন অবস্থাতেই হককে বাতিলের সাথে মিশানো যাবে না। দুনিয়ায় আহলেহাদীছরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের পাহারাদার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আহলেহাদীছদের ঘরেই কুলখানি হয়েছে। তারাই শবেবরাত ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে। তাই তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরিয়ে আনতে আমাদেরকে 'যুবসংঘ' করতে হয়েছে। 'যুবসংঘে'র দাওয়াতের মাধ্যমে এদেশে বিশুদ্ধ ইসলামের বীজ রোপিত হয়েছে। শিরক ও বিদ'আত বিদূরিত হয়ে প্রকৃত সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাই 'যুবসংঘে'র ছেলেদেরকে আমাদের নছীহত, তোমাদেরকে আক্বীদায় হতে হবে মযবূত ও আচরণে থাকতে হবে নরম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াত ছিল প্রথমে আক্বীদা সংশোধনের। তিনি প্রথমে ওযূ-গোসল শিখাননি। কেননা মানুষকে প্রথমে বুঝতে হবে, সে কার দাসত্ব করবে আল্লাহ্র, না শয়তানের? আল্লাহ বলেন, হে মানুষ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁকে তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না *(নিসা ৪/৩৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত প্রাপ্তির আগে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ায় তাঁকে নানারূপ অপবাদ ও নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়। কিন্তু তিনি দাওয়াত থেকে পিছপা হননি। আমাদেরকে একইভাবে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। সার্বিক জীবনে আমরা আল্লাহর বিধান মেনে চলব। আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সার্বিক জীবন পরিচালিত হবে অহি-র বিধান অনুযায়ী। এই দাওয়াত ইতিমধ্যে মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ফলে ক'দিন আগেও ভোলাতে যারা আহলেহাদীছ মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারাই আজ সেখানে মসজিদ তৈরীর জন্য জমি দিচ্ছে। তাই মানুষ যখন বুঝবে যে, এটাই জান্নাতের পথ, তখন তাদেরকে এ পথ থেকে কেউ ফিরাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তিনি যুবসংঘের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনার বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের হেফাযত ও এশা'আত দু'টিই করে যেতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের ইবাদত হবে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য। আমাদের ইত্তেবা হবে স্রেফ রাসূলের জন্য এবং আমাদের আমল হবে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য। যেখানে কোন 'রিয়া' থাকবে না।

ভাষণের শুরুতে মাননীয় প্রধান অতিথি প্রথমে লণ্ডনসহ বিদেশী মেহমানদের প্রতি এবং সংগঠনের দেশ-বিদেশের নেতা-কর্মীদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে ইংরেজীতে ভাষণ দেন। অতঃপর পাকিস্তানী মেহমানের প্রতি উর্দূতে এবং সবশেষে দেশীয় ভাইদের উদ্দেশ্যে বাংলায় বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য যে, করোনা মহামারীর কারণে উক্ত সম্মেলনটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব বলেন, যুবসমাজকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের প্রতি মনোযোগী হ'তে হবে, যেন শিরক ও বিদ'আতের ঘন আঁধারে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজে তাওহীদ ও সুন্নাহর জাগরণ নিশ্চিত করা যায়। 'যুবসংঘে'র প্রত্যেক কর্মীকে আদর্শবাদী হ'তে হবে এবং নিজেকে দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে প্রস্তুত করতে হবে। তিনি প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী (পাবনা), আল-ফোরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ শরীফুল ইসলাম মাদানী ও মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী (নওগাঁ)।

সম্মেলনে বিদেশী অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডনের সেক্রেটারী জেনারেল ড. ছুহায়েব হাসান (পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলেম মরহূম মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানের জ্যেষ্ঠ পুত্র), লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ডীন ও প্রফেসর ড. হাম্মাদ লাখভী, জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের চীফ অর্গানাইজার (আল্লামা ইহসান এলাহী যহীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র) হাফেয ইবতিসাম ইলাহী যহীর, আহলেহাদীছ ইউথফোর্স পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফায়ছাল আফযাল এবং ফিলিস্তীনের গাযার তরুণ শিক্ষক ও গবেষক ড. হাসান নাছর বাযাযো প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন'-এর প্রবাসী শাখার দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন সঊদী আরব শাখার সভাপতি মুশফিকুর রহমান, সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মীযানুর রহমান, সিঙ্গাপুর শাখার সভাপতি শফীকুল ইসলাম, মালয়েশিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক আল-আমীন, কাতার শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুল হক এবং সাইপ্রাস শাখার আহ্বায়ক কাছীদুল হক কুতুব।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি যিল্লুর রহমান, বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, কুমিল্লা যেলা সভাপতি আহমাদুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মুজাহিদুর রহমান, বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ফেরদাঊস, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আসাদুল্লাহ আল-গালিব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আব্দুর রঊফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মোছাদ্দেক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও ফরীদুল ইসলামের নেতৃত্বে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট) ও প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর (কুমিল্লা)।

বিদেশী অতিথিদের মধ্যে **ড. হাসান নাছর খামীস বাযাযো** সমাজে ছহীহ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে যুবকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে বলেন, সঠিক আক্বীদা একজন মুমিনের প্রকৃত মানদণ্ড নির্ধারণ করে। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজে সঠিক আক্বীদার বিষয়টি সবচেয়ে বেশী অবহেলিত ও অচর্চিত। তিনি সঠিক আক্বীদার প্রসারে যুবকদের ভূমিকার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন, যুবকরাই পারে মুসলিম সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে। এজন্য তাদেরকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে এবং নম্রভাষায় ইখলাছের সাথে দাওয়াতী কাজ করতে হবে, যেন মানুষ দাওয়াত কবুল করে। কিন্তু যদি তারা কর্কশভাষী ও অহংকারী হয় তবে নিশ্চয়ই মানুষ দাওয়াত গ্রহণ করবে না। এজন্য দাওয়াতী কাজে আখলাক ও হেকমতকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তীনে সালাফী দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে সেখানকার ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

আহলেহাদীছ ইউথফোর্স পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব **ফয়ছাল আফযাল** পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত প্রসারে জমঈয়ত বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে বেফাকুল মাদারিসের মাধ্যমে হাযারো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ওয়ায মাহফিল, সভা-সেমিনার, মসজিদ নির্মাণ ও সমাজসেবা ইত্যাদি কর্মসূচি অন্যতম। এছাড়া বর্তমানে রাজনীতিতেও জমঈয়ত সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। আর জমঈয়তের যুবশাখা হিসাবে আহলেহাদীছ ইউথফোর্স এসকল কার্যক্রমে পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং দাওয়াত ও খেদমতে খালককে তারা মূলমন্ত্র করে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি 'যুবসংঘ'-এর কর্মী সম্মেলনে তাঁকে আহ্বান করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন দেশের আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আহলেহাদীছ ভাইদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী করবে এবং দাওয়াতী কাজে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ।

হাফেয ইবতিসাম এলাহী যহীর উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে তাঁর পিতা আল্লামা ইহসান এলাহী যহীরের অবদান এবং যুবকদের মধ্যে তাঁর দাওয়াতের প্রভাব সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, লেখনী ও বক্তব্যের ময়দানে তিনি স্বল্প সময়েই বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, যা পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তিনি একজন যুগসচেতন সংগ্রামী আলেম ছিলেন। সমাজ সংস্কার ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। কাদিয়ানী ও শী'আ মতবাদসহ বাতিল ফের্কাগুলোর জন্য তিনি ছিলেন মূর্তিমান আতংক। বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর অবস্থান যুবসমাজকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। বহু যুবক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হকের আন্দোলনে নেমে পড়ে। বিশেষতঃ বোমা হামলায় তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু এবং মদীনার বাকী' গোরস্তানে তাঁর দাফন বহু যুবকের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং তাঁর দেখানো সংস্কারের পথে আত্মোৎসর্গ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। তিনি 'যুবসংঘ'-এর কর্মী সম্মেলনে যোগদান করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে সশরীরে বাংলাদেশে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ড. হাম্মাদ লাখভী দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, দাওয়াত মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। মানুষ প্রাকৃতিকভাবে কোন না কোন দাওয়াতের সাথে সংযুক্ত থাকে। হয় সেটা আল্লাহ্র পথে নতুবা শয়তানের পথে। যদি সে দাওয়াতদাতা না হয়, তবে সে দাওয়াতগ্রহীতা হয়ে পড়ে। আজকে মুসলিম উম্মাহ দাওয়াতের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার ফলে দাওয়াতগ্রহীতায় পরিণত হয়েছে। ফলে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দাসত্ব করছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে প্রাত্যহিকভাবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে এবং একে জীবনের অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে গণ্য করতে হবে। নইলে সে অন্যের দাওয়াতের শিকারে পরিণত হবে। তিনি সালাফী দাওয়াত প্রসারের প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করেন এবং বিশেষতঃ আন্তঃধর্ম সংলাপকে তিনি ধ্বংসাত্মক বলে উল্লেখ করে একে ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরানোর চক্রান্ত হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের যুবসমাজের প্রতি কিছু বলার সুযোগ পেয়ে তিনি সম্মানিতবোধ করছেন।

ড. ছুহায়েব হাসান যুবকদের উদ্দেশ্যে নছীহতমূলক বক্তব্যে দশটি বিষয় উল্লেখ করেন। আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরীর পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক যুবকের উচিৎ রাসূল (ছাঃ)-এর সীরাত জানা এবং জ্ঞানার্জনের জন্য ঘরে একটি লাইব্রেরীর ব্যবস্থা রাখা। সেই সাথে নিজেকে দাওয়াতী ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখা, সর্বপ্রকার গোঁড়ামি পরিহার করে ভ্রাতৃত্বভাব বজায় রাখা, সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো, ভাল বন্ধু নির্বাচন করা। তিনি সচ্চরিত্রতা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। পরিশেষে তিনি 'যুবসংঘ'-এর কর্মী সম্মেলনের সার্বিক সফলতার জন্য দো'আ করেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম সরকারের নিকট ১৯ দফা প্রস্তাবনা ও দাবী পেশ করেন। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দাবীগুলো নিম্নরূপ :

১. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশ হিসাবে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সমন্বয়ে সাংবিধানিকভাবে একটি 'ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হোক। যাতে এই পরিষদ ইসলাম বিরোধী আইন-কানূনসমূহ যাচাই-বাছাই করতে পারে এবং তা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। সেই সাথে ধর্মীয় অঙ্গনে প্রচলিত শিরক, বিদ'আত ও যাবতীয় কুসংস্কারসমূহ দূরীকরণে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. বৃটিশদের রেখে যাওয়া দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ বিচারব্যবস্থাকে সংস্কার করে বিচারবিভাগকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে এবং ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৪. ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ব্যতীত সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, খুন, নারী নির্যাতন কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। অতএব প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা কোর্স বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. স্কুল-মাদ্রাসার সিলেবাস থেকে ইসলামবিরোধী বিষয়সমূহ অপসারণ করতে হবে এবং কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা দিতে হবে।

৬. এ সম্মেলন কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ, দেওয়ানবাগীসহ ইসলামের নামে ভ্রান্ত ফের্কাসমূহের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

৭. বাবরী মসজিদে ভেঙ্গে তদস্থলে রাম মন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে এ সম্মেলন তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

৮. উজানের পানিতে বন্যা পরিস্থিতির অবসান কল্পে দেশে স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৯. ধর্ষণের শাস্তির ক্ষেত্রে পৃথক আইন প্রণয়ন করা হৌক। স্বল্প সময়ের মধ্যে ধর্ষক চিহ্নিত করা এবং দ্রুততার সাথে জনসম্মুখে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করলে এ ব্যাপারে অপরাধীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এছাড়া বিবাহ বহির্ভূত যেকোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি বিধান করা এবং বিবাহকে অধিক উৎসাহিত করা ও বয়সের বাধাকে উঠিয়ে দেয়া হৌক।

১০. সংস্কৃতির নামে বর্তমানে যা কিছু হচ্ছে, তার অধিকাংশই মানুষের মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি না করে পশুবৃত্তি জাগিয়ে তুলছে। তাই সকল সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মৌলিক লক্ষ্য যেন নৈতিকতাসম্পন্ন আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করা হয়, সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত যরূরী।

১১. চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন রোগ পরীক্ষণ, ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ঔষধের প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যয় কমিয়ে আনা ইত্যাদি।

বন্যাত্রাণ বিতরণ

সাঘাটা, গাইবান্ধা ২৯শে জুলাই বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সাঘাটা থানার ভরতখালী ও অনন্তপুর এলাকার ১৫০টি বন্যা দুর্গত পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে চাল, ডাল, আলু, তেল, মরিচ ও পেঁয়াজ বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল সরকার, সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মশীউর রহমান, গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ।

ইসলামপুর, জামালপুর ২রা আগস্ট রবিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় 'সোনামণি' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে জামালপুর যেলার ইসলামপুর উপযেলার যমুনা তীরবর্তী গঙ্গারপাড়া ও চিনাডুলী এলাকায় ১০২টি বন্যাদুর্গত পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে ময়দা, আলু, পেঁয়াজ ও কুরবানীর গোশত এবং নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীন, 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয যোবাইদুর রহমান, গাযীপুর যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। উল্লেখ্য, গাযীপুর যেলার দায়িত্বশীলগণ ঈদের দিন ত্রাণ সামগ্রী প্যাকেট করে রাতে রওয়ানা হয়ে পরদিন সকালে জামালপুর পৌঁছেন। অতঃপর সকাল ৮-টা হ'তে ত্রাণ বিতরণ শুরু করেন।

সারিয়াকান্দি, বগুড়া ৩রা আগস্ট সোমবার : অদ্য বাদ যোহর বগুড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে সারিয়াকান্দি উপযেলার চর বেনীপুর, চর করমজা পাড়া, চর দিঘা পাড়া, চর নয়াপাড়া, চর চকরতিনায় ৩২০টি বন্যাদুর্গত পরিবারের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমান, প্রচার সম্পাদক আশরাফুল আলম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, সহ-সভাপতি হাফেয মীযানুর রহমান, সারিয়াকান্দি উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীমসহ উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর কর্ম পরিষদ।

ফুলছড়ি, গাইবান্ধা ৩রা আগস্ট সোমবার : অদ্য বাদ যোহর গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ফুলছড়ি উপযেলার ঝানঝাইর চরের গুচ্ছগ্রাম ও আত-তাওহীদ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ময়দানে বন্যাদুর্গত মানুষের মাঝে ৫৭৫ প্যাকেট রান্না করা খাবার ও ২০টি পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আশরাফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মশীউর রহমান, সহ-সভাপতি ইউনুস আলী, গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'আল-আওন'-এর সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইন, আত-তাওহীদ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা শফীকুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ, ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের খাবার রান্না করা হয় যেলার সাঘাটা উপযেলার জান্নাতুন নাঈম মাদ্রাসা ময়দানে। মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ এ ব্যাপারে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৬ই আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ উপযেলার ধুন্দিয়া, মহিমাগঞ্জ উপযেলার চর বালুয়া ও শিবপুর চরবালুয়া এলাকায় ১২৮টি বন্যাদুর্গত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। অতঃপর ৭ই আগস্ট সুন্দরগঞ্জ উপযেলার তারাপুর ইউনিয়নের লাটশালা গ্রামের ৬০টি বন্যাদুর্গত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আব্দুল জলীল প্রধান, সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মশীউর রহমান, গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হাফীযুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনসহ যেলা 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ।

উলিপুর, কুড়িগ্রাম ৯ই আগস্ট রবিবার : দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে কুড়িগ্রাম যেলার উলিপুর থানার চরাঞ্চল মোল্লারহাট, চরঘুঘুমারী, ঘুঘুমারী ও ঝুমকার চর এলাকায় ৩৫৫টি বন্যাদুর্গত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক যাকির হোসাইন, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন, অর্থ সম্পাদক আমীনুল ইসলাম, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এইচ এম রায়হানুল ইসলাম প্রমুখ।

সবুজবাগ, ঢাকা ১০ই আগস্ট সোমবার : অদ্য সকাল ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর সবুজবাগ থানাধীন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে থানার বাইগদা, খিলগাঁও থানার

[বাকী অংশ ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : শী'আদের তা'যিয়া মিছিলের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই। কখন ও কোথায় এই মিছিলের সূচনা হয়েছিল?

-আব্দুর রহমান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা মুত্বী' বিন মুক্বতাদিরের শাসনামলে (৩৩৪-৩৬৩ হি./৯৪৬-৯৭৪ খৃ.) তাঁর শক্তিশালী শী'আ আমীর আহমাদ বিন বূইয়া দায়লামী ওরফে মু'ইযযুদ্দৌলা হযরত হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদত বার্ষিকী স্মরণে ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররমকে 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন। তিনি মহিলাদের শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহরে ও গ্রামে সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারী হ'লে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে *(আশূরায়ে মুহাররম পৃ. ১৬-১৭)*।

আর তা'যিয়া হ'ল আরবী তা'যিয়া (التَّعْزِيَةُ) শব্দের প্রতিরূপ। এর অর্থ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বা যে কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। কিন্তু ৬১ হিজরীতে হোসায়েন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হওয়ার পর থেকে ৩৫২ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও এদিনটিকে শোক দিবস হিসাবে পালন করা হয়নি। সুতরাং এই দিনে শোক পালন করা একটি নবাবিষ্কৃত রীতি। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে তিনদিন শোক প্রকাশ করা যায়; এর বেশী নয় *(বুখারী হা/১২৮০; মুসলিম হা/১৪৮৬)*। এর সাথে যোগ হয়েছে তা'যিয়া মিছিলের বিদ'আতী অনুষ্ঠান, যা কিনা স্বয়ং শী'আদের আঁতুড়ভূমি ইরানেও প্রচলিত নয়। এই রেওয়াজ কেবল ভারত উপমহাদেশে দেখা যায়। মোগল বাদশাহ আকবরের সময় আগ্রা দূর্গ থেকে তা'যিয়া মিছিল বের হ'ত। এতে অন্যান্য রেওয়াজের সাথে শোকের চিহ্ন হিসাবে হুসায়েন (রাঃ)-এর সমাধির প্রতিকৃতি বহন করা হয় এবং মিছিল শেষে সেই প্রতিকৃতি হিন্দুয়ানী প্রথার অনুকরণে নদীতে বিসর্জন দেয়া হয়। সুন্নী মুসলমানরা এমনকি অনেক সময় হিন্দুরাও এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। শোকের চেয়ে এতে উৎসবই প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশে মোগল সুবেদার শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৫৯খ্রি.)-এর আমলে শী'আদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত তখন থেকেই এদেশে তা'যিয়া মিছিলের প্রচলন হয় *(বাংলাপিডিয়া)*। এ অঞ্চলের পরবর্তী শাসক ও নবাবেরাও শী'আ ছিলেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের জীবনাচরণে শী'আ প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ শোক দিবস পালন কিংবা তা'যিয়া মিছিল অনুষ্ঠানের কোন ভিত্তি ইসলামে নেই, যা সম্পূর্ণরূপে একটি বিদ'আতী প্রথা। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : ওয়াক্তিয়া মসজিদ, জামে মসজিদ এবং গৃহাভ্যন্তরে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ে ছওয়াবের তারতম্য হবে কি?

-আযীযুল হক সরকার, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : বাড়িতে জামা'আতে ছালাত আদায় অপেক্ষা ওয়াক্তিয়া মসজিদে ছালাত আদায়ে অধিক ছওয়াব রয়েছে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/১৩৫; মিরকাত ২/৫৯৪)*। কেননা প্রথমতঃ রাসূল (ছাঃ) মসজিদেই জামাআ'তে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যা ওয়াজিব *(বুখারী হা/৬৪৪; মুসলিম হা/৬৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩)*। তাছাড়া ইবনু মাসঊদের হাদীছে বলা হয়েছে, যেখান থেকে আযান দেওয়া হয় *(মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২)*। আর আযান মসজিদ থেকেই দেওয়া হয়। কোন বাড়ি বা দোকান থেকে নয়। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ) মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ে অধিকতর ছওয়াব প্রাপ্তির কথা বলেছেন *(বুখারী হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২)*। তৃতীয়তঃ হাদীছে মসজিদে হেঁটে গেলে বহুগুণ ছওয়াবের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এমনকি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরাহ্র নেকীর কথাও এসেছে *(আবুদাউদ হা/৫৫৮; মিশকাত হা/৭২৮)*। আর ওয়াক্তিয়া মসজিদ অপেক্ষা জুম'আ মসজিদে মুছল্লী সংখ্যা বেশী হ'লে সেখানেও ছওয়াবের তারতম্য রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দু'জনে জামা'আতে ছালাত আদায় করা উত্তম একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে। বহুসংখ্যক লোকের জামা'আতে ছালাত আদায় করা উত্তম দু'জনে ছালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর এটা আল্লাহ্র নিকট অতীব প্রিয়' *(আবুদাউদ হা/৫৫৪; মিশকাত হা/১০৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/৪১১)*। তবে কেউ শারঈ ওযরের কারণে বাড়িতে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করলে মসজিদে ছালাত আদায়ের সমতুল্য ছওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৩২৩)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ রোগে অসুস্থ হ'লে অথবা সফরে থাকলে তার আমলনামায় তা-ই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়ীতে থাকলে লেখা হ'ত' *(বুখারী হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/১৫৪৪)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : শরী'আতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মাকরূহ প্রভৃতি পরিভাষা কি গ্রহণযোগ্য? এসকল বিধানের হুকুম ও তারতম্য সম্পর্কে জানতে চাই।

-মুজাহিদুর রহমান, তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ফরয এবং ওয়াজিব অর্থ ও হুকুমের দিক থেকে কাছাকাছি পরিভাষা। শরীআ'তের দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিধানগুলিকে ফরয ও ওয়াজিব দ্বারা নির্দেশ

করা হয়। অর্থাৎ এমন বিধান যা পালনে ছওয়াব পাওয়া যায় এবং পরিত্যাগে শাস্তি পেতে হয়। তবে উভয়ের মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্য হ'ল, ফরয বিধানসমূহ ওয়াজিবের তুলনায় কিছুটা বেশী গুরুত্ব বহন করে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-মুসওয়াদ্দাহ ফী উছূলিল ফিক্বহ পৃ. ৫০; আব্দুল করীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উছূলিল ফিক্বহ পৃ. ৩১-৩২)*। যেমন হজ্জের কোন ফরয ছুটে গেলে পুনরায় হজ্জ করতে হয়। কিন্তু ওয়াজিব ছুটে গেলে হজ্জ বাতিল হয় না; বরং কাফফারা দিলে হজ্জ আদায় হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ছালাতের কোন ফরয ছুটে গেলে তা পুনরায় আদায় করতে হয়। কিন্তু কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে সহো সিজদা দিলেই তা সম্পন্ন হয়ে যায় *(ইবনু হাজার হায়তামী, আল-ফাতাওয়াল হাদীছিয়াহ ১/১৫৭)*।

ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত অন্যান্য ইবাদতসমূহ পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে এবং যা পরিহারে ব্যক্তি পাপী হবে না; কিন্তু নিন্দাযোগ্য হবে। এগুলোর মধ্যে আবার গুরুত্বের কিছু তারতম্য রয়েছে। যেমন যে সকল ইবাদত রাসূল (ছাঃ) প্রায় নিয়মিতই করতেন ও করার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন সেগুলো সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। উদাহরণ স্বরূপ ঈদায়েনের ছালাত, দিনে-রাতে বারো রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ, বিতরের ছালাত ইত্যাদি। আর যে সকল আমল রাসূল (ছাঃ) কখনও করেছেন, কখনও ছেড়েছেন; কিন্তু বিশেষ গুরুত্বারোপ করেননি, সেগুলো সুন্নাতে যায়েদাহ বা গায়ের মুওয়াক্কাদাহ। তবে এ সকল আমল অনেক ফযীলতপূর্ণ। যেমন আছরের পূর্বে দুই বা চার রাক'আত ছালাত আদায় করা। আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু'রাক'আত ছালাত, মাগরিবের আযানের পরে ও জামা'আতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ইত্যাদি। এগুলোকে মুস্তাহাবও বলা হয়। আবার শরী'আত যে কাজটি করা বা না করার ইখতিয়ার দিয়েছে সেটি মুবাহ, জায়েয বা হালাল। একে মানদুবও বলা হয় *(আব্দুল করীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উছূলিল ফিক্বহ পৃ. ৩৯)*। আবার কতগুলো আমল আছে, যা হারাম অর্থাৎ করলে শাস্তি রয়েছে এবং পরিহার করলে ছওয়াব পাওয়া যায়। যেমন মিথ্যা বলা, অযথা তর্ক করা ইত্যাদি *(আবুদাউদ হা/৪৮০০; ছহীহুত তারগীব হা/২৬৪৮)*। আবার কিছু আমল হারাম নয়; তবে রাসূল (ছাঃ) অপসন্দ করেছেন। এগুলোকে মাকরূহ বলা হয়। যেমন ঠেস বা হেলান দিয়ে বসে খাওয়া *(বুখারী হা/৫৩৯৮; মিশকাত হা/৪১৬৮; আল-ওয়াযেহ ফী উছূলিল ফিক্বহ ৩৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : সূর্য হেলে যাওয়ার পরপরই যে চার রাক'আত ছালাত আদায় করা হয় হাদীছের পরিভাষায় ঐ ছালাতের নাম কি? এই ছালাত আদায় করলে যোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতের হক আদায় হয়ে যাবে কি?

-ইমামুল ইসলাম, কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়িব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য ঢলার পর হ'তে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোন সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে পৌঁছুক *(তিরমিযী হা/৪৭৮; আহমাদ হা/২৩৫৯৭; মিশকাত হা/১১৬৯)*। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এই ছালাত ছিল যোহরের পূর্বের চার রাকাআত ছালাত *(মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর ১/৪৬৭)*। তবে ইবনুল ক্বাইয়িম ও ইরাক্বীসহ কতিপয় বিদ্বানের মতে এটি স্বতন্ত্র ছালাত, যাকে 'সুন্নাতুয যাওয়াল' বা সূর্য ঢলে পড়ার ছালাত বলা হয়। এটি যোহরের ছালাতের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয় *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা'আদ ১/২৯৮-৯৯; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/১৪৬)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : কুরআন বুঝে পড়া ও না বুঝে পড়ার মধ্যে ছওয়াবের কোন পার্থক্য আছে কি?

-রিয়াযুল ইসলাম
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াত বুঝে করুক বা না বুঝে করুক প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি নেকী রয়েছে *(তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭)*। তবে বুঝে পাঠ করলে অতিরিক্ত ছওয়াব পাওয়া যাবে। কেননা কুরআন তেলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল উপদেশ গ্রহণ করা, যার জন্য কুরআন বুঝা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। তিনি আরও বলেন, তবে কি তারা কুরআন গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। ছাহাবায়ে কেরাম কুরআনের দশটি আয়াত শুনলে তা না বুঝে আর দশটি আয়াতের দিকে অগ্রসর হতেন না *(বায়হাক্বী হা/৫৪৯৫, ৩/১১৯; হাকেম হা/২০৪৭, ১/৭৪৩)*। তাছাড়া যারা কুরআন বুঝেনা তাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন, আর তাদের মধ্যে একদল নিরক্ষর ব্যক্তি রয়েছে, যারা আল্লাহ্র কিতাবের কিছুই জানে না কেবল একটা ধারণা ব্যতীত। তারা স্রেফ কল্পনা করে মাত্র *(বাক্বারা ২/৭৮)*। সুতরাং কুরআন না বুঝে তেলাওয়াত করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে। তবে বুঝে পড়া, অনুধাবন করা ও তদনুযায়ী আমল করাই কুরআন তেলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ও অধিক ছওয়াবের কারণ। সুতরাং প্রত্যেক মুসলামানের উচিৎ সাধ্যমত কুরআন বুঝে ও অনুধাবন করে পড়া এবং তদনুযায়ী আমল করা *(ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'দাহ ১/১৮৭; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৪৭)*। এজন্য পাঠ করুন : হাফাবা প্রকাশিত 'কুরআন অনুধাবন' বই।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : খুনছা তথা হিজড়া ছাগল বা গরু দ্বারা কুরবানী করা যাবে কি?

-হাফেয লুৎফর রহমান, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : হিজড়া গরু বা ছাগল দ্বারা কুরবানী করা যাবে, যদি তার দ্বারা গোশত দূষিত বা দুর্গন্ধযুক্ত না হয়। রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর প্রাণীর যে সকল দোষ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে হিজড়া অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, হিজড়া পশু দ্বারা কুরবানী হবে *(হাত্তাব আল-মালেকী, মাওয়াহিবুল জালীল ৪/৩৬৪)*। সাধারণতঃ মানুষ, গরু ও উটের মধ্যে হিজড়া হয়। অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে হয় বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : কনস্টান্টিনোপল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কি? ওছমানীয় খলীফাগণ আমাদের জানা মতে মন্দ আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। এক্ষণে তাদের একজনকে রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়নকারী হিসাবে গণ্য করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ যুলফিকার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) কনস্টান্টিনোপল তথা বর্তমান ইস্তাম্বুল বিজয়ের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে বসে লিখতাম। একদিন তাকে প্রশ্ন করা হ'ল দুই নগরীর মধ্যে কোনটি প্রথম বিজিত হবে, কনস্টানটিনোপল, না রোম? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হিরাকল (হিরাক্লিয়াস)-এর শহর (কনস্টান্টিনোপল) *(দারেমী হা/৪৮৬; আহমাদ হা/৬৬৪৫; ছহীহাহ হা/৪)*। যা ওছমানীয় খলীফা মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ (৮৫৫-৮৮৬ হি.)-এর হাতে প্রথম বিজিত হয়। দ্বিতীয় নগরী তথা রোম আল্লাহ্র ইচ্ছায় ক্বিয়ামতের পূর্বে বিজিত হবে *(ছহীহাহ হা/৪-এর আলোচনা)*। রাসূল (ছাঃ) কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে দলটি নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারা যেন জান্নাতকে অবধারিত করে ফেলল। উম্মে হারাম (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি রোমকদের রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তিনি বললেন, আমি কি তাদের মধ্যে হব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না' *(বুখারী হা/২৯২৪; ছহীহাহ হা/২৬৮)*।

ওছমানীয় খলীফাদের আক্বীদা মন্দ ছিল বলে ধারণা করার কোন যুক্তি নেই। বরং ছূফীবাদের দ্বারা প্রভাবিত হ'লেও মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ গোঁড়া ছূফীদের মধ্যে ছিলেন না। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উদার মনা ছিলেন। তিনি আলেমদের সম্মান করতেন এবং আলেমদের ন্যায় পোষাক পরিধান করতেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি কনস্টান্টিনোপল জয় করেন।

হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হি.) সিরিয়ার গভর্ণর থাকাকালীন সময়ে মু'আবিয়া (রাঃ) ২৭ হিজরী সনে রোমকদের বিরুদ্ধে প্রথম সমুদ্র অভিযান করেন। অতঃপর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত কালে (৪১-৬০ হি.) ৫২ হিজরী সনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয়। ইবনু কাছীর বলেন, ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে পরিচালিত উক্ত অভিযানে স্বয়ং হুসায়েন (রাঃ) অংশ গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত যোগদান করেছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, আবু আইয়ূব আনছারী প্রমুখ খ্যাতনামা ছাহাবীগণ *(দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'আশূরায়ে মুহাররম' বই)*।

উল্লেখ্য যে, 'অবশ্যই তোমরা কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। এর আমীর ও সৈন্যরা কতইনা সৌভাগ্যবান!' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ যঈফ *(যঈফাহ হা/৮৭৮)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : ব্যাঙের পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ডা. আলফায আলী, নওগাঁ।

উত্তর : ব্যাঙের পেশাব নাপাক। কারণ যেসব প্রাণীর গোশত হারাম তার পেশাবও হারাম। অতএব ব্যাঙের পেশাব কাপড়ে লাগলে তা ধুয়ে ছাফ করতে হবে *(ইবনু হাজার হায়তামী, তোহফাতুল মুহতাজ ১/৩১৭)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : পিতা-মাতা মারা গেলে মাথা মুণ্ডন করার হুকুম কি? এ বিষয়ে আবুদাউদের হা/৪১৯২-এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-কাযী হারুনুর রশীদ, ফকীরের পুল, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছটি হ'ল, আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) জা'ফরের সন্তানদেরকে (জা'ফর -এর শাহাদাতের জন্য) শোক প্রকাশের জন্য তিনদিন সময় দিলেন। অতঃপর তিনি তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, আজকের পর থেকে তোমরা আর আমার ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করবে না। অতঃপর বললেন, আমার ভাইয়ের সন্তানদের আমার কাছে ডেকে আনো। সেমতে আমাদেরকে আনা হ'ল। যেন আমরা কতকগুলি পাখির ছানা। অতঃপর তিনি বললেন, নাপিত ডেকে আনো। অতঃপর নাপিত এসে আমাদের মাথা মুণ্ডন করে দিল *(আবুদাউদ হা/৪১৯২; আহমাদ হা/১৭৫০; মিশকাত হা/৪৪৬৩, সনদ ছহীহ)*।

উক্ত হাদীছের ফলে কারো কারো ধারণা পিতা-মাতা মারা গেলে তিনদিন পরে মাথা মুণ্ডন করা কর্তব্য। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কেননা উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, জা'ফর (রাঃ)-এর শিশু সন্তানরা যাতে শোকে নিজেদের দেহ ও চুল কালিমালিপ্ত না করে সেজন্য রাসূল (ছাঃ) তাদের মাথা ন্যাড়া করে দিতে বলেন *(উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন হা/১৬৪০-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। তাছাড়া তাদের মা স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোকগ্রস্ত থাকার কারণে হয়ত সন্তানদের চুল পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে না। এই আশঙ্কায় রাসূল (ছাঃ) তাদের মাথা মুণ্ডন করে দেন *(আউনুল মা'বূদ ১১/১৬৪; মিরক্বাত ৭/২৮৩৪)*।

উল্লেখ্য যে, কারো মৃত্যুতে শোকের নিদর্শন হিসাবে মাথা মুণ্ডন করা হারাম। যেটি হিন্দুদের মধ্যে চালু আছে। আবু বুরদাহ (রহঃ) বলেন, ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তার মাথা তার পরিবারের এক মহিলার কোলে ছিল। মহিলাটি চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু তিনি তাকে থামাতে পারছিলেন না। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল তখন তিনি বললেন, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি না, যাদের থেকে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। যে সব নারী (মৃতের শোকে) উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করে, মাথার চুল ছিঁড়ে, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, রাসূল (ছাঃ) তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন *(বুখারী হা/১২৯৬; মুসলিম হা/১০৪; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ৩০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : যদি কোন মৃত ব্যক্তির পোস্ট মর্টেম করার কারণে বা পুড়ে যাওয়ার কারণে লাশের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে যায় তাহ'লে উক্ত লাশকে গোসল দেওয়ার বিধান কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : মৃতকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। এক্ষণে গোসল দেওয়ার সময় হাত দ্বারা স্পর্শ করার কারণে শরীর ঝলসানো চামড়া খসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কেবল মাইয়েতের দেহে পানি ঢেলে দেবে। এতেও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/১৭৮; হায়তামী, তোহফাতুল মুহতাজ ৩/১৮৪)*। আর লাশ যদি এর থেকেও বেশী স্পর্শকাতর বা ভয়াবহ হয়, তাহলে গোসল ও তায়াম্মুম ছাড়াই কাফন-দাফন সম্পন্ন করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২/১১৯)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : শীষ (আঃ)-এর সম্পর্ক জানতে চাই। তিনি কি ভারতে মারা যান?

-বদীউযযামান, দিনাজপুর।

উত্তর : হযরত শীছ (আঃ) আদম (আঃ)-এর তৃতীয় পুত্র সন্তান। হাবীলের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা শীছ (আঃ)-কে (যমজের বদলে) একক সন্তান হিসাবে দান করেন। সেজন্য তার নাম রাখা হয় শীছ। অর্থ আল্লাহ্র দান। তাঁর বংশধারায় আজকের পৃথিবীর সকল মানুষ বলে একদল বিদ্বান মত পোষণ করেন *(ইবনু কাছীর, আল-বেদায়াহ ১/১০৯; ইবনুল আছীর, আল কামেল ফীত তারীখ ১/১৭)*। শেষ জীবনে শীছ (আঃ) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে পুত্র আনূশকে ডেকে তিনি অছিয়ত করেন। অতঃপর মক্কাতেই ৯১২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর আবু কুবায়েস পাহাড়ের গুহায় স্বীয় পিতা-মাতার পাশেই তাঁকে দাফন করা হয় *(ইবনুল আছীর, আল কামেল ফিত-তারীখ ১/১৭)*। উল্লেখ্য যে, একদল লোক ভুয়া ভিডিও তৈরী করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, শীছ (আঃ)-এর কবর ভারতে রয়েছে, যা সর্বৈব মিথ্যা।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : গৃহপালিত পশু-পাখি যেমন গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর পায়ের নখ বা ক্ষুর খাওয়া জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ নাসিম, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এগুলো হালাল প্রাণী। মানুষের যা রুচি হবে তা খাবে এতে কোন দোষ নেই *(মায়েদাহ ৫/৮৮)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : দ্বিতীয় বিবাহ করার কারণে আমার মা আমার পিতাকে তালাক দেন। বর্তমানে আমি মায়ের সাথে থাকি এবং তাকে দেখাশোনা করি। এক্ষণে আমি সামর্থ্যবান হই বা না হই, পিতাকে দেখাশোনা করার কোন দায়িত্ব আমার আছে কি?

-আবু রায়হান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পিতা-মাতা যে অবস্থানেই থাকুক সন্তানের দায়িত্ব হ'ল তার খোঁজ-খবর নেওয়া ও সামর্থ্য থাকলে আর্থিক সহায়তা করা। এমনকি তারা অমুসলিম হলেও দুনিয়াতে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ বলেন, পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। রাসূল (ছাঃ) আসমা (রাঃ)-কে তার অমুসলিম মায়ের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৩১৮৩, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৩)*। এছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথেই বসবাস করতেন *(মুসলিম হা/২৪৯১, মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে এবং তোমার সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৯)*। অতএব সাধ্যমত পিতার খোঁজ-খবর নিবে এবং সামর্থ্য থাকলে তার জন্য ব্যয় করবে।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : বাজার থেকে গোশত ক্রয়ের সময় পশুটি জীবিত ছিল কি না, যবেহের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়েছিল কি-না ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে যায়। এক্ষণে এরূপ সন্দেহপূর্ণ গোশত ক্রয় পরিহার করতে হবে কি?

-রেযাউল করীম, রাজশাহী।

উত্তর : কোন মুসলিম ব্যক্তি পশু যবেহ করলে সুধারণা রাখতে হবে এবং অযথা সন্দেহ পরিহার করতে হবে। আর বিসমিল্লাহ বলে খাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৩৬৫)*। কারণ একদা মদীনার গ্রামাঞ্চলের নওমুসলিমরা মদীনা শহরে গোশত বিক্রি করতে আসলে এবং ছাহাবীগণ বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে কিনা সন্দেহ করলে রাসূল (ছাঃ) তাদের যবেহ করা পশুর গোশ্ত বিসমিল্লাহ বলে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৭৩৯৮; মিশকাত হা/৪০৬৯)*। তবে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কোন অমুসলিম তা যবেহ করেছে, তবে তা খাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : তাওহীদকে কে প্রথম তিন ভাগে বিভক্ত করেন? এই প্রকরণের দলীল কি?

-মাহদী হাসান রেযা, হালসা, নাটোর

উত্তর : ইবনু জারীর ত্বাবারী (মৃ. ৩১০হি.), ইবনু বাত্ত্বা (মৃ. ৩৮৭হি.) ও ইবনু মানদাহ (মৃ. ৩৯৫হি.) প্রমুখ বিদ্বান সর্বপ্রথম অধিকতর বোধগম্যতার জন্য ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে তাওহীদকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করেন। অতঃপর ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ও ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাওহীদকে দুইভাগে ভাগ করেন, যা তিন প্রকার তাওহীদকেই শামিল করে *(ইবনু বাত্ত্বা, আল-ইবানাহ ২/১৭২-৭৩; ইবনু মানদাহ, আত-তাওহীদ ১/৩৩; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১৫/১৬৪)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অসংখ্য দলীল দ্বারা এই ভাগগুলি প্রমাণিত। যেমন সূরা ফাতিহার মধ্যেই এই তিনটি প্রকারের দলীল রয়েছে। তাওহীদকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধির জন্য এই ভাগগুলি খুবই যথার্থ, যার কোনটিই অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

উদাহরণস্বরূপ : (১) তাওহীদে রুবূবিয়াত তথা রব ও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্বের দলীল হ'ল- আল্লাহ বলেন, 'যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে তাদের সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। এরপরেও তারা কোথায় ঘুরছে? *(যুখরুফ ৪৩/৮৭)*। (২) তাওহীদে উলূহিয়াত বা একমাত্র মা'বূদ হিসাবে আল্লাহ্র ইবাদতের দলীল হ'ল- আল্লাহ বলেন, 'অতএব তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ও মুমিন নর-নারীদের জন্য। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন তোমাদের চলাফেরা ও আশ্রয় সম্পর্কে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। (৩) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত তথা নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্বের দলীল হ'ল- আল্লাহ বলেন, 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি আরও বলেন, 'তিনি জানেন যা কিছু তাদের

সম্মুখে ও পিছনে আছে। আর তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না' *(ত্বোয়াহা ২০/১১০)*।

সুতরাং তাওহীদের প্রকারভেদ কোন নতুন আবিষ্কার নয়; বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই গৃহীত *(শানক্বীত্বী, তাফসীর আযওয়াউল বায়ান ৩/১৭-১৯; দ্র. আব্দুর রাযযাক আল-বদর, আল-ক্বাওলুস সাদীদ ফী রাদ্দে 'আলা মান আনকারা তাক্বসীমাত-তাওহীদ)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : 'সত্য কথাই তিতা'। হাদীছটি কি ছহীহ?

-অহীদুযযামান, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ এ মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তাছাড়া সব সত্য কথাই তিতা এমন কথাও সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সত্য কথা বল যদিও তা তিতা হয়' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৬৬)*।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : মহিলারা কুরবানীর পশু যবেহ করতে পারে কি?

-আব্দুল গফূর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : মহিলারা কুরবানীর পশু সহ যেকোন পশু যবেহ করতে পারে। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, তার একটি ছাগল 'সালআ' নামক চারণক্ষেত্রে ছিল। তাঁর এক দাসী ছাগলটিকে মরণাপন্ন দেখে পাথর দ্বারা যবেহ করে দেয়। বিষয়টি তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ছাগলটি খাওয়ার নির্দেশ দেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০৭২)*।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : বিশেষ কারণবশত সপ্তম দিনের পূর্বে সন্তানের আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল হান্নান, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা দেওয়াই সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়' *(আবুদাউদ হা/২৮৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনের আক্বীক্বাও সপ্তম দিনে করেছিলেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৩১১, সনদ হাসান)*। অতএব সক্ষম ব্যক্তি সপ্তম দিনেই আক্বীক্বা করবে। ইবনুল ক্বাইয়িম, উছায়মীনসহ এক দল বিদ্বানের মতে, বিশেষ শারঈ ওযর থাকলে সপ্তম দিনের পূর্বে অথবা পরেও আক্বীক্বা দিতে পারে *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪৩১; ইবনুল ক্বাইয়িম, তোহফাতুল মাওদুদ ৬৩ পৃ.; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২২৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৪৪৫-৪৪৬)*।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : 'আমরা সত্বর তোমার উপর নাযিল করব ভারী কিছু বিষয়'-আয়াতটির ব্যাখ্যা কি? অনেকে এ আয়াত দ্বারা ইক্বামতে দ্বীন বুঝাতে চান। এটা সঠিক কি?

-নিয়ামুল হাসান, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত আয়াতে 'ভারী কিছু বিষয়'-এর অর্থ পূর্ণ কুরআন ও ইসলাম *(কুরতুবী)*। ক্বাতাদাহ বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! ভারী হ'ল এর ফরয সমূহ এবং দণ্ডবিধি সমূহ'। মুজাহিদ বলেন, 'এর হালাল ও হারাম সমূহ'। মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, 'মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য ভারী' *(কুরতুবী)*। তবে ঈমানদারগণের জন্য ইসলামের বিধান পালন কখনোই ভারী নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন কাজ, বিনীত বান্দাদের জন্য ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এ দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি এতে কঠোরতা আরোপ করবে, সে পরাভূত হবে। অতএব তোমরা সঠিক পথে থাক এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর ও মানুষকে সুসংবাদ প্রদান কর' *(বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ছালাত ও ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের মন-মানসিকতাকে আগেই প্রস্তুত করে নিতে হয়। এগুলি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য 'ট্রেনিং কোর্স' নয়। যেমনটি আধুনিক কালের অনেক রাজনৈতিক মুফাসসির ধারণা করে থাকেন *(আবুল আ'লা মওদূদী, খুত্বাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৮৭ খৃ.) ৩২০ পৃ.)*। বরং ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক, ইসলামী ইবাদত সমূহ সর্বাবস্থায় ফরয। আর 'ট্রেনিং কোর্স' হয় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য।

অত্র আয়াত ইসলামের সূচনাকালে মক্কায় নাযিল হয়েছে। অতঃপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে গিয়ে মদীনায় ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বড় বোঝা বহন করার জন্য বড় হৃদয়ের দৃঢ়চিত্ত মানুষ আবশ্যক। আর সেজন্য সর্বাগ্রে নিশুতি রাতে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে তার প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল হওয়া ও আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীছে ছালাতকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং ইসলামের খুঁটি বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৬১৬; মিশকাত হা/২৯; ছহীহাহ হা/১১২২)*। সমাজের পুঞ্জিভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা দুর্বলচিত্ত ও সুবিধাবাদী লোকদের মাধ্যমে কখনো সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ইসলাম হ'ল আল্লাহ প্রেরিত 'স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দ্বীন' *(আহমাদ হা/১৫১৯৫; মিশকাত হা/১৭৭; ইরওয়া হা/১৫৮৯)*। একে বাস্তবায়নের জন্য স্বচ্ছ হৃদয়ের মুমিন আবশ্যক। যে সাহসের সাথে সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে পারে। নইলে সে ধ্বংস হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট দ্বীনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি। যার রাত্রি হ'ল দিনের মত। আমার পরে এ থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে ধ্বংস হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪৩; হাকেম হা/৩৩১; আহমাদ হা/১৭১৮২; ছহীহাহ/৯৩৭)*। অতএব উক্ত আয়াত থেকে ইক্বামতে দ্বীন অর্থ গ্রহণ করা সঠিক হবে না।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : দুই সিজদার মাঝে পড়ার জন্য প্রচলিত দো'আটি ছাড়া আর কোন দো'আ আছে কি?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : দুই সিজদার মাঝে প্রচলিত দো'আটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন কোন কোন হাদীছে কেবল 'রাব্বিগ ফিরলী, রাব্বিগ ফিরলী' (আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও) অংশটুকু এসেছে *(আবুদাউদ হা/৮৫০, ৮৭৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৯৭, ৮৯৮ ; মিশকাত হা/১২০০; ইরওয়া হা/৩৩৫, সনদ ছহীহ)*। আবার কোন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করতেন *(আবুদাউদ হা/৮৫০; মিশকাত হা/৯০০, সনদ ছহীহ)*। আবার কোন হাদীছে এসেছে, তিনি দুই সিজদার মাঝে সাতটি বিষয় প্রার্থনা করতেন *(ইবনু*

মাজাহ হা/৮৯৮; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী ১৫৩ পৃ.)। সেজন্য ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, হাদীছে বিভিন্ন শব্দযোগে মোট সাতটি বিষয় প্রার্থনা করা হয়েছে। যার সবগুলি একত্রে পাঠ করা উত্তম *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৩৭)*। উক্ত সাতটি বিষয় হ'ল- 'আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়াহ্দিনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ারযুকনী ওয়ারফা'নী'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন, আমার মর্যাদা উন্নীত করুন' *(ইবনু মাজাহ হা/৮৯৮)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : তাহাজ্জুদ ছালাত কি ঘুম থেকে উঠে আদায় করা শর্ত? না রাতের যেকোন সময় পড়লেই তা তাহাজ্জুদ হিসাবে গণ্য হবে?

-মিনহাজ পারভেয, রাজশাহী।

উত্তর : এশার ছালাতের পরই তাহাজ্জুদের ছালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায় এবং ফজর উদয় হ'লে শেষ হয়ে যায় *(মুসলিম হা/৭৩৬; মিশকাত হা/১১৮৮; ইবনুল মুনযির, আল-ইজমা' ৫০ পৃ.; আলবানী, ক্বিয়ামু রামাযান ২৬ পৃ.; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩৪/১১৯)*। তবে তাহাজ্জুদের ছালাতের মূল সময় হ'ল রাত্রির তৃতীয় প্রহর *(বুখারী হা/৩৪২০; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/১২২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর এমন সময় যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে' *(তিরমিযী হা/২৪৮৫)*। যেসময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলেন, কে আছ আমাকে আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে যাঞ্চাকারী, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করব'। এভাবে বলতে থাকেন যতক্ষণ না ফজরের আলো স্পষ্ট হয়' *(মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩)*। তাহাজ্জুদ বা বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে 'উবাদাহ বিন ছামিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রমুখ ছাহাবীগণ ফজর ছালাতের আগে তা আদায় করে নিতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৩)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : তাবীয ঝুলানো, হাড়ি পড়া ইত্যাদি কুফরী বস্তু যে ঘরে ঝুলানো থাকে সেখানে ছালাত পড়লে কবুল হবে কি?

-শরীফুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : তাবীয ঝুলানো শিরক। তাবীয থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ) এক ছাহাবীর বায়'আত নেননি। সে তা কেটে ফেলে দিলে তিনি তার বায়'আত গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো, তাকে তার উপরই নির্ভরশীল করে দেয়া হয়' *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৫৬)*। আর ঘরে তাবীয, হাড়ি বা অন্য কিছু ঝুলানোর কারণে গুনাহ হ'লেও সেখানে ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/১৭৯, ৫/৩৭৭; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৬০)*।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : আমার বন্ধু নৌবাহিনীতে চাকুরী করে। সেখানে সব দ্বীনী বিধান পালন করা গেলেও দাড়ি রাখা যায় না। রাখলে ছেটে রাখতে হয়। এক্ষণে তার করণীয় কি?

-নিয়ায মোর্শেদ, দত্তনাবাদ, নাটোর।

উত্তর : দাড়ি রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়িকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। আর গোঁফ ছোট কর *(বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১)*। আর দাড়ি কাটা বা ছাঁটার পক্ষে কোন দলীল নেই; বরং এটি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী। এক্ষণে ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সাথে বিষয়টি আলোচনা করতে হবে এবং তাদেরকে বোঝানোর সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। কোনভাবেই সম্ভব না হ'লে যতটুকু সুযোগ রয়েছে ততটুকু রেখেই ইসলামের বিধান পালন করবে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী হা/৫৮৯২-৯৩-এর আলোচনা, ১০/৩৪৯-৫১; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৪/৩১৭)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : জনৈক নারী এক ছেলে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। কিছুদিন পর ছেলেও মারা যায়। বর্তমানে তার স্বামী ও এক ভাই জীবিত আছে। তাদের সম্পদ কিভাবে বণ্টিত হবে?

-নূরুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : প্রথমতঃ সম্পদ স্বামী ও ছেলের মাঝে বণ্টিত হবে। অর্থাৎ স্বামী এক-চতুর্থাংশ পাবেন এবং ছেলে আছাবা হিসাবে পুরো সম্পদ পেয়ে যাবে *(নিসা ৪/১২)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অংশীদারদের নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকে তা (আছাবা হিসাবে) নিকটতম পুরুষ লোকের প্রাপ্য' *(বুখারী হা/৬৭৩২; মুসলিম হা/১৬১৫; মিশকাত হা/৩০৪২)*। এক্ষণে ছেলে মারা যাওয়ার কারণে পিতা আছাবা হিসাবে পুরো সম্পদ পাবেন *(নিসা ৪/১১; ইবনুল মুফলেহ. আল-মুবদে' ফী শারহিল মুকনে' ৫/৩২২)*। আর উক্ত মহিলার ভাই কোন সম্পদ পাবে না।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : অবাধ্য স্ত্রীর ছালাত কবুল হবে কি?

-মমতাজ মহল, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : অবাধ্য স্ত্রীর ছালাত কবুল হবে না মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু'জন ব্যক্তির ছালাত তার মাথা অতিক্রম করবে না (কবুল হবে না)। (১) যে দাস তার মালিক হ'তে পলায়ন করেছে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। (২) অবাধ্য স্ত্রী যতক্ষণ না সে আনুগত্যে ফিরে আসে *(হাকেম হা/৭২৩০; ছহীহাহ হা/২৮৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৮৮৮)*। তবে সে যদি তওবা করে আবার আনুগত্য ফিরে আসে, তাহ'লে কবুল হবে। অতএব শারঈ ওযর ব্যতীত স্বামীর আনুগত্য অবশ্যই করতে হবে। অন্যথায় যেমন ইবাদত কবুল হবে না, তেমনি ফেরেশতারা লা'নত করবে *(বুখারী হা/৩২৩৭; মুসলিম হা/১৪৩৬; মিশকাত হা/৩২৪৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : রাসূল (ছাঃ) ইশরাক বা ছালাতুয যোহা কত রাক'আত আদায় করেছেন?

-রফীকুল ইসলাম, করমদীঘি, ভারত।

উত্তর : সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে একে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুয যোহা' বা চাশতের ছালাত বলা হয়। ইশরাক, যোহা, আউয়াবীন সবই একই ছালাত। এই ছালাত বাড়ীতে পড়া 'মুস্তাহাব'। এটি সর্বদা পড়া এবং আবশ্যিক গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কখনও পড়তেন, কখনও ছাড়তেন। চাশতের ছালাতের

রাক'আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পর্যন্ত পাওয়া যায়। প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরাতে হয়। উল্লেখ্য যে, দুপুরের পূর্বের এই ছালাতকেই *'ছালাতুল আউওয়াবীন'* বলে। মাগরিবের পরের ছয়, বিশ বা যে কোন পরিমাণ নফল ছালাতকে *আউওয়াবীন* বলার হাদীছগুলি যঈফ *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'ইশরাক্ব ও চাশতের ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : কন্যার সম্মতি ব্যতীত পিতা এককভাবে বিবাহ দিতে পারবেন কি?

-আফীফা হোসাইন, নিমতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সাবালিকা মেয়ের সম্মতি ব্যতীত পিতা তাকে এককভাবে বিবাহ দিতে পারেন না। খানসা বিনতে খিযামের আপত্তির কারণে রাসূল (ছাঃ) তার পিতার দেওয়া বিবাহ বাতিল করে দেন এবং পরে তিনি আবু লুবাবাহ ইবনুল মুনযিরের সাথে বিবাহিতা হন *(বুখারী হা/৬৯৪৫; মিশকাত হা/৩১২৮, ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৩)*। তবে কন্যার কর্তব্য পিতার সম্মতিকে গুরুত্ব দেওয়া। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, যেকোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

তবে মেয়ে যদি কুমারী হয় এবং তাকে বিয়ের কথা জানানোর পর যদি সে চুপ থাকে, তাহ'লে চুপ থাকাটাই তার সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে। আর বিধবা হ'লে মুখে স্পষ্ট সম্মতি নিতে হবে *(মুসলিম হা/১৪২১; মিশকাত হা/৩১২৭)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : জনৈক পীর ছাহেব ছালাতে একাগ্রতার জন্য চোখ বন্ধ করে কলবের দিকে খেয়াল রেখে ছালাত আদায় করতে বলেছেন। এ পন্থা অবলম্বন করা যাবে কি?

-ইজাবুল আলম, ভাটারা, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। কেননা ছালাতে একাগ্রতা আনার নামে চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ *(ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ৪৯/৩২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৭/১০৪-০৫)*। বরং ছালাতের মধ্যে সিজদার স্থানের দিকে এবং তাশাহহুদের সময় আঙ্গুলের ইশারার দিকে দৃষ্টি রাখাই হাদীছ সম্মত *(হাকেম হা/১৭৬১; আবুদাঊদ হা/৯৯০, মিশকাত হা/৯১২)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : সামাজিক মাধ্যমে মৃত্যু সংবাদ জানানো এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ চাওয়া শরী'আতসম্মত কি?

-আব্দুছ ছামাদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এভাবে মৃত্যু সংবাদ জানানো জায়েয। হাবশার সম্রাট নাজাশী মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মৃত্যু সংবাদ মুসলমানদের জানিয়ে দেন এবং মুসলিম হওয়ার কারণে তার জানাযার ছালাত আদায় করেন' *(বুখারী হা/১৩২৭)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদের মাইকে বা বাযারে কারু মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জায়েয নয়। তাছাড়া মসজিদের বোর্ডে কারু মৃত্যু সংবাদ লিখে প্রকাশ করাও জায়েয নয়। কেবল জানাযার জন্য পরস্পরকে অবহিত করা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/১৪২)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : ১৯৪৫ সালে আমার বড় বোনের বিয়ে হয়। আমার ভগ্নিপতি ৫০০/= মোহরানা নির্ধারণ করে বিবাহ সম্পন্ন করে। কিন্তু তখন সে মোহরানা পরিশোধ করেনি। পরবর্তীতে আমার বোন এক পুত্র সন্তান রেখে মারা যায়। ঐ ছেলেও ৫ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান রেখে মারা যায়। এক্ষণে ঐ মোহরানা পরিশোধ করতে চাইলে তার মূল্যমান বর্তমান হিসাবে হবে না-কি পূর্বনির্ধারিত ৫০০/- টাকা দিলেই যথেষ্ট হবে? এছাড়া ঐ অর্থের হকদার কে হবে?

-নাছির, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : বকেয়া মোহর স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঋণস্বরূপ। তাই স্ত্রী মারা গেলেও তাকে মোহরানা প্রদান করতে হবে। আর প্রাপ্ত অর্থ ওয়ারিছরা মীরাছের বিধান অনুপাতে পাবেন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৯/৮৬)*। এক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত মোহরানা পরিশোধ করবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, মাসআলা ক্রমিক ৩২৬১, ৪/২৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সে ব্যক্তিই উত্তম যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে উত্তম *(বুখারী হা/২৩৯২; মুসলিম হা/১৬০০; মিশকাত হা/২৯০৫)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : যে ব্যক্তি রাত্রে শয়নকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, সে সকালে নিষ্পাপ হয়ে জেগে উঠে। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-মুশতাক, তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : হাদীছটি জাল *(মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৬২২৪, যঈফুল জামে' হা/৫৭৮৭; মওযূ'আত ১/২৪৭)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : ছালাতরত অবস্থায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম শুনলে 'ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে কি?

-আমীনুর রহমান, ঝিনাইদহ।

উত্তর : বলতে হবে না। রাসূল (ছাঃ) কিংবা ছাহাবীদের থেকে এরূপ বলার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ছালাতের বাইরে শুনলে বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : ওমরাহ করার পর চুল না কাটলে কাফফারা দিতে হবে কি? এছাড়া মক্কায় চুল না কেটে ৮৫ কি.মি. দূরে জেদ্দায় গিয়ে চুল কাটা যাবে কি?

-জুনাইদ, জেদ্দা, সঊদীআরব।

উত্তর : ওমরা করার পরে চুল ছাটা বা মাথা মুণ্ডন করা ওয়াজিব। তার পূর্বে হালাল হওয়া যাবে না। অতএব কেউ যদি ওয়াজিব তরক করে, তাহ'লে তাকে কাফফারা হিসাবে একটি কুরবানী দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৩৪২)*। আর মক্কায় মাথা মুণ্ডন করাই সুন্নাত। তবে দূরবর্তী কোন স্থানে করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে চুল ছেটে ফেলার বা মুণ্ডন করার পূর্বে ইহরাম খুলে হালাল হওয়া যাবে না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৭/৫৭)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : দুনিয়া হ'ল আখেরাতের জন্য শস্যক্ষেত্র- মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মা'রূফ রায়হান, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছটি জাল ও বানোয়াট *(আছ-ছাগানী, আল-মাওযূ'আত ১/৬৪; ফাত্তানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত ১/১৭৪)*। তবে অর্থগতভাবে সঠিক। কেননা আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য পরকালের ফসল বাড়িয়ে দেই *(আশ-শূরা ২০)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : মৃত ব্যক্তির নামে মসজিদে ধনী-গরীব সম্মিলিতভাবে সবাইকে খাওয়ানো যাবে কি?

-ইকরামুল ইসলাম, দিনাজপুর।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নামে সকল শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে খাওয়ানোর অনুষ্ঠান করা যাবে না। কারণ মৃত ব্যক্তির নামে যা করা হয় তা হ'ল ছাদাক্বাহ, যা ধনীরা খেতে পারে না *(তওবাহ ৯/৬০; তিরমিযী হা/৬৫২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : নমরূদ মশার কামড়ে মারা গিয়েছিল বলে সমাজে যে ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

-আব্দুর রাযযাক, কুষ্টিয়া।

উত্তর : নমরূদ কিভাবে মারা গেছে সে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কিছু বলা হয়নি। তবে তাফসীর ও ইতিহাসের গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায় যে, মশা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ২৫৯-এর তাফসীর দ্র., আল-বিদায়াহ ১/১৭২)*। তবে এ সবই ইস্রাঈলী বর্ণনা। যে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আহলে কিতাবদের সত্য বলোনা এবং মিথ্যাও বলোনা। বরং বল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তার উপর' *(বুখারী হা/৪৪৮৫; মিশকাত হা/১৫৫)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : হজ্জ করতে গিয়ে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে কাফনের কাপড় ক্রয় করা যাবে কি?

-এনামুল হক, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তর : অধিক ফযীলতপূর্ণ মনে করে মক্কা থেকে কাফনের কাপড় ক্রয় করে রাখা শরী'আতসম্মত নয়। এটি দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না' *(নিসা ১৭১)*। তবে সাধারণভাবে ইহরামের কাপড় বা যে কোন কাপড়কে কাফনের কাপড় হিসাবে নির্ধারণ করে রাখা যায়। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে কাফনের কাপড় বানানোর জন্য একটি চাদর উপহার হিসাবে চেয়ে নেয়। অতঃপর সে মারা গেলে সেটি দ্বারাই তার কাফন হয় *(আহমাদ হা/২২৮৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : ছালাতে সূরা ফাতিহার পর সর্বনিম্ন কয়টি আয়াত পাঠ করা আবশ্যক?

-পায়েল ইসলাম, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*। আর সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৮)*। অতএব কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করলেও ছালাত হয়ে যাবে *(বুখারী হা/৭৭২)*। আর সূরা ফাতিহার সাথে সর্বনিম্ন যেকোন একটি আয়াত পাঠ করলেও যথেষ্ট হবে। যেমন আয়াতুল কুরসী। তবে স্মর্তব্য যে, আয়াতটি অসম্পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক হ'লে তা পড়া উচিৎ নয় *(বাহূতী, কাশ্শাফুল ক্বিনা' ১/৩৪২)*। যেমন- مدهامتان '(জান্নাতের) ঘন সবুজ দু'টি বাগান' *(আর-রহমান ৫৫/৬৪)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : ক্বিবলা নির্ণায়ক আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে কোন মসজিদের ক্বিবলা যদি ভুল প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

-শরীফুদ্দীন, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যে মসজিদের ক্বিবলা ভুল প্রমাণিত হ'লে সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করা যাবেনা। এমতাবস্থায় মসজিদের মধ্যে কাতার ক্বিবলামুখী করে ঠিক করে নিতে হবে। অথবা সম্ভব হ'লে মসজিদ পুনঃসংস্কারের মাধ্যমে ক্বিবলা ঠিক করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৪৪; উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/৪১৫-১৭)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : গোসলখানা ও টয়লেট একত্রে থাকলে সেখানে ওযূ করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : গোসলখানা ও টয়লেট একত্রে থাকলেও যদি ওযূ করার স্থানে অপবিত্র বস্তু ছড়িয়ে না থাকে, তাহ'লে সেখানে ওযূ করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই *(ফাতওয়া লাজনা-দায়েমাহ ৫/৮৫; মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/৩৬৯)*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

বর্তমানে প্রদীপ কুমার দাশ ঈদুল আযহার আগের রাতে ৩১শে জুলাই শুক্রবার মেরিন ড্রাইভ সড়কে সাবেক ব্রিগেড মেজর ও প্রধানমন্ত্রীর এসএসএফ সদস্য মেজর সিনহা মুহাম্মাদ রাশেদ (৩৬) হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামী। গত তিন সপ্তাহে ব্যাপক তদন্ত শেষে বর্তমানে সেটি থমকে দাঁড়িয়েছে একটি স্পর্শকাতর স্থানে যে, কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই মাত্র ২ মিনিটে নিরস্ত্র মেজর (অবঃ) সিনহা হত্যাকাণ্ডের আগে-পরে ১১ দিন যাবৎ টেকনাফ থানা ভবনের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি কেন অচল ছিল? (১০) আমরা আজও জানিনা যে, বিগত চারদলীয় 'ইসলামী মূল্যবোধে'র জোট সরকার কেন ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে মারকায থেকে গ্রেফতার করেন? কেন তাদের বিরুদ্ধে ১০টি মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়? অতঃপর সেই মিথ্যা মামলার পিছনে জনগণের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়? কেন মানহানি করা হয় শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের? অবশেষে বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত হন তারা সবাই। যালেমদের দুনিয়াবী পরিণতি সবাই দেখেছেন। আখেরাতের পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ। বর্তমান 'ধর্মনিরপেক্ষ' সরকারের আমলে বস্তুনিষ্ঠ নামধারী সরকারী ও বেসরকারী কিছু মিডিয়ায় মাঝে-মধ্যে জঙ্গী হামলাকারীদের তালিকায় বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত এইসব আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের ছবি দেখানো হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি যুলুম। আর এই যুলুমের প্রতিকার আমরা সেদিনের মত আজও কেবল আল্লাহ্র নিকটেই কামনা করি।

পরিশেষে বলতে চাই, নগদে হৌক বা দেরীতে হৌক, যুলুমের শাস্তি পেতেই হবে। আর তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৬/৭-৮)*। তিনি বলেন, 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। আর এটাই ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। আল্লাহ যালেমদের বারিত করুন ও মাযলূমদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

YEAR TABLE (23rd Vol.) বর্ষসূচী-২৩ (Oct. 2019 to Sept. 2020)

(২৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৯ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :**

১. এনআরসি : শতাব্দীর নিকৃষ্টতম আইন *(অক্টোবর'১৯)* ২. নিহত আবরার নিহত দেশপ্রেম *(নভেম্বর'১৯)* ৩. বাবরী মসজিদের রায় : ভূলুণ্ঠিত ন্যায়বিচার *(ডিসেম্বর'১৯)* ৪. মানুষকে ভালবাসুন *(জানুয়ারী'২০)* ৫. শাসন ও অনুশাসন *(ফেব্রুয়ারী'২০)* ৬. করোনা ভাইরাস *(মার্চ'২০)* ৭. (১) ভারত ভাগ হয়ে যাচ্ছে (২) করোনা একটি পরীক্ষা : এটি আযাব অথবা রহমত *(এপ্রিল'২০)* ৮. করোনা ও রামাযান *(মে'২০)* ৯. বর্ণবাদী আমেরিকার মুক্তির পথ *(জুন'২০)* ১০. মানুষ না মনুষ্যত্ব *(জুলাই'২০)* ১১. বিশ্বের শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর তাকীদ *(আগস্ট'২০)* ১২. যুলুমের পরিণতি ভয়াবহ *(সেপ্টেম্বর'২০)*।

*** দরসে কুরআন :** ১. আল্লাহকে দর্শন *(মার্চ'২০)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** দরসে হাদীছ :** ১. পরোপকারীর মর্যাদা *(মার্চ'২০)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** প্রবন্ধ :**

অক্টোবর'১৯ : ১. মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে *(২৩/১-৮) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. অনুমতি গ্রহণের আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩. আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা *(২৩/১-২) -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ৪. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি *(শেষ কিস্তি) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৫. মুহাসাবা *(২৩/১-২) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*।

নভেম্বর'১৯ : ১. বৃদ্ধাশ্রম : মানবতার কলঙ্কিত কারাগার *(২৩/২-৪) -মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম* ২. আলেমে দ্বীনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য *-হাফেয আব্দুল মতীন*।

ডিসেম্বর'১৯ : ১. কুরআন তেলাওয়াতের আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ : মুসলিম জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা *(২৩/৩-৪) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*।

জানুয়ারী'২০ : ১. মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার গুরুত্ব *-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

ফেব্রুয়ারী'২০ : ১. ছালাতের আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. দ্বীনের উপর অবিচলতা *-আব্দুর রাক্বীব মাদানী* ৩. ঈছালে ছওয়াব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ *(২৩/৫, ৮, ১১) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*।

মার্চ'২০ : ১. দাওয়াতের ক্ষেত্র ও আধুনিক মাধ্যম সমূহ *(২৩/৬, ৯) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. পরকালে পাল্লা ভারী ও হালকাকারী আমল সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩. আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ৪. ইসলামে সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত *-কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী* ৫. ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিধান *(২৩/৬-৮) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

এপ্রিল'২০ : ১. পাপ বর্জনের শিষ্টাচার সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

মে'২০ : ১. বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

জুন'২০ : ১. ওযূর আদব সমূহ *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. শিক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশুর পাঠদান পদ্ধতি ও শিখনফল নির্ণয় *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ৩. জিহাদের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল সমূহ *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৪. মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব (২৩/৯-১২) *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*।

জুলাই'২০ : ১. ইমাম গাযালীর রাষ্ট্র দর্শন *-ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান* ২. ছাহাবী ও তাবেঈগণের যুগে মহামারী ও তা থেকে শিক্ষা *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৩. পলাশী ট্রাজেডি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু বাস্তবতা *-ড. ইফতিখারুল আলম মাসঊদ* ৪. রবার্ট ক্লাইভ : ইতিহাসের এক ঘৃণ্য খলনায়ক *-ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান* ৫. কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

আগস্ট'২০ : ১. ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও অপব্যয় : কারণ ও প্রতিকার *-মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন* ২. রোগ-ব্যাধির উপকারিতা *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩. আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

সেপ্টেম্বর'২০ : ১. মুসলিম সমাজ ও মাওলানা আকরম খাঁ *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. অসুস্থ ব্যক্তির করণীয় ও বর্জনীয়-*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

অর্থনীতির পাতা : ১. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ *(অক্টোবর'১৯) -ড. নূরুল ইসলাম* ২. ইসলামের দৃষ্টিতে মজুদদারী *(নভেম্বর ও ডিসেম্বর'১৯) -ঐ* ৩. পণ্যে ভেজাল প্রদান : ইসলামী দৃষ্টিকোণ *(ফেব্রুয়ারী'২০) -ঐ* ৪. ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা *(এপ্রিল'২০) -বিকাশ কান্তি দে*।

সাময়িক প্রসঙ্গ : ১. উইঘুরের মুসলিম ও কালো জাদুকরের থাবা *(নভেম্বর'১৯)* -*ড. মারুফ মল্লিক* ২. বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যুগে যুগে ষড়যন্ত্র *(ডিসেম্বর'১৯)* -*মোহাম্মাদ আব্দুল গফুর* ৩. রেল দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার *(জানুয়ারী'২০)* -*মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মিয়াঁ* ৪. বিশ্বময় ভাইরাস আতঙ্ক : প্রয়োজন সতর্কতা *(মার্চ'২০)* -*মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মিয়াঁ* ৫. আফগানদের কাছে আরেকটি মার্কিন পরাজয় *(এপ্রিল'২০)* -*ড. মারুফ মল্লিক* ৬. ইতিহাসের ভয়াবহ সব মহামারীগুলো *(মে'২০)* -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ৭. করোনার চিকিৎসা ও টিকা বিনামূল্যে সবার জন্য চাই *(জুন'২০)* -*কামাল আহমেদ* ৮. করোনা ও মানবতার জয়-পরাজয় *(জুলাই'২০)* -*ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৯. কোথায় মিলবে চিকিৎসা *(জুলাই'২০)* -*মুহাম্মাদ আবু নোমান* ১০. শরণার্থীরা এখন সবার মনোযোগের বাইরে *(আগস্ট'২০)* -*মুহাম্মাদ তৌহিদ হোসাইন*।

ছাহাবী চরিত : ঈমানী তেজোদীপ্ত নির্যাতিত ছাহাবী খাব্বাব বিন আল-আরাত (রাঃ) *(সেপ্টেম্বর'২০)* -*ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*।

মনীষী চরিত : শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(২৩/১০-১২)* -*ড. নূরুল ইসলাম*।

ভ্রমণস্মৃতি : সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিন *(২৩/৬-৯)* -*ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*।

সাক্ষাৎকার : প্রখ্যাত মুহাক্কিক মাওলানা ওযায়ের শামস *(মার্চ'২০)* -*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান*।

নবীনদের পাতা : ১. আখিরাতের মনযিল সমূহ *(মার্চ'২০)* -*মুহাম্মাদ নাজমুল আহমাদ* ২. মাহে রামাযানের পূর্ব প্রস্তুতি *(এপ্রিল'২০)* -*আব্দুল মুহাইমিন*।

ইতিহাসের পাতা থেকে : ১. মহামারী থেকে আত্মরক্ষায় বিদ'আতী আমলের পরিণতি *(মে'২০)* -*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ২. হারামাইন প্রাঙ্গনের শীতলতার রহস্য *(সেপ্টেম্বর'২০)* -*আত-তাহরীক ডেস্ক*।

অমর বাণী : *(২৩/৬, ৮-১২)* -*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

হকের পথে যত বাঁধা : কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি সমাজে তাওহীদের চারাগাছ রোপিত হ'ল যেভাবে *(জুন'২০)* -*মুহাম্মাদ বেলাল বিন ক্বাসেম*।

হাদীছের গল্প : ১. নবী-রাসূলগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হয় *(জানুয়ারী'২০)* -*মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার* ২. যুলুম হ'ল অন্ধকার *(মার্চ'২০)* -*ঐ* ৩. রূহ কবয ও মৃত্যুকালে মুসলিম ও কাফিরের অবস্থা *(মে'২০)* -*ঐ* ৪. আসমা বিনতু আবী বকর (রাঃ)-এর সীমাহীন দৃঢ়তা *(জুন'২০)* -*ঐ* ৫. উওয়াইস আল-কারানী (রহঃ)-এর মর্যাদা *(জুলাই'২০)* -*ঐ* ৬. কুরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতার মর্যাদা *(আগস্ট'২০)* -*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ১. উত্তম মৃত্যু ২. প্রবৃত্তি দমনের পুরস্কার *(ডিসেম্বর'১৯)* -*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩. সদাচরণের ঋণ *(জানুয়ারী'২০)* -*ঐ* ৪. ছাদাক্বার মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা *(ফেব্রুয়ারী'২০)* ৫. এক নির্ভীক স্কুল ছাত্রীর গল্প *(মার্চ'২০)*।

চিকিৎসা জগত : ১. ডেঙ্গু রোগীর জন্য করণীয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা *(ডিসেম্বর'১৯)* -*ডাঃ মুহাম্মাদ মনছূর আলী* ২. গরুর ল্যাম্পি চর্ম রোগ *(জানুয়ারী'২০)* -*ঐ* ৩. লো কার্বডায়েটের ভালো-মন্দ ৪. শীতে পা ফাটার সমস্যা *(ফেব্রুয়ারী'২০)* ৫. করোনা ভাইরাস : প্রতিরোধে করণীয় *(মার্চ'২০)* ৬. করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবেন যেভাবে *(মে'২০)* ৭. বাড়ীতে বসে করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় যে ছয়টি বিষয় মনে রাখতে হবে *(জুন'২০)* ৮. গ্রীষ্মকালীন ফল-ফলাদির নানাবিধ পুষ্টিগুণ *(জুলাই'২০)* ৯. যেসব ক্ষেত্রে মাস্ক পরা বিপজ্জনক *(আগস্ট'২০)* ১০. কেন মাতৃদুগ্ধ যরূরী *(সেপ্টেম্বর'২০)*।

ক্ষেত-খামার : ড্রাগন ফলের চাষ পদ্ধতি *(আগস্ট'২০)* -*ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম*।

জনমত : পিইসি ও জেএসসি নয়, খেলার মাঠ চাই *(ফেব্রুয়ারী'২০)*।

বিশেষ সংবাদ : ১. ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দাওয়াহ কনফারেন্সে 'যুবসংঘ'-এর সভাপতির অংশগ্রহণ *(জানুয়ারী '২০)* **২.** হাফেয মাওলানা আইনুল বারী আলিয়াভীর মৃত্যু **৩.** ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলীর মৃত্যু **৪.** অধ্যাপক মোবারক আলীর মৃত্যু *(জুন '২০)* **৫.** মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মারকাযের সাবেক ছাত্র আব্দুল্লাহিল কাফী-এর পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ *(জুলাই '২০)* **৬.** প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ-এর মৃত্যু *(আগস্ট'২০)* **৭.** প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ধর্মতাত্ত্বিক ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আ'যমী-এর মৃত্যু *(সেপ্টেম্বর'২০)*।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি **২.** দরসে কুরআন ১টি **৩.** দরসে হাদীছ ১টি **৪.** প্রবন্ধ ৩৯টি **৫.** অর্থনীতির পাতা ৪টি **৬.** সাময়িক প্রসঙ্গ ১০টি **৭.** ছাহাবী চরিত ১টি **৮.** মনীষী চরিত ১টি **৯.** ভ্রমণস্মৃতি ১টি **১০.** সাক্ষাৎকার ১টি **১১.** নবীনদের পাতা ২টি **১২.** ইতিহাসের পাতা থেকে ২টি **১৩.** হকের পথে যত বাঁধা ১টি **১৪.** অমর বাণী ৬টি **১৫.** হাদীছের গল্প ৬টি **১৬.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৫টি **১৭.** চিকিৎসা জগৎ ১০টি **১৮.** ক্ষেত-খামার ১টি **১৯.** কবিতা ৪৫টি **২০.** জনমত ১টি **২১.** বিশেষ সংবাদ ৭টি **২২.** প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ), ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

FR

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম

F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM

সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেবাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩, ০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২০ মূল্য : ২৫.০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

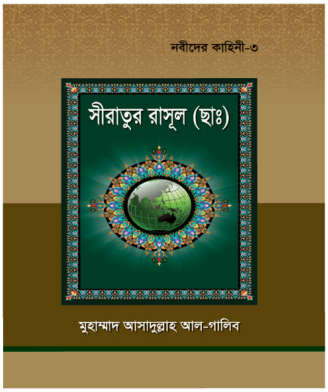

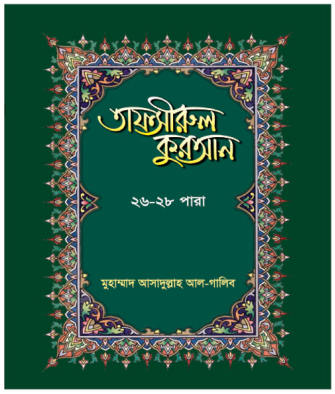

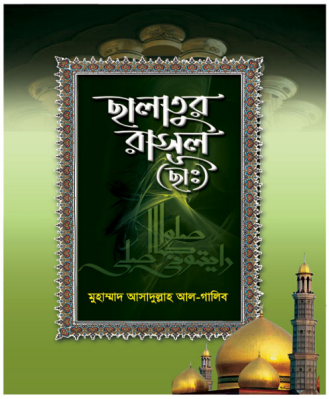

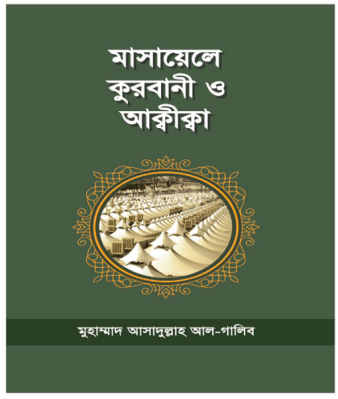

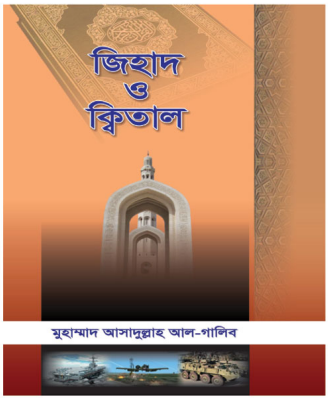

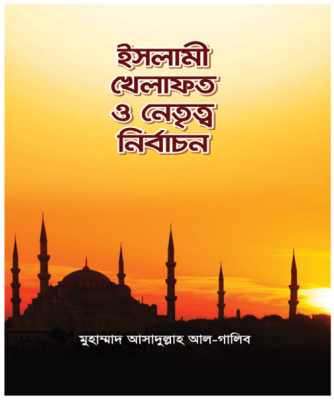

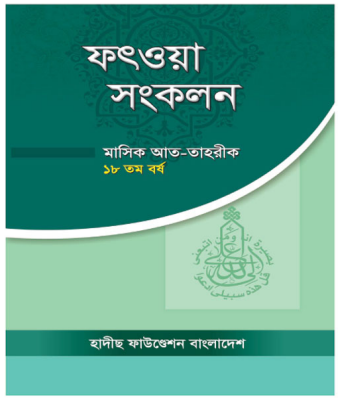

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।
www.at-tahreek.com